রমাদ্বন বিশেষ সাময়িকী



দ্বিতীয় সংস্করণ

সংকলন- সম্পাদনাঃ

আত তাযকীর ওয়াত তাহযীর গবেষণা পরিষদ

التذكير والتحذير لمن يؤمن بيوم الاخر
আততাযকীর ওয়াত তাহযীর, রমাদ্বন বিশেষ সাময়িকী
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ওপেন ইউনিভার্সিটি, IIOU(প্রস্তাবিত)

- নতুনত্ব!
- প্রয়োজনীয়তা!
- সময়োপযোগিতা!
- অনন্য তথ্যাবলীর সমাহার -সমন্বয়!
- ইলমের হক্ব আদায়ে আমাদের প্রচেষ্টা!

সংকলন - সম্পাদনা: "আত তাযকীর ওয়াত তাহযীর" গবেষণা পরিষদ।

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

- সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত।তবে তারা নয় যারা ইমান আনে,আমালে সলিহ্ করে এবং
একে অন্যকে সত্য ও সবর এর উপদেশ দেয়। (১০৩:১-৩)
- তুমি আল কুরআন দ্বারা সতর্ক কর তাকে,যে আমার সতর্কবাণী কে ভয় করে।(৫০:৪৫)
- এবং তুমি উপদেশ দাও/স্মরণ করিয়ে দাও, নিশ্চয়ই এই উপদেশ/ স্মরণ মুমিনদের উপকার দেয়। (৫১:৫৫)
- (রহমানের অনুগত বান্দাদের অন্যতম গুণ হল) যখন তাদেরকে তাদের রবের আয়াত দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেয়া তখন তাতে তারা অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না।(২৫:৭৩)

আত তাযকীর অত তাহযীর/ IIOU মিডিয়ার রমাদ্বন বিশেষ পরিবেশনা

: যেভাবে সাজানো হয়েছে বিশেষ এই সংখ্যা:

পাঠ নির্দেশিকা

- ‘আত তাযকীর ওয়াত তাহযীর’ এর বাংলা,‘উপদেশ দান ও সতর্কীকরণ’
- এটা ত্রৈমাসিক সাময়িকী হিসেবে প্রকাশের প্রস্তাবনা রয়েছে।
- এর সংকলন,সম্পাদনা ও সার্বিকতায় রয়েছে IIOU সাময়িকী গবেষণা পরিষদ।
- সাময়িকীর কিছু নিবন্ধ বা কলাম অসমাপ্ত। আমরা পরবর্তী কোন সংখ্যায় তার পূর্ণতা দিব ইনশাআল্লাহ।
- সর্বসাধারণের কথা বিবেচনায় রেখে সাময়িকীর ভাষায় কোন ধরণের উচ্চমান পরিহার করা হয়েছে। পাঠকদের প্রতি আামাদের আহ্বান থকবে,ভাষার দিকে নয় আমাদের বক্তব্যের দিকে নজর দিন।
- বানানের বিশুদ্ধতা আনয়নে আমাদের ত্রুটি নেই। মুদ্রণে কিংবা ছাপাখানার অসংগতিতে আমরা দু:খিত। এই দুর্বলতা যেন সাময়িকীর বক্তব্য গ্রহণে আপনাকে নিরুৎসাহিত না করে।
- সময়িকীতে উল্লেখিত আল কুরআনের আয়াতসমূহে কখনো সরল অনুবাদ এবং কখনো মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।
- আয়াত নাম্বার এর বেলায় কখনো সুরার নাম ও আয়াত নাম্বার যেমন: আলে ইমরান:৬০,কখনো সুরার নামের সাথে ক্রমিক নং অত:পর আয়াত নং যেমন:আল বাক্বারা ২: ১৮৩, কখনো কেবল সুরার ক্রমিক নং ও আয়াত নং যেমন ৪:৭৫ ; উক্ত তিন ভাবেই দেয়া আছে।
- হাদীসের বেলায় কখনো কেবল গ্রন্থ ও অধ্যায়ের নাম যেমন: বুখারী, কিতাবুল ইমান, কখনো গ্রনহ ও হাদীস নং তুলে ধরা হয়েছে।
- প্রকাশনার ভিন্নতায় হাদীসের নং আগ- পিছ হতে পারে। তবে উক্ত গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট বাবে হাদীসটি অবশ্যই থাকবে।
- কোন কোন হাদীসের রেফারেন্স মূল আরবীর সাথেই দেয়া আছে, বাংলা অনুবাদের নীচে পুনরাবৃত্তি করা হয়নি।
- একই হাদীস অনেক গ্রন্থে রয়েছে। সেক্ষেত্রে অতি মাশহুর কিংবা বুখারী - মুসলিমের হাদীসের বেলায় সংশ্লিষ্ট হাদীসে অন্য গ্রন্থের নাম দেয়া জরুরী মনে করা হয়নি। কখনো কোন হাদীসের বেলা অধিক গ্রন্থের রেফারেন্স দেয়া আছে।এর মানে এটা নয় যে উক্ত কিতাবের বাইরে অন্য কোথাও নেই। বরং আমরা রেফারেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধাকেই বিবচনায় এনেছি।
- সাময়িকীতে তুলে ধরা সবগুলো হাদীস সহীহ কিংবা হাসান পর্যায়ের। যঈফ হাদীস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

সার্বিক ত্রুটি- বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর নিকট আমরা ক্ষমা ও সংশোধন প্রত্যাশী। আপনাদের নিকট রইল দুআর আবেদন।

সূচনা বক্তব্য, দৃষ্টি আকর্ষণ!

إن الحمد لله , نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ----------------------------

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً

" হে যারা ইমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক-দৃঢ় কথা বল" ।(৩৩:৭০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً

" হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা ন্যায়ের উপর সু-দৃঢ় থাক,যদিও এটা হয় তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা তোমাদের মা-বাবার বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের নিকটজনদের বিরুদ্ধে................" (৪:১৩৫)

وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى

"......এবং তোমরা যখন কথা বলবে যথার্থ বলবে,যদিও তোমাদের নিকটজনদের বিরুদ্ধে বলতে হয়..........(৬:১৫২)

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : [أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع : 1 _ أمرني بحب المساكين ، والدنو منهم . 2 _ وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقي . 3 _ وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت . 4 _ وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا . 5 _ وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا . 6 _ وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم . 7 _ وأمرني أن أكثر من قول : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ؛ فإنهن من كنز تحت العرش . (وفي رواية : فإنها كنز من كنوز الجنة)] . رواه أحمد والبيهقي والبزار والطبراني صحيح . السلسلة الصحيحة 5 الصفحة 199
رقم الحديث 2166ْ

2- قل الحق ولو كان على نفسك : وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله : ((قل الحق ولو على نفسك))من حديث علي عند ابن النجار كما قاله السيوطي وصححه الألباني (صحيح الجامع :3769

হাদীস দুটিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সত্য বলার তাগিদ রয়েছে যদিও সেটা তিক্ত হয় এবং যদিও সেটা নিজের বিরুদ্ধে যায়। এই ভাষ্যের আরও শাওয়াহেদ বর্ণিত হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকবর্গ! সত্য বলা, সত্যকে সঠিকভাবে উপসহাপন করা এবং সত্যকে অবলীলায় মেনে নেয়া এ তিনটি বিষয় হল ইমানের দাবী, ইসলামের দাবী। আমরা মনের সংকীর্ণতা হেতু অনেক ক্ষেত্রেই এই দাবী মেটাতে পারি না।

মনে রাখতে হবে সত্য সত্যই, ন্যায় ন্যয়ই, সঠিক সঠিকই। আমরা সত্যকে কখনো কৌশলে এড়িয়ে যাই, কখনো ভনিতার আশ্রয় নেই, কখনো দ্বি-মুখী বা স্ব-বিরোধী হয়ে যাই! এ সবই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের সংকীর্ণতা।

অন্য আর একটি অসংগত আচরণ আমাদের মধ্যে ফুটে উঠে, তা হল; আমরা অনেক সময়ই সত্যকে আমাদের আপেক্ষিক চিন্তাধারার অনুগামী বানাতে চাই!

দেখুন, রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون

আর সত্য যদি মানুষের কামনা- বাসনার অনুগামী হত তাহলে তো আসমান-যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃংখল পূর্ণ হয়ে যেত।(বরং মানুষ যেন সত্যের অনুগামী হতে পারে) আমি তাদেরকে তাদের করণীয় দিয়েছি অত:পর তারা তাদের করণীয় উপেক্ষাকারী! (২৩:৭১)

আমরা পরিবর্তন প্রত্যাশী। শুরু হোক আমাদের থেকেই। সত্য বলা, সত্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরা, সত্যকে মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুগামী হতে গিয়ে নিজের কোন চিন্তা- কথা- কর্ম সংশোধনে বা পরিহারে দ্বিধা বা কার্পণ্য করব না।

আল্লাহর জন্যই এই পরিবর্তনের ইচ্ছা ও ঘোষণা। আল্লাহরই নিকট তাওফীক চাই, করি দুআ ও ঐকান্তিক কামনা।

رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنا لَا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ٥أَنْتَ الْوَهَّابُ

যে বাণী হৃদয়ে আনে প্রকম্পন, চক্ষুতে অশ্রুধারা, রক্তে শিহরণ, দেহে আনুগত্যের ছায়া

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (সূরা হাদীদ ৫৭:১৬)

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পূনঃ পূনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা যুমার ৩৯:২৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (সূরা বাকারাহ ২:২১)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য

হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান। (সূরা বাকারাহ ২:২২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (সুরা ফাতির ৩৫:৩)

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না? (সূরা ইউনুস ১০:৩১)

فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া? সুতরাং কোথায় ঘুরছ? (সূরা ইউনুস ১০:৩২)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

আপনি বলুনঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে এবং তোমাদের আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (সূরা আনআম ৬:৪৬)

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ

বলে দিনঃ দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (সূরা আনআম ৬:৪৭)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ

বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (সূরা কাসাস ২৮:৭১)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে, তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে ? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না ? (সূরা কাসাস ২৮:৭২)

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা কাসাস ২৮:৭৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (সূরা লুকমান ৩১:৩৩)

হে রব্বুল আলামীন! আমাদেরকে তোমার বাণী অনুধাবনের তাওফীক্ব দাও। আমীন।

যে বাণী দেয় অবশ্য পালনীয় কর্মধারা

(মুমিনদের উপর জিহ্বা ও হাত প্রয়োগের বেলায় সাবধান!)

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شديدالعقاب

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [সুরা হাশর ৫৯:৭]

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা ৪:৯৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন। (সূরা নিসা ৪:৯৪)

بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا، أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ» فَكَانَ كَذَلِكَ، قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» فَ

মুসাদ্দাদ (রহঃ) ... আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, (বিদায় হজ্জে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনতার উদেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কি জানো না আজ কোন দিন? তারা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। (বর্ণনাকারী বলেন) এতে আমরা মনে করলাম হয়ত তিনি অন্য কোন নামে এ দিনটির নামকরণ করবেন। এরপর তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ এটি কি ইয়াওমুন নাহর (কুরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ। এরপর তিনি বললেনঃ এটি কোন নগর? এটি 'হারাম নগর' (সংরক্ষিত নগর) নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহ তোমাদের এ নগরে, এ মাসের এ দিনটি তোমাদের জন্য যেরূপ হারাম, তোমাদের (একের) রক্ত, সম্পদ, ইজ্জত ও চামড়া অপরের জন্য তেমনি হারাম।

শোন! আমি কি তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন) উপস্থিত ব্যাক্তি যেন (আমার বানী) অনুপস্থিতের নিকট পৌছিয়ে দেয়। কেননা অনেক প্রচারক এমন ব্যাক্তির নিকট (আমার বানী) পৌছাবে যারা তার চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। বস্তুত ব্যাপারটি তাই। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার পরে একে অপরের গর্দান মেরে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না। (বুখারী,কিতাবুল ফিতান)

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السُّمَيْطِ بْنِ السَّمِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ قَالَ مَا هَلَكْتُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَا الَّذِي أَهْلَكَنِي قَالُوا قَالَ اللهُ { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ } قَالَ قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا فَمَنَحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ فَلَمَّا غَشِيَهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنِّي مُسْلِمٌ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ شَقَقْتُ بَطْنَهُ لَكُنْتُ أَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَلَا أَنْتَ قَبِلْتَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَلَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقَالُوا لَعَلَّ عَدُوًّا نَبَشَهُ فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ أَمَرْنَا غِلْمَانَنَا يَحْرُسُونَهُ فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَقُلْنَا لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعَسُوا فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسْنَاهُ

بِأَنْفُسِنَا فَأَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حَفْصٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ السُّمَيْطِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ فَنَبَذَتْهُ الْأَرْضُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَكُمْ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনুল আযরাক (রাঃ) ও তার সাথীরা (আমার নিকট) এসে বললো, হে ইমরান! তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো। তিনি বলেন, আমি ধ্বংস হইনি। তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন (রাঃ) ''তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়'' (৮ঃ ৩৯)। তিনি বলেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে এতটা যুদ্ধ করেছি যে, তাদেরকে নির্বাসিত করেছি। ফলে আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করতে পারি, যা আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট শুনেছি। তারা বলেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট তা শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি সামরিক বাহিনী মুশরিকদের বিরুদ্ধে পাঠালেন।

মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকরা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলো। আমার এক বন্ধু যুদ্ধে লিপ্ত হলো। মুশরিকের উপর বর্শা দ্বারা হামলা করলো, তিনি তাকে পাকড়াও করলে সে বলতে লাগলো, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। নিশ্চয় আমি একজন মুসলিম''। তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে একবার বা দু'বার বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি যা করেছেন তা তাঁর নিকট বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি তার পেট চিরে দেখলে না কেন? তাহলে তো তুমি তার অন্তরের খবর জানতে পারতে! তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পেট চিরে ফেললেও তার অন্তরের খবর জানতে পারতাম না। তিনি বলেনঃ তাহলে তুমি তার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি কেন কবুল করলে না, অথচ তুমি তার অন্তরের খবর জানতে না?

ইমরান (রাঃ) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অবশেষে লোকটি মারা গেলে আমরা তাকে দাফন করলাম। ভোরে উঠে আমরা দেখলাম যে, তার

লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপরে পড়ে আছে। তারা বললেন, হয়ত কোন শত্রু কবর খুঁড়ে একে বের করে তুলে রেখেছে। অতঃপর আমরা তাকে আবার দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের তার কবর পাহারা দিতে নির্দেশ দিলাম। আমরা পরদিন ভোরবেলা দেখতে পেলাম যে, তার লাশ কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। আমরা বললাম, হয়ত প্রহরীরা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা পুনরায় তাকে দাফন করলাম এবং নিজেরাই প্রহরায় রত হলাম। প্রত্যুষে আমরা দেখলাম, সে কবরের বাইরে যমীনের উপর পড়ে আছে। অবশেষে আমরা তাকে এক গিরিসংকটে নিক্ষেপ করলাম।

বর্ণনায় আরো আছেঃ যমীন তাকে উৎক্ষিপ্ত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খবর দেয়া হলো। তিনি বলেনঃ যমীন তো অবশ্য তার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেখাতে চান যে, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ''-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কত বেশী। (ইবনু মাজাহ)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ " . قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ . فَقَالَ " إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ " .

কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি বলতে পার, দরিদ্র (দেউলিয়া) কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো দরিদ্র। তখন তিনি বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, একে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম....)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبَارَكٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ، عَنْ قَوْلِهِ: اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ، فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى، لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَعْنِي مِنْ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَاعْتَبَطَ: يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا

সাদাকাহ ইবনু খালিদ বা অন্য কারো সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খালিদ ইবনু দিহকান বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-গাসসানীকে বললাম, তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীঃ ''ইগ্‌তাবাতা বিকাৎলিহি'' এর অর্থ কি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যারা ফিতনায় পতিত হয়ে পরস্পর যুদ্ধ করবে। অতঃপর কাউকে হত্যার পর দেখতে পাবে, নিহত ব্যক্তি হিদায়াতের উপর ছিলো। আর সে এজন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, তিনি বলেছেন, ''ফা'তাবাতা' এর অর্থ সে অধিক রক্তপাত ঘটিয়েছে। [আবু দাউদ, আল ফিতান]

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى» النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ " فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ قَالَ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، لَمْ يَذْكُرِ الْأَسْلَمِيَّ

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসুল সা. বলেন: আল্লাহর শপথ! কিয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না মানুষের উপর এমন অবসহা আসে যে," হত্যাকারী সঠিক জানবে না সে কেন একজনকে হত্যা করছে এবং নিহত ব্যক্তিও বুঝতে পারবে না কেন তাকে হত্যা করা হচ্ছে" জিজ্ঞেস করা হল,কিভাবে এমন হবে? রাসুল সা. বললেন " এটাই হল হারজ,হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দুজনই জাহান্নামী। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতান)

এবং রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া ২১:৪৭)
রব্বুল আলামীনের নিকটই চাই ইমান- আমালের হিফাজত, মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে সংযম ও আখিরাতের পূর্ণ নিরাপত্তা।

স্বাগতম শাহরু রমাদ্বন!

প্রতীক্ষিত মেহমানের আগমন, সর্বোত্তম পাথেয় আহরণের এটাই সুযোগ

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ

আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! [সুরা বাকারা ২:১৯৭]

এই তাকওয়া আহরণের জন্যই সিয়াম সাধনা। ঘোষণা হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون

হে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। [সুরা বাকারা ২:১৮৩]

বিগত জীবনের যাবতীয় পাপ-পংকিলতা, বদাভ্যাস পরিহারের মধ্য দিয়ে জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর এমন উপায় পরবর্তী সময়ে হয়ত আর নাও আসতে পারে।

মনে রাখতে হবে, মুমিন-মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই সিয়ামের বিধান মেনে নিতেবাধ্য। আর সিয়াম কেবল খাবার- পানীয় থেকে দূরে থাকার নাম নয়।ঘোষণা হচ্ছে

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

" যে ব্যক্তি বাজে কথা ও কর্ম পরিহার না করবে তার কেবল খাবার- পানীয় পরিহারে আল্লাহর কাছে কোন মূল্য নেই" ।বুখারী......

কেননা সিয়াম তো আল্লাহর জন্য এবং প্রতিদান তারই নিকট নির্দিষ্ট। বলা হয়েছে: (হাদীসে কুদসী)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي "
বানী আদামের কোন সৎকর্মের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয় দশগুণ থেকে সাতশগুণ। আর বান্দা যখন আমার ভয়ে খাবার- পানীয় ও কু - প্রবৃত্তি বর্জন করে এই সিয়াম আমার জন্য, সুতরাং আমি এর প্রতিদান দিব (যত ইচ্ছা)। (বুখারী, মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম)

- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহ........আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রমযানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।(বুখারী, কিতাবুস সিয়াম ও অন্যান্য.......)

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রহ........আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় ক্বিয়ামুল লাইল করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। হাদীসের রাবী ইবনে শিহাব রহ..(বুখারী, মুসলিম, সিয়াম, তারাবীহ ..)

উপরোক্ত হাদীসগুলো সুসংবাদ দিচ্ছে, রমাদ্বন মাসে বিগত জীবনের গুনাহসমুহে ক্ষমা পেতে ১. সিয়াম পালন। ২. ক্বিয়ামুল লাইল। এবং ৩. লাইলাতুল ক্বদরে ক্বিয়াম। তিনটির সাথেই থাকতে হবে ইমান ও বিশুদ্ধ নিয়্যাত তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি- সাওয়াব প্রত্যাশা। একটি হাদীসে রয়েছে চরম সতর্কবানী, " যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করল কিন্তু ঐ সিয়ামে সে বাজে কথা- কর্ম পরিহার করল না তার সিয়াম মূল্যহীন" ।

তাহলে সিয়ামের প্রতিদান পেতে হলে বাজে কথা- কর্ম পরিহার করতেই হবে। সুতরাং আমরা নিজ নিজ হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করব :

১. মিথ্যা কথা, মিথ্যা গল্প- কৌতুক, এসবে শরীক হব না অর্থাৎ নিজে করব না, কাউকে করতে দেখলে তাকে সিয়ামের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে চলে আসব।

২. গীবত- সমালোচনা, কারও অনুপসিহতিতে তার ভুল - মন্দ নিয়ে কথা বলা, অনেকের সামনে তাকে অপমান - অসম্মান করা এসবের ধারে কাছেও যাব না।

৩.মাজলিস জমানোর জন্য চাপাবাজি,নিজেকে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টা, কোন কাজ না করেও ঐ বিষয়ে প্রশংসা পেতে সত্য- মিথ্যা মিলিয়ে গল্প উপসহাপন, দওয়াতী কাজে বা দল ভারী করতে জনতা বা সমর্থকদেরকে মিথ্যা - অবাস্তব আশ্বাস দেয়া এসবের কোনটাতেই আামি যাব না।

৪. কারো পক্ষে- বিপক্ষে কোন ইচ্ছা, কথা বলা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আত্মজিজ্ঞাসায় লিপ্ত হব এটা কি আল্লাহর জন্য করতে যাচ্ছি নাকি অন্য কারো সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য।

সর্বোপরি আল্লাহর জন্য মন ও জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ এ মাসে আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব।রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বনী-ইসরাঈল ১৭:৫৩)

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানীতে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ

যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ সে- ই প্রকৃত মুসলিম।....... (বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল ইমান)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»

..............যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান আনে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। বুখারী, কিতাবুল আদাব, মুসলিম....

এমনিভাবে হিফজুল লিসান বা জবান নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ - উৎসাহ প্রতিদান যেমন অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বর্ণনা রয়েছে জবান নিয়ন্ত্রণ না করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে। আমরা যেন জিহ্বা ব্যবহারের পূর্বে রব্বুল আলামীনের নিম্নোক্ত ঘোষণা মনে রাখি:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটর।(সূরা ক্বফ ৫০:১৬)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (সূরা ক্বফ ৫০:১৭)

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা ক্বফ ৫০:১৮)

রমাদ্বনের সিয়াম আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় তথা ফরয। সিয়ামের আহকাম, আরকান, সিয়াম ভংগের কারণ এসব নিয়ে আমরা অনেকটাই সচেতন; কিন্তু জিহ্বার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার না হলে আমার পালনকৃত সিয়াম য়ে প্রতিদানের বেলায় মূল্যহীন হতে পারে এ আলোচনা আমাদের মধ্যে অনেকটাই কম।

সুতরাং, আসুন সচেতন হই, রমাদ্বনে হিসাব করে কথা বলি, অধিকতর তাক্বওয়া অর্জন করি এবং এই তাক্বওয়া দিয়েই যেন হয় সারা বছরের পথচলা।

জিহ্বার হিফাজতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল আল্লাহর যিকর। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর যিকর করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার সঙ্গী হন। শয়তান তার কাছে আসতে পারে না। আল্লাহ বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারাহ ২:১৫২)

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন.. হাদীসে কুদসী:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»

..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী নিকটে আছি। যখন সে আমার যিকর (স্মরণ) করে সে সময় আমি তার সাথে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন সভায় আমার কথা স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে আসি। (মুসলিম,যিকর অধ্যায়)

আল কুরআন ও সুন্নাহর আরও বর্ণনা এ পর্বের জন্য বিদ্যমান।

অন্যদিকে কোন বান্দা আল্লাহর স্মরণে গাফিল বা উদাসীন হলে শয়তান তার সংগী হয়ে থাকে।আল্লাহর ঘোষণা:

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। [সুরা যূখরুফ ৪৩:৩৬]

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

শয়তানরাই তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করে, আর তারা মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। [সুরা যূখরুফ ৪৩:৩৭]
সুতরাং সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকার মধ্য দিয়েই জিহ্বার যথাযথ হিফাজত সম্ভব। আর সর্বোত্তম যিকিরের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সহজ কয়েকটি বাক্য, তা হলঃ
সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা হাওলা অলা কুও্য়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লহা অ আতূবু ইলাইহি। এর প্রতিটি বাক্যের উপরই ভিন্ন ভিন্নভাবে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের কম- বেশী জানা রয়েছে।

আর, নিশ্চয়ই এই যিকির সিয়ামের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়, যেমনিভাবে সলাত, জিহাদ ইত্যাদি সকল ইবাদতকে করে তুলে আরও যথাযথ এবং অধিক প্রতিদানোপযোগী।
সুতরাং রব্বুল আলামীনের নিকটই চাই যিকিরে সিক্ত জিহ্বা, সিয়ামের হক্ব আদায়ের তাওফীক্ব এবং তাক্বওয়াপূর্ণ ক্বলব।

মহিমান্বিত আল কুরআন অবতরণের মাস রমাদ্বন, এ মাসে আমাদের নিকট আল কুরআনের প্রাপ্য

কতইনা হতভাগা একজন মুসলিম! তাকে যখন একে দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় সে তা সম্পাদনের কথা জানাতে পারে, আর যখনই প্রশ্ন করা হয় আল কুরআন তিলাওয়াত বা স্টাডি সম্পর্কে, সে বলে সময় পায়নি! আরও কত হতভাগা সেই মুসলিম মা বাবা, যে তার সন্তানের স্কুলের পাঠ সম্পন্ন করতে সময় দিতে পারে ঘন্টার পর ঘন্টা, রাত কাটিয়ে দেয় নির্ঘুমে, অথচ সন্তানের কুরআন পাঠে দিতে পারে না দশ মিনিট সময়!

আল্লাহ জানিয়েছেন, এই কুরআন হল মানুষের সমুদয় দুনিয়াবী বিষয় থেকে উত্তম।

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

বল,...এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। (সূরা ইউনুস ১০:৫৮)

হে মুসলিম! তোমাকে তোমার দৈনন্দিন মূল ব্যস্ততায় আল কুরআনকে নিতে হবে। এটা অপশনাল নয় যে সময় পেলে এতে মনোযোগী হবে আর না পেলে হবেনা।

- রমাদ্বনের মহানত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমাদ্বন মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যকারী। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৫)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

حم وَالْكِتَابِ االمبين انا انزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين-

হা - মী- ম। শপথ সু- স্পষ্ট কিতাবের। আমি একে নাযিল করেছি। এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (সূরা দুখানা ৪৪:১-৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

আমি একে নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। (সূরা ক্বদর ৯৭:১)

আল কুরআন রমাদ্বন মাসে লায়লাতুল ক্বদরে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে বাইতুল ইজ্জতে একযোগে প্রথমবার নাযিল হয়। অত:পর জিবরীল আ. আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ক্রমে ক্রমে তেইশ বৎসরে মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পৌছে দেন। এমনি বর্ণিত হয়েছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.থেকে এবং তা সমর্থিত হয়েছে তাফসীর শাস্ত্রের ইমামদের র. দ্বারা। এছাড়া রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রথম যেদিন ওহী পৌছানো হয় সে দিনটি রমাদ্বন মাসের লাইলাতুল ক্বদর এর অন্তর্ভুক্ত ছিল এমন বক্তব্য কারো কারো গবেষণায় উঠে এসেছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর বর্ণনা:

: أن القرآن قد نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملةً واحدة ، ثم نزل بعد ذلك منجَّماً في ثلاث وعشرين سنة .
عن ابن عباس في قوله (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ، وكان الله عز وجل يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض ، قالوا (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) .
رواه النسائي في " السنن الكبرى " (6 / 519) ، والأثر له ألفاظ متقاربة ، ومخارج متعددة ، ولذلك صححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9 / 4) وغيره .

আল কুরআন নাযিলের এ মাসে জিবরীল আ.প্রতি রাতেই মুহাম্মদ সা. এর নিকট আসতেন এবং পরস্পর একে- অন্যকে আল কুরআনের পাঠ দিতেন। বর্ণিত হচ্ছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন। (বুখারী, কিতাবুল ওহী)

বরকতময় এ মাসে আল কুরআনের অধিকারগুলো আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে এবং তা প্রত্যার্পণে পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। অধিকারগুলো হল:

ক. তিলাওয়াত: সারা বৎসর আমরা জাগতিক বিভিন্ন ব্যস্ততায় আল কুরআন তিলাওয়াতে খুব অল্পই সময় দিতে পারি। এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অন্য ব্যস্ততা কমিয়ে অধিক তিলাওয়াতের জন্য সময় বের করতেই হবে। এক্ষেত্রে হতে পারে, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরই অন্তত দশ মিনিট করে তিলাওয়াত; ব্যক্তি ও ব্যস্ততার ভিন্নতায় এই সময় বাড়তে থাকবে। এছাড়া অবসর পেলেই কোন গল্পে না জড়িয়ে তিলাওয়াতে ব্যস্ত হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। (সূরা ফাতির ৩৫:২৯)

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " المُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ: كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَيَعْمَلُ بِهِ: كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ: كَالحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ - أَوْ خَبِيثٌ - وَرِيحُهَا مُرٌّ "

মুসাদ্দাদ (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তাঁর উদাহরণ কমলা লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে মন মাতানো। আর ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে আমল করে। তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু গন্ধ নেই। আর সকল মুনাফিক যারা কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের ন্যায়, যার মন মাতানো খুশবু গন্ধ আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ (তিক্ত)। আর ঐ মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জাল (মাকাল) ফলের ন্যায়, যা খেতেও বিস্বাদ এবং তা দুর্গন্ধযুক্ত। (বুখারী, কিতাবু ফযায়েলুল কুরআন, মুসলিম, অন্যান্য...)

খ. তিলাওয়াত শুদ্ধকরণ : হাফিজ, আলিম এবং কুরআনের সাথে দীর্ঘ সময় ব্যয়কারী এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের তিলাওয়াতের শুদ্ধতা নেই বললেই চলে। তাদের অবসহা এভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে:

** কারও মুখস্ত কিছু সুরার তিলাওয়াত ভাল।

** কারও নির্দিষ্ট কিছু আয়াতের তিলাওয়াত ভাল।

** কেউ হয়তো অল্পদিনের কোন কোর্সে অংশ নিয়ে শেখার পর নিয়মিত চর্চা না থাকায় ভুলে গেছেন।

** কেউ হয়তো ভুলের উপর শিখে সেটাই চর্চা করছেন, উপযুক্ত কাউকে সমগ্র কুরআন শুনাতে পারেননি।

উক্ত যে শ্রেণীতেই আপনার অবসহান হোক না কেন, আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে করণীয় হল:

১. বিশুদ্ধ নিয়্যাত এবং আল্লাহর নিকট দুয়া- তাওফীক্ব কামনা, যেন তিলাওয়াত শুদ্ধ হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ"هَذَا

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে কোন জিনিস বেশি সম্মানিত নয়। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দুআ অধ্যায়)

২. বয়স যা-ই হোক না কেন এই শিক্ষার ক্ষেত্রে লজ্জা বা জড়তা থাকা যাবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টাই দেখবেন।

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (আখিরাতে) সম্মানিত নেককার লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে এবং এটা তার পক্ষে (হিশামের বর্ণনায়) খুবই কঠিন ও (শু'বাহর বর্ণনায়) কষ্টকর, সে দুটি পুরস্কার পাবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ)

৩. নিকটবর্তী মাদরাসায় যান এবং ভাল ওস্তাদ খুজে নিন।

৪.দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন, লেগে থাকুন।

৫. প্রতিদিন যতটুকু তিলাওয়াত করবেন তা অডিও শুনুন এবং মিলিয়ে নিন। অডিও শোনার ক্ষেত্রে নেট থকে " সাদ আল গামিদী " বা রাশিদ আল আফাসী বা সিদ্দীক আল মিনশাওয়ী এদের যে কোন একজনের তিলাওয়াত ডাউনলোড করে নিন।

৬. নারীদের জন্য অবশ্যই স্বামী, বাবা, ভাই, ছেলে এদের মধ্য থেকে শিক্ষক হতে হবে। অথবা হাফেজা বা আলেমা কাউকে বাছাই করতে হবে। (এ সম্পর্কে আল মুসলিমাহ কর্ণারে বিস্তারিত)

৭.কুরআন তিলাওয়াতে সুর-ছন্দ নিয়ে আসুন : অনেকে কুরআন পাঠ করেন, মনে হয় যেন সাধারণ কোন বই পড়ছেন কুরআনের আয়াতের ওজন এতে রক্ষিত হয় না। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج أخبرنا بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من لم يتغن بالقرآن - وزاد غيره - يجهر به) (2737/6)

ورواه الإمام أحمد (1\172)، وابن أبي شيبة (2 257)، وأبو داود (74/2) ، والحاكم (758/1) ، وابن حبان (327/1) ، والدارمي (417/1) وغيرهم

" যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে সুন্দরভাবে আল কুরআন পাঠ করবে না সে আমাদের নয়।

তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন-

وعن البراء بن عازب، قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم((

" তোমরা তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর" (আবু দাউদ ও অন্যান্য..)

গ. নির্বাচিত সূরা ও আয়াত মুখস্তকরণ: ছোট সূরা গুলো তথা নিরানব্বই থেকে একশ চৌদ্দ নং সূরা, আয়াত আল কুরসী, সূরা বাক্বারাহর শেষ তিন আয়াত, আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত ও সুরা আল মুলক যাদের মুখস্ত নেই তারা বিশুদ্ধতার সাথে মুখস্ত করতে এ রমাদ্বনেই সুযোগ নিবেন। এসবে যাদের বিশুদ্ধ হিফজ রয়েছে তারা নতুন আয়াত বা সুরা হিফজের দিকে মনোযোগী হবেন।

الترمذي (2914) وأبو داود (1464) واللفظ له ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا) .

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (কিয়ামাতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান। হাসান সহীহঃ মিশকাত (২১৩৪), তা'লীকুর রাগীব (২/২০৮), সহীহ আবূ দাউদ (১৩১৭), সহীহাহ (২২৪০)

ঘ.আল কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর অধ্যয়ন: আপনার মুখস্ত করা সুরা বা আয়াতটির সরল বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর ইবন কাসীর খুব ভালভাবে পাঠ করুন।

ঙ.আল কুরআনের মাজলিস অনুষ্ঠান ও অংশগ্রহণ: প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবসহান সহলে নিকটজনদের নিয়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও কুরআনের মাজলিস আয়োজনে সচেষ্ট হোন।

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন.............

যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘর সমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের (শামিয়ানা) তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফিরিশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফিরিশতাগণের) মাঝে তাদের স্মরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবেনা। (মুসলিম, যিকর.......অধ্যায়)

ঙ. আল কুরআন শিখুন এবং শিক্ষা দিন। কেননা, রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»،

তোমাদের মধ্যে উত্তম/ শ্রেষ্ঠ সে-ই যে নিজে আল কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, ফাযায়েলে কুরআন......)

ছ. আল কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীর অধ্যয়ন: রব্বুল আলামীনের ঘোষণা---

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (সূরা স'দ ৩৮:২৯)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً

তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।

এ পর্ব বিশেষভাবে আলেম ও কুরআন বিশেষজ্ঞদের জন্য, যারা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করবেন; যেখানে এর শানে নুযুল, আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাফসীর, উপদেশ, নির্দেশনা, বর্তমান করণীয় ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সালফে সালেহীনদের অনুসৃত পন্থায় আলোচিত হবে। সধারণ জনতা শর্তাধীনে ও সাধ্যানুযায়ী উক্ত গবেষণায় শরীক হবেন।

জ. কুরআনের বিধানাবলী অনুসরণ:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (সূরা আরাফ ৭:৩)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর এ ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের ইখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তার রসূল কে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (সূরা নুর ৫১:২৪)

সুতরাং, জীবনের যে কোন পর্বে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নে রমাদ্বন মাসই হোক আমাদের গতি নির্দেশক।

জ. ভুলে যাওয়া অংশ পুনরায় স্মৃতিতে নিয়ে আসা: মনে রাখবেন আল কুরআন হিফজ করে দুনিয়াবী ব্যস্ততায় বা অবহেলায় তা ভুলে যাওয়া অনেক বড় পাপ।

এভাবেই আমাদেরকে রমাদ্বন মাসব্যাপী আল কুরআনের পাঠ-পঠন ও চর্চায় অধিক মনোযোগী হয়ে সারা বৎসরের সম্বল জমাতে হবে। অন্যথায় আমরা অভিযুক্ত হতে পারি কুরআন পরিত্যাগকারী হিসেবে; যাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

রসূল বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত সাব্যস্ত করেছে। (সুরা ফুরক্বন ২৫:৩০)

আর রব্বুল আলামীনের এই ঘোষণা আমরা মনে রাখব,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুমিনদের জন্য। (সুরা ইউনুস ১০:৫৭)

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ। [সুরা ইউনুস ১০:৫৮]

কুরআনের আয়াত দ্বারা বিতর্ক, নিজের বুঝ দ্বারা তাফসীর এবং পক্ষে-বিপক্ষে কোন আয়াত প্রয়োগের পূর্বে সতর্ক হোন

১. আল কুরআনের আয়াত নিয়ে বিতর্কের পরিণাম:

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ»

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি বলেন, তখন তিনি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে দু'ব্যক্তির মতবিরোধের আওয়ায শুনতে পান। রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে আসলেন, তখন তাঁর চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীরা আল্লাহর কিতাবে মতবিরোধ করার দরুণ ধ্বংস হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল ইলম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আল কুরআন এক আয়াত অন্য আয়াতের সমার্থক। আর তোমাদের বিতর্কে মনে হচ্ছে এক আয়াত অন্য আয়াতের বিপরীত!........

সুতরাং এই সতর্কবাণী আমাদের মনে রাখতে হবে। এর আমল হবে এভাবে,

- কারও সাথে বিতর্ক লিপ্ত হলে সে যদি তার কথার সমর্থনে কুরআনের কোন আয়াত পেশ করে আমি সেখানে ঐ আয়াতের বিপরীত অর্থ দেয় এমন কোন আয়াত পেশ না করে বিতর্কে পরিসমাপ্তি টানব। হতে পারে সে উক্ত আয়াতের অর্থ -ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের কোথাও ভুল করেছে। আমি তাকে পরবর্তী সময়ে আলোচনার পরিবেশে ঐ আয়াতের সঠিক অর্থ -তাফসীর ও প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে কথা বলব।

২.নিজের বুঝমত তাফসীর করা যাবেনা

আল্লহর ঘোষণা:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [সুরা জুম'য়া ৬২:২]

তাহলে রসূলকে যে সকল দয়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল, তিনি উম্মাতকে আল্লাহর কিতাবের পাঠ-পঠন ও ব্যাখ্যা-আমল শিক্ষা দিবেন।এই আয়াতের মূল বক্তব্য আরও উঠে এসেছে আল কুরআনের ২:১২৯,১৫১ এবং ৩:১৬৪
আয়াতত্রয়ে। এরপর আরও পরিস্কার করে বলা হয়েছে:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় সুস্পস্ট করেন, যে গুলো তোদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সুরা নাহল ১৬:৪৪)

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে। (সুরা নাহল ১৬:৬৪)

এই নির্দেশের ধরাবাহিকতায় রাসুল সা. আল কুরআনের তিলাওয়াত - তাফসীর সাহাবীদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি তার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।

সাহাবীগণ রাসুল সা. থেকে সমগ্র কুরআন শিখে নিয়েছিলেন। তাবেয়ী ইমাম আবু আবদুর রহমান আস সুলামী বলেন: আমাদের কুরআন শেখানোর উসতাদ উসমান রা. ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. আমাদেরকে বলতেন, "আমরা রাসুল সা. এর নিকট কুরআন শিখতাম, আমরা যখন দশটি আয়াত শিখতাম; খুব ভাল করে ঐ আয়াতগুলোর ইলম ও আমল জেনে না নেয়া পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতাম না। এভাবে সমগ্র কুরআন শিখেছি এবং এর ইলম ও আমল সম্পর্কে জেনেছি।" (তাফসীর তাবারী,মুকাদ্দামাহ)

রাসূল সা.সাহাবীদেরকে ইলম ছড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণেও ছিল সেই তাগিদ। তিনি সা. এও জানিয়েছেন, তার উদ্বৃতি দিয়ে মিথ্যা বলার পরিণাম হল জাহান্নাম। নিজের বুঝ থেকে আল কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যার পরিণামও ভয়াবহ।

- সাহাবাগণ সাধ্যানুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাবেয়ীগণকে তারা কুরআন শিখিয়েছেন। ইলম বিতরণের এই ধারাবাহিকতায় তাফসীরের ইলম বিস্তৃত এক প্রাতিসঠানিক রুপে আজ পর্যন্ত চলমান। ইলম তুলে নেয়া পর্যন্ত এই সিলসিলা চলতেই থাকবে।
- আমাদের সময়ে কিছু ব্যক্তি কিংবা একশ্রেণীর যুবকদের দেখা যায় আল কুরআনের কিছু আয়াতের অনুবাদ শিখেই তৃপ্ত মনে কুরআনের যে কোন বিষয়ে সমাধান দিতে তৎপর হয়ে

উঠেন! কেউ আবার প্রয়োগ- বিধি সম্পর্কিত ইলম ছাড়াই নিজের পক্ষে বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কোন আয়াতের উল্লেখ করে থাকেন!

- কাওকে দেখা যায় আল কুরআন বিষয়ক কোন জিজ্ঞাসার বিপরীতে খুব দ্রুত উত্তর দিতে, মনে হয় যেন সে উপসিহত শ্রোতাদের বোঝাতে চায়, আমি কুরআনের উপর পূর্ণ দখল রাখি যা আর কেউ রাখে না।
- কাওকে দেখা জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের উত্তর দিতে, যদিও সে নিজেই জানে উত্তর অনেক সময়ই সঠিক হচ্ছেনা। সে চিন্তা করে উত্তর না দিলে তো প্রশ্নকারীর কাছে ছোট হয়ে যাব! এভাবে সে আল্লাহর নিকট অপমান হওয়াকে নিজের জন্য বেছে নিল!

অথচ দেখুন,

- রাসুল সা.স্বয়ং সকল জিজ্ঞাসার উত্তর তৎক্ষণাত দিতেন না।
- অনেক জিজ্ঞাসায় তিনি সময় নিতেন। ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন। ওহী মারফত সমাধান দিতেন।
- রাসূলের সা. জীবদ্দশায় সাহাবাগণ তার নিকট থেকেই সমাধান নিতেন।
- রাসূলের ওফাতের পর খুলাফায়ে রাশেদা অনেক বিষয়েই সমাধান বের করতে রাসূলের সহচর্যে অধিক সময় ব্যয় করেছেন এমন সাহাবার শরণাপন্ন হয়েছেন।
- সাহাবাগণ তাফসীর বা ফতোয়া প্রদানের বেলায় ত্বরাপ্রবণ ছিলেন না। অনেক প্রশ্নে তারা বলতেন, আমার জানা নেই।
- অনেক প্রশ্নে নিজে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অন্য সাহাবীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন।
- আমি জানিনা, পরে জানাব, অমুক আমার চেয়ে ভাল জানেন, আল্লাহ ভাল জানেন, আমি জেনে জানাব; এসব বাক্য দ্বারা উত্তর দিতে তাদের মাঝে সামান্যও কার্পণ্য ছিলনা। তাবেয়ী উলামা ও তাদের ছাত্রগণও এমন গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এটাই হল তাক্বওয়ার পরিচায়ক। এজন্যই জমিনের বুকে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম তার বিখ্যাত কিতাব "ইলামুল মুওক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন" এ বিষয়ে যথেষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْتَى ح وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ، رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ» زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي

حَدِيثِهِ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেয়া হয় তার পাপ ফাতাওয়াদানকারীর উপর বর্তাবে। সুলাইমানের বর্ণনায় রয়েছেঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে ক্ষতিকর পরামর্শ দেয়, অথচ সে জানে যে, কল্যাণ তার বিপরীতে রয়েছে তাহলে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকাত করলো। (আবু দাউদ,কিতাবুল ইলম)

তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» قَالَ الفِرَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ

ইসমা'ঈল ইবন 'আবূ উওয়ায়স (র)...আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লহ্ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর
অপরকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আব্বাস (র)... হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে (বুখারী, কিতাবুল ইলম, ফিতান..)

- আমাদের মনে রাখতে হবে, না জেনে ফতোয়া দেয়া হল জাহিলদের স্বভাব।
- আলিমদের স্বভাব হল না জানলে কোন ভনিতা না করে সাহাবীদের পন্থা অনুসরণ করা।

বর্ণিত হয়েছে:

وَعَنْ مَسرُوقٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ مَسعُود رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللهُ أَعْلَمُ . قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾ [ص : ٨٦] . رواه البخاري

মাসরূক [রহঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন ‘হে লোক সকল! যে ব্যক্তির কিছু জানা থাকে, সে যেন তা বলে। আর যার জানা নেই, সে যেন বলে, ‘আল্লাহই ভালো জানেন।’ কারণ তোমার অজানা বিষয়ে ‘আল্লাহই ভালো জানেন’ বলাও এক প্রকার ইলম [জ্ঞান]। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন, ‘‘বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটদের অন্তর্ভুক্ত নই।’’ (সূরা সোয়াদ: ৮৬ , সহীহুল বুখারী ১০০৭, ১০২০, ৪৬৯৩, ৪৭৬৮, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, ৪৮২০, ৪৮২১-৪৮২৫, মুসলিম ২৭৯৮, তিরমিযী ৩২৫৪, আহমাদ ৩৬০২, ৪৯৩, ৪১৯৪

- কুরআনের আয়াত প্রয়োগের বেলায় সাবধানতা জরুরী। মনে রাখবেন ইহুদী- নাসারাদের তাহরীফের সূচনা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রয়োগের দ্বারাই। আমরা সামনের কোন সংখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে আনব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর নিকটই হিফাজত চাই ইলমের সবধরণের খিয়ানত থেকে।

রমাদ্বন ও সিয়াম; বিশেষ নির্দেশিকা

আনন্দ উদ্দীপনার সাথে রমাদ্বনকে স্বাগত জানান আল্লাহর প্রশংসার দ্বারা, যিনি আমাদেরকে এই রমাদ্বন মাসে উপসিহত করেছেন।

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا اَن هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদেরকে সত্যের দিকে পথ দেখিয়েছেন; আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছেন। [সুরা আরাফ ৭:৪৩]

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সিয়াম পালন করব, সিয়ামের পূর্ণ হক্ব আদায়ে সচেষ্ট হব----- দৃঢ় নিয়্যাত করুন।

سَمِعْتُ عُمَرَبْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ‹‹إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،يْهِ

হুমায়দী (রহঃ) আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।

(বুখারী ও অন্যান গ্রন্থাবলী)

- সেহরী খাবেন, এমনকি কেবল পানি দিয়ে হলেও :

وعن أبي هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم سحور المؤمن التمر " رواه أبو داوود(2345) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود.

রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :" খেজুর মুমিনের জন্য উত্তম সেহরী"(আবু দাউদ)

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " السُّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ " رواه أحمد (11003) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3683)

রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সেহরী বরকতপূর্ণ খবার, তোমরা এটা ছেড়ে দিওনা, যদিও সেটা হয় একটু পানি..... কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ তাদের উপর রহমত করেন যারা সেহরী খায়" । (আহমাদ)

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " رواه البخاري-مسلم ک

রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:" তোমরা সেহরী খাও, কেননা নিশ্চয়ই সেহরীতে বরকত নিহিত" । (বুখারী- মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ " رواه أحمد (14533) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2309)

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন," যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের ইরাদা করে সে যেন কিছুর দ্বারা সেহরী খায়" । (আহমাদ) তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاص رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ». رواه مسلم

আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের রোযা ও কিতাব-ধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরি খাওয়া।" মুসলিম ১০৯৬, তিরমিযী ৭০৯, নাসায়ী ২১৬৬, আবূ দাউদ ২৩৪৩, আহমাদ ১৭৩০৮, ১৭৩৪৫, দারেমী ১৬৯৭

- খেজুর দিয়ে ইফতার করুন, না হলে পানি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) নামায আদায়ের পূর্বেই কয়েকটা তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। তিনি তাজা খেজুর না পেলে কয়েকটা শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন আর শুকনো খেজুরও

না পেলে তবে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন। — সহীহ, ইরওয়া (৯২২) সহীহ আবু দাউদ (২০৪০)

- অন্যকে ইফতার করাবেন।

سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন রোযা পালনকারীকে যে লোক ইফতার করায় সে লোকের জন্যও রোযা পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এর ফলে রোযা পালনকারীর সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না। —তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, কিতাবুস সাওম

- জিহ্বা, চোখ, কান, হাত, পা, মুখ, পেট ও হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করুন হারাম বলা, দেখা, শোনা, ধরা, হারামের দিকে এগিয়ে যাওয়া, সেহরী-ইফতারে হারাম বস্তু বা উপার্জন ভক্ষণ করা ও হারাম চিন্তা- আকর্ষণ থেকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ «

" যে ব্যক্তি বাজে কথা ও কর্ম পরিহার না করবে তার কেবল খাবার- পানীয় পরিহারে আল্লাহর কাছে কোন মূল্য নেই" । বুখারী......

- নফল সদাক্বাহ করুন

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বন মাসে অনেক বেশী দান করতেন। বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ»

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন। (বুখারী,কিতাবুল ওহী)

সাহাবীরাও রা. রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। তার সিয়াম পালনের ফলে সারা দিনের যে খাবার বেঁচে যেত তা দান করে দিতেন।

- সারাদিন যিকর করার অভ্যাস করুন।

عَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ». رواه مسلم

আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশ-কারী হিসাবে আগমন করবে।" (মুসলিম ৮০৪, আহমাদ ২১৬৪২, ২১৬৫৩, ২১৬৮১, ২১৭১০)

- অন্যান্য সৎকর্ম বাড়িয়ে দিন
- ক্বিয়ামুল লাইলে নিয়মিত হোন
- আল কুরআনের হক্ব আদায় করুন

(উপরে ক ও খ প্রবন্ধে বিস্তারিত.....)

- অধিক পরিমাণে দুআ করুন, ইস্তেগফার করুন; নিজের ও অন্যের জন্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ " رواه الترمذي (2525) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2050)

قول رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دعوتُهم: الصَّائم حين يُفْطِر، والإمام العادِل، ودعوة المظلوم" (رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ).

ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ، و دعوة المظلوم ، و دعوة المسافر

الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3030

ومنها حديث (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد) فقد أشار ابن القيم إلى تضعيفه، وقال الشيخ الألباني : إسناد هذا الحديث ضعيف.

উক্ত হাদীসগুলোতে সিয়াম পালনকারীর সিয়াম অবসহার দুআ কবুল হওয়ার সু- সংবাদ রয়েছে। এখানে স্মর্তব্য, ইফতার পূর্ব সময়ে দুআ কবুল হওয়ার বিষয়ে যে হাদীস এসেছে তার কোন সনদ

সম্পর্কে শায়খ আলবানী বা কোন মুহাদ্দিস আপত্তি তুললেও কোন কোন সনদকে হাসান বা সহীহ-ও বলেছেন। সুতরাং, হাদীসটি আমলযোগ্য।

- সামর্থ্য থাকলে উমরাহ করুন

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِي». متفقٌ عَلَيْه

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য।" সহীহুল বুখারী ১৭৮৬, ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, নাসায়ী ২১১০, আবূ দাউদ ১৯৯০, ইবনু মাজাহ ২৯৯৪, আহমাদ ২০২৬, ২৮০৪, দারেমী ১৮৫৯

- শেষ দশকে ইতিকাফ করুন

- শেষ দশকে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করুন।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَقُوْل: «تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ». متفقٌ عَلَيْهِ

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে এতে-কাফ করতেন এবং বলতেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকে শবে কদর অনুসন্ধান কর।" সহীহুল বুখারী ২০২০, ২০১৭, মুসলিম ১১৬৯, তিরমিযী ৭৯২, আহমাদ ২৩৭১৩, ২৩৭৭১, ২৩৯২৪, ২৫১৬২

লাইলাতুল ক্বাদরের সকল হাদীস জমা করলে সারকথা দাঁড়ায়, রমাদ্বনের শেষ দশকের বেজোর রাত্রিগুলোর মধ্যেই এটা নিহিত। (লাইলাতুল ক্বাদর বিষয়ক প্রবন্ধ দেখুন)

- সদাক্বতুল ফিতর আদায় করুন

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

রসুলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন, দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকলের উপর যাকাতুল ফিতরকে ফরয ঘোষণা দিয়েছেন, এক সা' পরিমাণ খেজুর বা যব; এবং তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন লোকজন ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই। (বুখারী, মুসলিম)

- আপনার সিয়ামের কারণে দিনের বেলার যে খাবার জমা হল তাতে গরীব- মিসকীনের হক্ব আছে। মনে রাখা ভাল," সিয়ামের সেহরী ইফতারে যতই খাওয়া হোক হিসাব দিতে হবে না" মর্মে যে হাদীস সমাজে প্রচলিত তা ভিত্তিহীন, জাল হাদীস।

আমরা সিয়াম ও রমাদ্বন সম্পর্কে ইতিপূর্বে দুটি নিবন্ধ উপসহাপন করেছি, উক্ত নিবন্ধদ্বয়ে কিছুটা সময় ব্যয় করতে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

লাইলাতুল ক্বাদর প্রাপ্তিই হবে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। [সুরা ক্বদর ৯৭:১-৫]

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। [সুরা দুখান ৪৪:৪]

এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন লাইলাতুল ক্বদরকে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম বলেছেন। আমরা জানি এক হাজার মাস সমান ত্রিশ হাজার রাত্রি, বা ৮৩ বছর ৪ মাস। এরকম বলার তাৎপর্য কী? পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের সাধারণের গড় আয়ু ছিল সর্বশেষ নবী সা: এর উম্মতের সাধারণের গড় আয়ু থেকে অনেকটাই বেশী। একটি বর্ণনায় উম্মতে মুহাম্মদির গড় আয়ু বলা হয়েছে ৬০ বছর। সুতরাং আমরা যেন অল্প গড় আয়ুতে অধিক পিছিয়ে না পড়ি এজন্য ৮৩ বছর ৪ মাস থেকে উত্তম একটি মহিমান্বিত রাত্রি দিয়েই আমাদেরকে পুষিয়ে দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা ক্বাদরের তাফসীর।

আমরা যদি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই এবং তার হক আদায় করতে পারি তাহলে ঐ এক রাতের ইবাদতই হবে ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। সেই সাথে এই রাতের ইবাদতে রয়েছে বিগত জীবনের পাপ মোচনের নিশ্চয়তা। সুতরাং এই রাতের প্রাপ্তিই হবে আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা এবং শ্রেষ্ঠতম অর্জন। অতএব এমন একটি অর্জনের জন্য রমাদ্বনের শেষ দশকে আমাদেরকে নিরলসভাবেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লাইলাতুল ক্বদর কোন রাত্রি?

লক্ষণীয় বিষয় হলো রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

আমাকে লাইলতুল ক্বাদরের নির্দিষ্টভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে... এই ভুলিয়ে দেয়ার পেছনে প্রকৃত কারণ আল্লাহর ইলম ও হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাহ্যিকভাবে আমরা অনুধাবন করতে পারি এর একটি রহস্য এই যে, বান্দা যেন তার জীবনের সর্বোচ্চ অর্জন পেতে কিছুটা মুজাহাদায় লিপ্ত হয়। লাইলাতুল ক্বাদর সংক্রান্ত হাদিসগুলো একত্রিত করলে দেখা যায়, কখনো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় রমাদানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ রজনীর কথা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। একটি বর্ণনায় ২৪ রজনীর কথাও এসেছে। সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রমাদ্বনের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাত্রিতে এবং বলা হয়েছে রমাদানের শেষ দশকের পুরোভাগেই লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করতে। রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাদ্বনের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করতেন। লাইলাতুল ক্বদর সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করার পর শায়খ সালিহ আল উসাইমিন বলেন- "শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে লাইলাতুল ক্বদরের সম্ভাবনা প্রবল কিন্তু জোড় রাত্রিগুলোতে এটা হবে না এমন কথা বলা নেই। সুতরাং দশ রাত্রির সবগুলোতেই এর অন্বেষণে নিয়োজিত হওয়া উচিৎ।" (শারহুল মুমতে)

আমরা মুসলিম ভাইবোনদের অনুরোধ করব রমাদ্বনের শেষ দশকের রাত্রিতে ঈদের কেনাকাটায় বের না হয়ে ইশার সলাতের পর থেকেই স্বলাত, যিকির, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত-কিয়াম-রুকু-সিজদায় যেন লিপ্ত হয়ে পরি।

লাইলাতুল ক্বদর সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস আমরা নিচে তুলে ধরছি-

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم : «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». متفقٌ عَلَيْهِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রদিয়াল্লহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কিছু সাহাবিকে স্বপ্নযোগে (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতের মধ্যে শবে কদর দেখানো হল। আল্লাহর রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমি দেখছি যে, শেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলি পরস্পরের মুতাবেক। সুতরাং যে ব্যক্তি শবে কদর অনুসন্ধানী হবে, সে যেন শেষ সাত রাতে তা অনুসন্ধান করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহুল বুখারী ২০১৫, ৪৯৯১, মুসলিম ১১৬৫, আহমাদ ৪৪৮৫, ৪৫৩৩, ৪৬৫৭, ৪৭৯৩, ৪৯১৯, ৫০১১, ৫২৬১, ৫৪০৭, ৫৪২০, ৫৪৬১, ৫৬১৯, ৫৮৯৬, ৬৪৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ৭০৬

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَقُوْل: «تَحرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ». متفقٌ عَلَيْهِ

আয়েশা রদিয়াল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিনে এতে-কাফ করতেন এবং বলতেন, " তোমরা রমযানের শেষ দশকে শবে কদর অনুসন্ধান কর।"
সহীহুল বুখারী ২০২০, ২০১৭, মুসলিম ১১৬৯, তিরমিযী ৭৯২, আহমাদ ২৩৭১৩, ২৩৭৭১, ২৩৯২৪, ২৫১৬২

وعنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رواه البخاري

উক্ত রাবী রদিয়াল্লহু আনহা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় (রাত) গুলিতে শবে কদর অনুসন্ধান কর।" (বুখারী)
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيهَا ؟ قَالَ: «قُولِي: اَللهم إنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّي». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

উক্ত রাবী রদিয়াল্লহু আনহা হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) শবে কদর জেনে নিই, তাহলে তাতে কোন (দো'আ) পড়ব?' তিনি বললেন, এই দো'আ, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।" অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাসো। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০

হে রব্বুল আলামীন! আমাদেরকে লাইলাতুল ক্বাদরে উপনীত কর। ঐ রাতের কল্যাণ প্রাপ্তির তাওফীক্ব দাও।

সমকালীন চাহিদা

সঠিক তথ্যানুসন্ধান:আলী রা. ও মুয়াবিয়ার রা.যুদ্ধে দশ হাজার জীবিত সাহাবীর মধ্যে উভয় পক্ষে অংশ নিয়েছিলেন মাত্র সত্তর জন

قَالَ أَبُو العَالِيَةِ:"لَمَّا كَانَ زَمَانُ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، وَإِنِّي لَشَابٌّ، القِتَالُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ، فَتَجَهَّزْتُ بِجَهَازٍ حَسَنٍ حَتَّى أَتَيْتُهُم، فَإِذَا صَفَّانِ مَا يُرَى طَرَفَاهُمَا، إِذَا كَبَّرَ هَؤُلاَءِ، كَبَّرَ هَؤُلاَءِ، وَإِذَا هَلَّلَ هَؤُلاَءِ، هَلَّلَ هَؤُلاَءِ، فَرَاجَعْتُ نَفْسِي، فَقُلْتُ: أَيُّ الفَرِيْقَيْنِ أُنَزِّلُهُ كَافِراً؟ وَمَنْ أَكْرَهَنِي عَلَى هَذَا؟

قَالَ: فَمَا أَمْسَيْتُ حَتَّى رَجَعْتُ، وَتَرَكْتُهُم. حلية الأولياء لأبي نعيم ج2ص219 وتاريخ دمشق لابن عساكر ج18ص182 وسير أعلام النبلاء 4/209.

শীর্ষসহানীয় তাবেয়ী ইমাম আবুল আলিয়া র. বলেন,আলী ও মুয়াবিয়ার রা. যুদ্ধের সময় আমি একজন যুবক। যুদ্ধ আমার নিকট উত্তম খাবারের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত হয়ে ময়দানে এলাম। এসে দেখি দুটি বিশাল দল পরস্পর মুখোমুখি, উভয় দলই তাকবীর দিচ্ছে, তাহলীল পাঠ করছে। আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কোন দলটিকে আমি কাফির প্রতিপন্ন করব? আর কেউ কি আমাকে বাধ্য করেছে এই যুদ্ধে আসতে? অত:পর সন্ধ্যার পূর্বেই আমি ফিরে এলাম ।

قال أبوالعالية : لما كان قتال علي ومعاوية كنت رجلا شابا فتهيأت ولبست سلاحي ثم أتيت القوم فإذا صفان لا يرى طرفاهما فتلوت هذه الآية:" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها" فرجعت وتركتهم .الحلية لأبي نعيم ج2 ص219 وتاريخ ابن عساكر ج 182/ 18

অন্য বর্ণনায় এসেছে........

ময়দানের অবসহা দেখে আমি আয়াত তিলাওয়াত করলাম," এবং কেউ কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার প্রতিদান জাহান্নাম...."৪:৯৩....অত:পর আমি তাদের ছেড়ে ফিরে এলাম।

(আবুল আলিয়া জাহিলী যুগে রাসুল সা. কে পেয়েছেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে আবু বকর রা. এর খিলাফতের সময়। তার মৃত্যু ৯১ হিজরীতে। বিখ্যাত সাহাবীদের কাছ থেকে তিনি তাফসীর শিখেন। তার সংকলিত তাফসীর " তাফসীর আবুল আলিয়া" নামে প্রসিদ্ধ।)

মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে এবং তাদেরকে পারস্পরিক দ্বন্দ -সংঘাত থেকে দূরে রাখতে আল কুরআন ও রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানীতে বর্ণিত হয়েছে প্রচুর পরিমান বাণী; যাতে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আদেশ-নিষেধ, উৎসাহ-সতর্কবাণী, করণীয়-বর্জনীয়, প্রতিদান

ও পরিণামের বর্ণনা। এরই ধারাবাহিকতায় বিদায় হজ্জের ভাষণেও তিনি (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টির উপর অত্যন্ত কঠোর নির্দেশনা দিয়ে বলেন:

٧٠٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ(بخارى-كتاب الفتن)

সুলায়মান ইবনু হারব (রহঃ) ... জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। বলেন যে, বিদায় হাজ্জে (হজ্জ) রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ লোকদেরকে নীরব হতে বল। তারপর তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান মেরে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না। (বুখারী, কিতাবুল ফিতান ও নিম্নোক্ত........)

الحديث أخرجه مسلم، حديث (65)، وأخرجه البخاري في "كتاب العلم" "باب الإنصات للعلماء" حديث (121)، وأخرجه النسائي في "كتاب التحريم" "باب تحريم القتل" حديث (4142)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب الفتن" "باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" حديث.(3942)

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই ক্ষান্ত হননি। বরং কখনো ব্যক্তিগত ভাবে, কখনো ভর মাজলিসে সাহাবাদেরকে তার সা.নবুয়তের ধারা থেকেই জানিয়ে গিয়েছিলেন, সলিমদের মাঝে ফিতনা দেখা দিবে, মতভেদ- অনৈক্য- দ্বন্দ্ব- লড়াই ছড়িয়ে পড়বে। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কার ভূমিকা- পরিণতি কি হবে সেটাও তিনি তুলে ধরেছিলেন। সেই সাথে উক্ত ফিতনার সময়ে সঠিক করণীয় কি সেটাও তিনি নির্দেশ করেছিলেন।

এমনি কিছু বর্ণনা আমরা এখন উপসিহত করব:

قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت

اللهم هل بلغت قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجئ
سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار.
صحيح مسلم:ج4/ص2212 ح2887 والمستدرك على الصحيحين:ج4/ص487 ح8361 ومسند أحمد:ج5/ص48 ح20508 وسنن البيهقيالكبرى:ج8/ص190 ح16574ومصنف ابن أبيشيبة:ج7/ص446 ح37111 وسنن أبي داود:ج4/ص99 ح4256 وصحيح ابن حبان:ج13/ص303 ح5965 وهو مروي بأسانيد صحيحة عن كثير من الصحابة الآخرين.

আবূ কামিল জাহদারী ফুযায়ল ইবনু হুসায়ন (রহঃ) ... উসমান আশ-শাহহাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম ইবনু আবূ বাকরা (রহঃ) তার ভূমিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি ও ফারকাদ সাবাখী তার নিকট গেলাম। এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার আব্বাকে ফিতনা সম্পর্কে কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আবূ বাকরা (রাঃ) কে এ কথা বর্ণনা করতে শুনেছি, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অচিরেই ফিতনা দেখা দিবে। সাবধান, আবার ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে ভাল থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি তখন দ্রুতগামী ব্যক্তি হতে ভাল থাকবে। সাবধান যখন ফিতনা আপতিত হবে অথবা সংঘটিত হবে, এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরী আছে সে তার বকরী নিয়ে ব্যস্ত থাকুক এবং যার যমীন আছে সে তার যমীন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক।

তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বলে দিন যার উট, বকরী ও যমীন নেই, সে কি করবে? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার তরবারি হাতে নিয়ে প্রস্তরাঘাতে তার ধারাল তীক্ষ্ণ অংশ চুর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর সে রক্ষা পেতে সক্ষম হলে রক্ষা লাভ করবে। অতঃপর তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি?

এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসুল! সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চাপ সৃষ্টি করে দুই সারির কোন একটিতে অথবা দুই দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়ে যায় আর কোন এক ব্যক্তি তার তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে আমার অবস্থা কি হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ তবে সে তার এবং তোমার পাপের ভার বহন করবে এবং জাহান্নামী হবে। (মুসলিম ও...

قال الحسن: ان عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال ما خلفك عن هذا الأمر قال دفع الي بن عمك يعني النبي صلى الله عليه و سلم سيفا فقال:" قاتل به ما قوتل العدو فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة"، قال خلوا عنه" . مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص: 225 ،وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط:حسن بمجموع طرقه والمعجم الكبير:ج19/ص235 ح. 523

আলী রা. মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ কে ডেকে পাঠালেন তিনি আসলেন, আলী রা. তাকে .বললেনন:" হে মুহাম্মদ! কিসে তোমাকে আমার পক্ষে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে? মুহাম্মদ বললেন, আমাকে তোমার চাচাতো ভাই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী দিয়েছেন এবং বলেছেন" তুমি এর দ্বারা শত্রুর সাথে ক্বিতাল করবে যতক্ষণ শত্রু ক্বিতাল করে। অত:পর যখন তুমি দেখবে মুসলিম জনতা পরস্পরে ক্বিতাল করছে তখন তুমি তোমার তরবারী নিয়ে পাথরের দিকে এগিয়ে যাও এবং তরবারীটা ঐ পাথরে আঘাত করে ভেংগে ফেল, অত:পর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার ঘরে অবসহান কর।

-عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال : ((ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ،و القائم فيها خير من الماشي ، و الماشي فيها خير من الساعي ،و من تشرّف لها تستشرفه ، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به)).صحيح البخاري ، ج6 ص: 2594ح6671 و صحيح مسلم:ج4/ص2211 ح2886.

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা দেখা দিবে, সেই ফিতনায় বসা ব্যক্তি দাড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, দাড়ানো ব্যক্তি হাটা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, হাটা ব্যক্তি দৌড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি সেই ফিতনার দিকে মাথা তুলে তাকাবে সেটা তাকে পেয়ে বসবে। যে আশ্রয়ের বা পালানোর যায়গা পাবে সে যেন তাতেই আশ্রয় নিয়ে নেয়।

-عَن أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ " يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ " وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيِّرِ مِنَ ابَنِي آدَمَ " . رواه أحمد في المسند ج 4ص: 408 وعلق الشيخ شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيره .وسنن أبي داود:ج4/ص100 ح4259 و الترمذي في سننه ج4 ص: 490 و صححه الألباني.وسنن ابن ماجه:ج2/ص1310 ح3961 وصححه الألباني.و مسند الروياني {رقم 585} ومصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص448 ح37122 وصحيح ابن حبان:ج13/ص297

ح5962 و المعجم الأوسط للطبراني :ج8/ص257 ح8563 وسنن البيهقي الكبرى:ج8/ص191 ح165

আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় চরম বিপর্যয় আসতে থাকবে। ঐ সময় সকাল বেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি মুমিন থাকবে সে সকাল বেলা কাফের হয়ে যাবে। এ সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। এ সময় তোমরা তোমাদের ধনুক ভেঙ্গে ফেলো, ধনুকের ছিলা কেটে ফেলো এবং তোমাদের তরবারিগুলো পাথরের উপর আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলো। তোমাদের কারো ঘরে বিপর্যয় ঢুকে পড়লে সে যেন আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' পুত্রের মধ্যে উত্তম জনের (হাবিল) ন্যায় হয়ে যায়।

قال عليه الصلاة و السلام ، للحسن بن علي رضي الله عنهما : ((ابني هذا سيد ، و لعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين)). صحيح البخاري ، ج8 ص : 98-99 .

قالت عديسة بنت أهبان : لما جاء علي بن أبي طالب ههنا البصرة دخل على أبي . فقال يا أبامسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم ؟ قال بلى . قال فدعا جارية له . فقال ياجارية أخرجي سيفي . قال فأخرجته . فسل منه قدر شبر فإذا هوخشب . فقال:" إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه و سلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين . فأتخذ سيفا من خشب" . فإن شئت خرجت معك . قال لاحاجة لي فيك ولا في سيفك .سنن ابن ماجة كتاب الفتن ج 2 ص: 1309،قال الشيخ الألباني:حسن صحيح،ومسند أحمد ج 5ص: 69، و ج6 ص: 393 وقال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن.

উহ্বান কন্যা উদায়সা (রাঃ) বলেন, আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) এখানে বসরায় আসেন এবং আমার পিতার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, হে আবূ মসলিম! তুমি কি এই গোষ্ঠীর (সিরীয়দের) রিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে না? আবূ মুসলিম বলেন, হ্যাঁ (করবো)। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার এক দাসীকে ডেকে বলেন, হে দাসী! আমার তরবারিটা বের করো। রাবী বলেন, সে তরবারিটা বের করলো। আবূ মুসলিম তা খাপের মধ্য থেকে এক বিঘত পরিমান বের করলেন। দেখা গেলো যে, তা এক খন্ড কাঠ। আবূ মুসলিম বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার চাচাতো

ভাই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই উপদেশ দেন যে, ''মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিশৃংখলা চলাকালে তুমি একটি কাঠের তরবারি ধারণ করবে''। এখন আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে রওয়ানা হতে পারি। আলী (রাঃ) বলেন, তোমাকেও আমার প্রয়োজন নেই এবং তোমার তরবারিও নয়। তিরমিযী ২২০৩, সহীহাহ ১৬৮০। তাহকীক আলবানীঃ হাসান সহীহ।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَلامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ " .مسند الفردوس للديلمي ج3 ص357 وكنز العمال:ح30825 وصحيح الجامع للشيخ الألباني رقم 3649 وقال:حسن.

আবু মুসা আশআরী রা.হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিতনার সময় একজন ব্যক্তির জন্য নিরাপদ হল ঘরে অবসহান করা।

قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا ذَكَرَ الْفِتْنَةَ أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ أَفْعَلُ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ؟ قَالَ : " الْزَمْ بَيْتَكَ ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ".

حديث حسن :أخرجه أبو داود (4343) ، والنسائي في " عمل اليوم " (205) ، وابن المبارك في " مسنده " (257) ، وابن أبي شيبة (9/15- 10) ، وأحمد (212/2) ، والطحاوي في " بيان مشكل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " (67/2 - 68) ، وابن السني في " عمل اليوم (439) ، والحاكم (282/4 - 238) ، وأبو عمرو الداني في " الفتن " (117) ، والطبراني في " كبيره " (ج 13 رقم 4/قطعة من الجزء الثالث عشر) ، والخطابي في " العزلة " (ص 63 -64)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারপাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ তোমরা যখন দেখবে, মানুষের ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে এবং তারা এরূপ হয়ে গেছে- এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাঁকে বললাম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্যে উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেনঃ তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, তোমার জিহবা সংযত রাখো; যা জানাশুনা আছে তাই গ্রহণ করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমার নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের সম্পর্কে বিরত থাকো।

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ , قَالَ : جَاءَنَا الْمِقْدَادُ لِحَاجَةٍ لَهُ , فَقُلْنَا لَهُ : اجْلِسْ , عَافَاكَ اللَّهُ حَتَّى نَطْلُبَ لَكَ حَاجَتَكَ , قَالَ : فَجَلَسَ , فَقَالَ : لَعَجَبٌ مِنْ قَوْمٍ مَرَرْتُ بِهِمْ آنِفًا يَتَمَنَّوْنَ الْفِتْنَةَ , يَزْعُمُونَ لَيَبْتَلِيهِمُ اللَّهِ فِيهَا , مَا أَبَلا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ , وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ : " إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ , إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ , إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ " , يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ , " وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ " , فَوَاهًا .سنن أبي داود:ج4/ص102 ح4263 و صحّحه الألبانيّ والمعجم الكبير:ج20/ص252 ح598 ومسند الشاميين:ج3/ص175 ح.2021

আসওয়াদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ফিতনা থেকে দূরে থাকবে, সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা থেকে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে ফিতনা থেকে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল! এখন আমরা দেখব, রসুল সা. এর উপরোক্ত নির্দেশনার প্রতি সাহাবীগনের রা. আমল কেমন ছিল:

عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين أنه قال: لما حدثت الفتنة كان عدد الصحابة عشرة آلاف ، لم يخف منهم أربعون رجلا. معمر بن راشد : الجامع ، ج 11ص: 357 واسنادها صحيح.

আবু আয়ূব সাখতিয়ানী বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন সীরীন র. বলেন, ফিতনা উপসিহত হওয়ার কালে সাহাবীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কিন্তু ফিতনায় জড়িত হয়েছেন এমন সংখ্যা চল্লিশেও পৌছেনি।

-عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، عن اسماعيل-ابن علية- عن أيوب- السختياني- عن محمد بن سيرين ، أن قال : ((هاجت الفتنة و أصحاب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة ، بل لم يبلغوا ثلاثين)).الخلال : السنة ، ج2 ص: 466 .و احمد بن حنبل : العلل و معرفة الرجال ، ج3 ص: 182 .والاسناد صحيح.

আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন বর্ণনা করেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের মধ্যে ফিতনা উপসিহত

হওয়ার কালে জীবিত সাহাবীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার।কিন্তু একশ জনও উক্ত ফিতনায় অংশ নেননি। অংশগ্রহণ কারী সাহাবীর সংখ্যা মাত্র বিশ থেকে চল্লিশ এর মধ্যে।

অর্থাৎ শতকরা নিরানব্বই জনের অধিক কোন পক্ষে যুদ্ধে না জড়িয়ে ঘরে বসে ছিলেন।

এবার দেখুন বদরী সাহাবীদের রা. মধ্যে কতজন অংশ নিয়েছিলেন-----

عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشْهَدَ الْجَمَلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ إِلاَّ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَّابٌ.العلل و معرفة الرجال للامام أحمد ج 3 ص 45 والمصنف لابن ابي شيبة ج7 ص 538 ،والسنة للخلال ج 2ص467 رقم 729، والذهبي في سير أعلام النبلاء ج9 ص 107، والاسناد صحيح.

তাবেয়ী ইমাম শাবী বলেন, জংগে জামালে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে মাত্র চারজন অংশ নিয়েছিলেন। তারা হলেন:আলী,আম্মার, তালহা ও যুবাইর।

أما الموقعتين معا أي الجمل وصفين فلم يتجاوز عدد الصحابة الكبار البدريين فيها 6.
عن الشعبي أنه قال : ((بالله الذي لا إله إلا هو ، ما نهض في ذلك الأمر إلا ستة بدريين، ما لهم من سابع)).تاريخ الطبري ج3 ص 6 :

তিনি আরও বলেন,জংগে জামাল ও সিফফীনে যুদ্ধে অংশ নেয়া বদরী সাহাবীর সংখা ছিল মাত্র ছয় জন।

و بذلك يكون ما رواه الشعبي دليل آخر على أن غالبية كبار الصحابة قد اعتزلوا الفتنة .

و من مظاهر الاعتزال الجماعي للفتنة ، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ندب أهل المدينة للخروج معه للقتال لم يوافقوه ،و أبوا الخروج معه ، فكلّم عبد الله بن عمر شخصيا للخروج معه ، فقال له : أنا رجل من المدينة . ثم كرر عليهم دعوته للسير معه عندما سمع بخروج أهل مكة إلى البصرة ، فتثاقل عنه أكثرهم ،و استجاب له ما بين : 4 الى7 من البدريين.ابن كثير : البداية و النهاية ج 7 ص. 231 :

আল বিদায়াতে এসেছে,আলী রা. মদীনাবাসীকে তার পক্ষে যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করতে থাকলে তারা অসম্মতি জানাল। আব্দুল্লাহ বিন উমর এর নিকট গেলে তিনিও জানিয়ে দিলেন, আমি মদীনাবাসীদের সাথে আছি।........অত:পর সাহাবীদের থেকে সাড়া দিল মাত্র চার -সাত জন।

قال بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ :"إِنَّ رِجَالا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ لَزِمُوا بُيُوتَهُمْ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجُوا إِلا إِلَى قُبُورِهِمْ "". العزلة والانفراد لابن أبي الدنيا [ص 18رقم9] و تاريخ المدينة لابن شبة ج4/ص1242 ومنهاج السنة النبوية[ج6 ص145] وعنه تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية[ج7 ص281] وسنده حسن.

বুকাইর বিন আব্দুল্লাহ বিন আশাজ্জ রা.বলেন,উসমান রা.নিহত হওয়ার পর বদরী সাহাবীগণ তাদের ঘরে লেগে থাকেন....তারা কবরে পৌছা পর্যন্ত আর বের হননি।

عن الحسن البصري أن رجلاً قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : هذا علي يدعو الناس ، وهذا معاوية يدعو الناس ، وقد جلس عنهما عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : أما إني لا أحدثك ما سمعته من وراء وراء ، ما أحدثك إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحداً من أهل القبلة فافعل. تاريخ دمشق لابن عساكر ج 39 ص47

তাবেয়ী ইমাম হাসান বসরী র. বলেন, এক ব্যক্তি সাদ বিন আবি অক্কাছ কে বললেন, ব্যাপার কি একদিকে আলী রা. জনগণকে তার দিকে আহ্বান করছে অন্যদিকে মুয়াবিয়া আহ্বান করছে তার দিকে, কিন্তু রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীন সবাই তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বসে আছে! সাদ রা. বললেন........... রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি নিহত হবে তবুও আহলে কিবলাকে হত্যা করবে না।

এর উপর আরও বর্ণনা রয়েছে।

জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধ নিয়ে আলীর রা.অনুতাপ:

-عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه لابنه الحسن يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات من عشرين سنة قال فقال له الحسن: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا ،قال: يا بني لم أر الأمر

يبلغ هذا .السنة لعبد الله بن أحمد : ج 2 ص: 566 بسند صحيح .و ابن كثير : البداية ، ج7 ص: 247 .و الحاكم : المستدرك ، ج3ص: 420 .و ابن عبد البر : الاستيعاب ، ج 3 ص: 1371 والمعجم الكبير:ج1/ص114 ح203

জংগে জামালের দিন আলী রা. পুত্র হাসান রা. কে বললেন, ও হাসান, আফসোস তোমার পিতা যদি আরও বিশ বৎসর পূর্বে মারা যেত, কতইনা ভাল হত! হাসান বললেন : হে বাবা! আমি কি তোমাকে এই যুদ্ধে জড়াতে না করিনি? আলী রা. বললেন হে বেটা! আমি অনুধাবন করতে পারিনি যে, বিষয়টা এতদূর পর্যন্ত পৌছবে!

নিম্নের বর্ণনা গুলোতেও এমন আফসোস অনুতাপ ফুটে উঠেছে:

عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنهما-" أَعْذِرْنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فقال الحسن: لقد رأيته يوم الجمل-وفي رواية:يوم صفين- وهو يلوذ بي وهو يقول: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة". اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري[ج8 ص6] وقال:رواته ثقات ومسند الحارث:ج2/ص761 ح757

عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ الْخُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَعْذِرْنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا , قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي ، وَيَقُولُ : " يَا حَسَنُ , لَوَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً " . مصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص546 ح37835 وج7/ص545 ح37832

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ : " وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً " . ".مصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص544 ح37824

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ : أَجْلَسَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَمَسَحَ التُّرَابَ عَنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ : " وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِثَلاثِينَ سَنَةً " المستدرك على الصحيحين:ج3/ص420 ح5597

قَالَ عَلِيّ يَوْمَ صِفِّينَ وَهُوَ عَاضٌّ عَلَى شَفَتِهِ : لَوْ عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَجْت ، اذْهَبْ يَا أَبَا مُوسَى فَاحْكُمْ وَلَوْ خَرَّ عُنُقِي . مصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص548 ح37852

و ج7/ص548 ح37853

عَنْ أَبِي مُعَالِجٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي مُوسَى : أُحْكُمْ وَلَوْ يَحِزُّ عُنُقِي . مصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص548 ح37853

عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ أَوْ يَوْمَ صِفِّينَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَدِدْتُ أَنِّي مُتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً».السنة لعبد الله بن أحمد : ج 2 ص: 555

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقر ، قَالَ : " جَلَسَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الْجَمَلِ يَبْكُونَ عَلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ .مصنف ابن أبي شيبة:ج7/ص536 ح37774

উপরের সবগুলো বর্ণনায় দেখা যায় আলী রা. আফসোস করে বলতেন, এমন যুদ্ধ পর্যন্ত আসতে হবে ভাবতে পারিনি, আমার মৃত্যু কেন আরও বিশ-ত্রিশ বৎসর আগে হলনা, তিনি যুদ্ধ চলাকালীন অনুতাপে ক্রন্দন করেছেন এবং আবু মুসা আশআরী রা. কে দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন যে কোন মূল্যে মীমাংসা করে দাও, এমনকি মীমাংসার স্বার্থে আমার গর্দান গেলেও যাক।

"আলী ও মুয়াবিয়ার রা. মধ্যকার যুদ্ধ সম্পর্কে যা মনে রাখা জরুরী" শিরোণামে আরও একটি আলোচনা আমরা সামনের কোন সংখ্যায় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

বক্ষমান আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট হতে পেরেছি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করতে রাসুল সা. এর নির্দেশনা প্রায় সকল সাহাবী রা. কতৃক দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয়েছে। যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের রা. ইজতিহাদ ও পরবর্তী পর্যায়ে অনুতাপের বিস্তারিত সামনের সংখ্যায় থাকবে ইনশাআল্লাহ।

যুদ্ধ প্রস্তুতি, মোটিভেশন ও সংগঠন পরিচালনে রাসূল (সা) এর পন্থা

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সুরা সফ ৬১:১০-১৩]

রাসুল সা: বলেন-

এমনই ভাবে যুদ্ধের দিকে উৎসাহিতকরণে জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন প্রতিদানের। কখনো বলেছেন জান্নাতের কথা, কখনো বিশেষ রহমত ও ক্ষমা, কখনো নিশ্চয়তা দিয়েছেন জাহান্নাম থেকে মুক্তির, কখনো জানিয়েছেন দুনিয়া-আখিরাতের মর্যাদা বৃদ্ধির কথা।

সুরা তওবার ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কষ্ট ও ত্যাগের প্রতিটি মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে বলেছেন এসবই সৎকর্মরূপে লেখা হয় যেন আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দেয়া যায়। আয়াতটি এই-

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না

وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। [সুরা তাওবা ৯:১২০-১২১]

এমনিভাবে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُم الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। [সুরা তাওবা ৯:১১১]

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللهِ وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব। এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৫]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও করুনাময়। [সুরা বাকারা ২:২১৮]

আরও অনেক আয়াত এ সম্পর্কে রয়েছে। সেই জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে কঠোর ধমকির সাথে।

এমনই ভাবে রাসুল সাঃ জান্নাতপ্রাপ্তির নিশচয়তা, জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তির, দুনিয়া-আখিরাতের বিভিন্ন মর্যাদার স্তরবৃদ্ধি ও জিহাদ বর্জনের কথা বলেই মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এই পন্থাই যথেষ্ট ও বরকতময়। এর বাইরে আমরা যদি সাংগঠনিক কল্পিত বা অবাস্তবিক শক্তিসামর্থ্যের চাপাবাজি করে মানুষকে জিহাদের দিকে ডাকি তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন বারাকাহ তো নয়ই জিহাদের দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এক সময় দায়িত্বশীল ও সংগঠনের প্রতি হতাশ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরবে।

এবার আমরা দেখব রাসুল সাঃ কীভাবে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। রাসুল সাঃ এর যুদ্ধপ্রস্তুতির কৌশল থেকে স্পষ্ট যে তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম open source training method এর মাধ্যমে হাজার হাজার সাহাবীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি শুধু এতটুকু ঘোষণা দিয়েছিলেন- যুদ্ধের জন্য দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, তীরন্দাজি করা, ঘোড়া প্রতিপালন, ঘোড়দৌড় শেখা, ঢাল-তলোয়ার-বল্লম-তীর বানানো, কুস্তি খেলা, যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ে অর্থব্যায়

করা, যুদ্ধাপকপরণ সংরক্ষণ করা এবং যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন ইত্যাদির কোন পর্যায়ে কতটা ফজিলত। উক্ত ফজিলতের কথা মাথায় রেখে প্রত্যেক সাহাবি নিজ নিজ অবস্থান থেকে শারিরীক ফিটনেস ঠিক রাখতেন এবং যুদ্ধাপকপরণ সংগ্রহে রাখতেন। যুদ্ধের ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজ সংগ্রহে থাকা উপায় উপকরণ নিয়ে রাসুল সাঃ এর সামনে হাজির হতেন এবং রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশে ঐসকল উপকরণ থেকে নিরস্ত্র মুজাহিদদেরকে দান করতেন।

বর্তমান জিহাদী সংগঠনগুলোকে আমরা নাসিহা দিব রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসৃত পন্থা বজায় রেখে ফযিলত বর্ণনার সূত্র ধরে যুদ্ধপ্রস্তুতির ক্ষেত্রেও যেন অনুরূপ open source method গ্রহণ করা হয়। তাহলে শত্রুর চোখ সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়ে শত্রুর সামাজিক কাঠামোর ভেতরে থেকেই নির্দিষ্ট সময়ে এমন একটি বাহিনী প্রস্তুত করা সম্ভব যে বাহিনীর সদস্যদের অন্তত ৭৫% যুদ্ধপ্রস্তুতি নিজ নিজ অবস্থান থেকে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বাকি ২৫% open source method system এর সূত্র ধরেই সম্পন্ন হবে ইন্টার্নি পরিসরে। ইন্টার্নির সূত্র হলো অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠিত জিহাদি ভুখন্ডে উক্ত সদস্যদেরকে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হবে। সেখানে তারা হয় শহিদ হবে অথবা গাজি হয়ে নিজ ভুখন্ডে এসে বৃহত্তর জিহাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিস্তারিত OSTM নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য।

এবার আমরা দেখব নেতৃত্ব বণ্টনে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৌশল কেমন ছিল:
উপরে তুলে ধরা মোটিভেশন ও যুদ্ধ কৌশলের মতই রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব বণ্টনে গৃহীত নীতিও ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যময়।

- আল কুর'আনে একজন নেতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলা হয়ছে তাকওয়া, ইলম, আমলে সালিহ।

কাউকে দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গুণাবলীসমূহের দিকে খেয়াল রাখতেন।
যেমন আল্লাহর ঘোষণা

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।
আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। [সুরা মুজাদালাহ ৫৮:১১]
আরওএসেছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত-সম্মানিত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। [সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩]

তালুতকে যখন আল্লাহ নেতা হিসাবে মনোনীত করলেন জনগণ আপত্তি করছিল; সে নেতা হয় কি করে, সে তো ধনী নয়....আল্লাহ জানিয়ে দিলেন সে ইলমে সমৃদ্ধ। বলা হচ্ছে :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তার রাজ্য যাকে ইচ্ছা দান করেন, আর আল্লাহ হলেন প্রশস্তকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। [সুরা বাকারা ২:২৪৭]

দেহ-বিশেষ ফিটনেস, সমসাময়িক বাস্তবাতার চাহিদালোকে কোন যোগ্যতা ইত্যাদিও নেতৃত্ব প্রাপ্তির জন্য কারও বেলায় বিবেচ্য হয়ে থাকে। তালুতের শরীরী যোগ্যতা ও রাসূলের সা. কিছু কর্মমূলক হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান।

- নেতৃত্বের পরিণাম সম্পর্কে তিনি সাধারণভাবে সতর্ক করতেন এবং বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া তিনি নেতৃত্বের প্রার্থীকে নেতৃত্ব দিতেন না।
- তিনি ঘন ঘন নেতৃত্বে পরিবর্তন আনতেন। সুদক্ষ সামরিক কমান্ডারের উপস্থিতিতেও অনেক যুদ্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত কমবয়সী এবং কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যাক্তিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
- তিনি যখন যুদ্ধের জন্য মদিনার বাইরে গিয়েছেন তখন মদীনার গভর্নর হিসেবে একেকবার একেকজন স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। একবার যাকে গভর্নর বানিয়েছেন পরবর্তী যুদ্ধে তাকে সেনাপতি বা সাধারণ সৈনিক হিসেবে দেখা গেছে।
- বেশ কয়েকটি যুদ্ধের সময় অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে উম্ম মাকতুমকে তিনি মদিনার গভর্নর হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। তিনি অন্ধ বিধায় যুদ্ধের ময়দান হতে

অব্যাহতিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার গভর্নর হিসেবে যখন তিনি নিয়োগ পান কখনো কখনো ঐ সময়ের বিখ্যাত সাহাবিদের কেউ কেউ মদিনাতে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা জিহাদি সংগঠনগুলোকে নাসিহা দিব- নেতৃত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সূত্রগুলো মাথায় রাখতে এতে করে-

- কারো মধ্যে দীর্ঘ সময় দায়িত্বপালনের ফলে ক্ষমতার লোভ জাগ্রত হবে না।
- সংগঠনের স্বাভাবিক কর্মে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের মধ্যে কিতালভীতি প্রবেশ করতে পারবে না।
- পদের প্রতি লোভ আসার কোনো সুযোগ থাকবে না যখন তাকওয়া, ইলম ও আমলে স্বলিহই হবে তার পদ প্রাপ্তির মূল যোগ্যতা।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি ধাপে যেন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ অনুসৃত হয় এটাই কামনা।

"শাইখ" উপাধি কার জন্য প্রযোজ্য

আল কুরআনে শাইখ শব্দের উল্লেখ: আল কুরআনে শব্দটি মোট চার বার এসেছে।

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

সে বলল-কি দুর্ভাগ্য আমার! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা। (সূরা হুদ ১১:৭২)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . يوسف/78.

তারা বলতে লাগলঃ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। [সুরা ইউসুফ ১২:৭৮]

وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দূ'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (সূরা কাসাস ২৮:২৩)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا غافر/67 .

তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদর্পণ কর, অতঃপর

বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। [সুরা মু'মিন ৪০:৬৭]

তাহলে দেখা গেল আল কুরআনে শাইখ শব্দটি যে চারটি আয়াতে এসেছে প্রতিটিতেই এর দ্বারা বার্ধক্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বয়সের একটা পর্যায় অতিক্রম করলে যে কাউকে শাইখ বলা যাবে।

হাদীসে শাইখ শব্দের উল্লেখ:

- রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানীতে শাইখ শব্দটি বয়সে বড় কাউকে সম্বোধন করেই ব্যবহৃত হয়েছে যেমন মক্কা বিজয়ের পর আবু বকর রা. যখন তার পিতাকে ইসলামে দীক্ষিত করতে রাসুল সা. এর খিদমতে নিয়ে আসেন তখন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

الا تركت الشيخ فى بيته-----

হে আবুবকর, তুমি এই শাইখকে তার ঘরেই থাকতে দিতে.... আমিই যেতাম তার কাছে......

বৃদ্ধ বয়সে সম্পদের প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

قلب الشيخ شاب فى حب اثنين-

এমনিভাবে বৃদ্ধ যিনাকারীর পরিণতি সম্পর্কিত হাদীসে:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر--رواه مسل

সাহাবীদের রা. জবানীতেও শাইখ শব্দটি বয়সে বড়দের সম্বোধনে ব্যবহার হয়েছে যেমন ওরাকা বিন নওফেল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

و كان شيخا كبيرا

(বুখারী......)

হিলাল বিন উমাইয়ার বিষয়ে তার স্ত্রী রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছিলেন:

ان هلال بن امية شيخ ضائغ ليس له خادم..........

(বুখারী, মুসলিম)

আবু বকর রা. আবু সুফিয়ান কাফির থাকা অবসহায় তার ব্যাপার বলছিলেন:

اتقولون هذا لشيخ قريش و سيدهم.........

(মুসলিম,আহমাদ)

আরও কিছু হাদীসে শাইখ শব্দটি উক্ত অর্থেই এসেছে।

আরবী অভিধানে শব্দটিতে কি বলা আছে:

شيخ : الشيخ : الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب ; وقيل : هو شيخ من خمسين إلى آخره ، وقيل : هو من إحدى وخمسين إلى آخر عمره ; وقيل : هو من الخمسين إلى الثمانين ، والجمع أشياخ وشيخان وشيوخ وشيخة وشيخة ومشيخة ومشيخة ومشيخة ومشيوخاء ومشايخ ، وأنكره ابن دريد . وفي الحديث ذكر شيخان قريش ، جمع شيخ كضيف وضيفان ، والأنثى شيخة ;

এমনিভাবে বৃহৎ সব আরবী অবিধানেই শাইখ শব্দটিতে বলা হয়েছে যার বার্ধক্য প্রকাশ পেয়েছে, বয়স পনঞ্চাশ অতিক্রম করেছে তার জন্য........

প্রসিদ্ধ সৌদি আলিম শাইখ সালিহ আল উসাইমিন রহ. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শাইখ সম্বোধন কার জন্য সংগত?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هل يصح أن تطلق كلمة الشيخ لكل أحد من الناس, ولا سيما أن هذه الكلمة أصبحت متفشية, فأرجو توضيح ذلك؟

الجواب:

كلمة شيخ في اللغة العربية لا تكون إلا للكبير, إما كبير السن، أو كبير القدر بعلمه أو ماله أو ما أشبه ذلك, ولا تطلق على الصغير, لكن كما قلت: تفشت الآن حتى كاد يلقب بالشيخ من كان جاهلاً أو لم يعرف شيئاً, وهذا فيما أرى لا ينبغي, لأنك إذا أطلقت على هذا الشخص كلمة شيخ وهو جاهل لا يعرف اغتر الناس به, وظنوا أن عنده علماً، فرجعوا إليه في الاستفتاء وغير ذلك، وحصل بهذا ضرر عظيم, وكثير من الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- لا يبالي إذا سئل أن يفتي ولو بغير علم, لأنه يرى إذا قال: لا أدري؛ كان ذلك نقصاً في حقه, والواقع أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم: لا أدري, كان ذلك كمالاً في حقه, ولكن النفوس مجبولة على محبة الظهور إلا من عصم الله عز وجل. فالذي أرى: أنها لا تطلق كلمة شيخ إلا على من يستحقها, إما لكبره، أو لشرفه وسيادته في قومه, أو لعلمه, وهذا كما كان بعض الناس الآن يطلق كلمة إمام على عامة العلماء, حتى وإن كان هذا العالم من المقلدة يقول: هو إمام, وهذا أيضاً لا ينبغي, ينبغي ألا تطلق لفظ إمام إلا على من استحق أن يكون إماماً، وكان له أتباع, وكان معتبراً قوله بين المسلمين. وبقي علينا أنك سلمت وكذلك الأخ من قبلك سلّم عند إلقاء السؤال، وهذا ليس من

السنة, لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يلقوا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلقوا عليه السلام, إلا من قدم إلى المجلس فهذا يسلم

শাইখ উসাইমিন যে উত্তর দিয়েছেন তার মূল কথা হল, আরবী ভাষায় শাইখ শব্দটি প্রত্যেক বড় ব্যক্তিকে সম্বোধনের জন্য। এই বড় হতে পারে বয়সের দিক থেকে, ইলমের দিক থেকে, সম্পদ-প্রসিদ্ধি, নেতৃত্ব বা অনুরুপ যে কোন দিক থেকে।

আল্লামা রাগিব ইসপাহানীও অনুরুপ বলেছেন:

ومع ذلك يجوز إطلاق كلمة (شيخ) لغةً وعُرفا على مَن يكثر علمه ، ويشتهر بالمعرفة بين الناس ؛ لأن هذا المعنى له علاقة بالمعنى السابق ؛ إذ المشيخة - التي هي كبر السن وتقدمه - يفترض أن تكون سببا في زيادة العلم ودقة المعرفة ، ولهذا أطلقوا على من حاز المعرفة وصف (الشيخ)، كما يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله : " يقال لمن طعن في السن : (الشيخ) ، وقد يعبّر به فيما بيننا عمن يكثر علمه ، لمَّا كان مِن شأن (الشيخ) أن يكثر تجاربه ومعارفه " انتهى من " المفردات في غريب القرآن " (ص/469) .

সম্মানসূক পদবী হিসেবে শাইখ এর ব্যবহার :

১. প্রাচীন সময় থেকে আরবের বিভিন্ন ক্বীলা বা গোত্রের <u>সর্দারদেরকে শাইখ বলা হত।</u>
<u>২. হিজরী তৃতীয়- চতুর্থ শতক থেকে ইলমে হাদীসের ছাত্র - শিক্ষকদের মাঝে শাইখ সম্বোধন প্রসার লাভ করে।</u>
৩.আধুনিক আরবের দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গুলোতে শাইখ সম্বোধনটির ব্যাপকতা রয়েছে।
৪. আরবের সাধারণ সমাজেও সম্মানসূচক সম্বোধন হিসেবে এর প্রচলন কম নয়।
৫. আরব - অনারবে বিভিন্ন দ্বীনী সংগঠনে অনুসারীরা তাদের দায়িত্বশীলদেরকে শাইখ সম্বোধন করে থাকেন।
৬. কখনো কখনো তরীকা বা সংগঠনের মূল বা শীর্ষসহানীয় আমীরদের জন্য সম্বোধনটির নির্দিষ্টতা দেখা যায়।

৭. বাংলাদেশ- ভারতে আরব সিলসিলার দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ওস্তাদগণ মাওলানা, মুফতি ইত্যাদির পরিবর্তে শাইখ ব্যবহার করেন এবং ছত্রদের দ্বারা শাইখ সম্বোধিত হয়ে থাকেন।

এভাবে শাইখ সম্বোধন বা এটাকে পদবী হিসাবে ব্যাবহারের যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে ও প্রসারতা লাভ করছে এতে কারও আপত্তির কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। এজন্যই বলা হয়েছে---------

الشيخ هو الكبير في السن
(وابونا شيخ كبير) 23 القصص

يجوز ان تقول شيخ و شيخة

عبد يغوث الحارثي
و تضحك مني شيخة عبشمية ... كان لم تر قبلي اسيرا يمانيا
و
الشيخ تعني في الاصل الكبير ثم صارت تطلق خاصة على كبير السن..
و لا ن العرب اعتادت تسويد كبار السن و من باب المجاز اصبحت تدل على سيد القوم ايا كان عمره .

فمثلا
قد يقصد بها شيخ (اي رجل مسن وكبير في السن)
او يقصد بها الشيخ (العالم في امور الدين)
ويقال شيخ القبيلة (اي كبيرهم وسيدهم)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ .

وبهذه
النصوص والنقولات يتبين أن كلمة شيخ ، ويا شيخ ، والشيخ تطلق على من استبانت فيه سن الكبير سواء كان مسلما أو كافرا ، عالما أو جاهلا .

والشيخ في اللغة أصله
الطاعن في السن ، ولقب به أهل العلم توقيرا لهم كما يوقر الشيخ الكبير ولما كان يوم فتح مكة
أُتي بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم : وكأن رأسه ثغامة بيضاء فقال النبي صلى الله
عليه وسلم " هلا أقررتم الشيخ في بيته حتى كنا نأتيه"
تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه ، وأمرهم أن يغيّروا شعره (ويجتنبوا السواد) وبايعه .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

**** আপত্তির সুযোগ রয়েছে যেখানে:

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম একক শব্দে শাইখ/ শায়খ সম্বোধন এর বিষয়ে। এখন আলোচনা করব ইযাফতের সাথে এর ব্যাবহার সম্পর্কে। শায়খ শব্দটির সাথে যেসব বিষয়ের ইযাফত বা সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে:

১. ইসলামের উপর বিশেষ মাত্রার জ্ঞান > শায়খুল ইসলাম।
২.ইলমুল হাদীস > শায়খুল হাদীস।
৩.ইলমুল ক্বিরাআহ > শায়খুল ক্বিরাআহ।
৪.মুজাহিদ আামীর> শায়খুল মুজাহিদ
৫.সংগঠনের আমীর> শায়খুত তানজীম
৬.প্রতিষ্ঠান > শায়খুল আযহার, শায়খুল জামেয়া ইত্যাদি।
৭. অনঞ্চল> শায়খুল আরব, শায়খুল আজম, শায়খুল হিন্দ ইত্যাদি।

এভাবে ইযাফতের সাথে ব্যবহারের বেলায় সীমাবদ্ধতা থাকবে। অর্থাৎ সাধারণ একজনকে শাইখুল ইসলাম বা শাইখুল হাদীস বলার সুযোগ নেই। যে বিষয়টির সাথে ইযাফত করা হচ্ছে সে বিষয়টিতে একজনের বাস্তবতা জরুরী।

**** কোন নির্দিষ্ট পরিসর থেকে কাউকে শাইখ উপাধি দেয়া এবং পরিচিতির স্বার্থে অন্যদের কতৃক ঐ উপাধিতেই সম্বোধিত হওয়া:

মুহাদ্দিসগণ কতৃক ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকে শাইখাইন, হানাফী মাযহাবে পরবর্তীদের কতৃক ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদকে শাইখাইন, বাংলাদেশের মাদরদসাগুলোতে দারসে বুখারীর ওস্তাদকে শাইখ সম্বোধন ইত্যাদি এখন ঐতিহ্য- সংস্কৃতির অংশ।

এক্ষেত্রে আমাদের সমাপনী বক্তব্য হল আল কুরআন, সুন্নাহ বা ইলমের ইমামগণ কতৃক শাইখ সম্বোধন বা পদবী- উপাধি ব্যবহারে নির্দিষ্টভাবে বৈধতা অবৈধতার কোন সীমা- পরিসীমা নির্ণীত হয়নি। বরং এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে অনঞ্চল, প্রতিষ্ঠান, অনুসারী ও আনুষংগিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে আপেক্ষিক হওয়ার সুযোগ থাকবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞানী।

কত দূরত্বের সফরে ক্বসর বৈধ: দালীলিক পর্যালোচনা।

এবং জেনে রাখুন,অন্তত আটচল্লিশ মাইল (পাচাত্তর কিলোমিটার হতে উপরে) বা তার চেয়ে বেশী দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়তে যাত্রা শুরু করলে সালাত ক্বসর করা যাবে এবং এই সফরে ক্বসর শুরু করা যাবে নিজ বসতির বাইরে গেলেই, যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফরের আমল, বিখ্যাত সাহাবীদের রা. ক্বওল ও সফরের ঘটনাবলী থেকে এটাই স্পষ্ট। সুতরাং জাহীরী মাযহাবের দু-একজন ছাড়া মুজতাহিদগণের বিশ্লেষণপূর্ব মতামতে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথমেই আমরা সফরের সংজ্ঞা নিয়ে একটু কথা বলব।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ: « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে।''

সহীহুল বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭১৮৪, ৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৫, দারেমী ২৬৭০

আরবী অভিধান, পারিভাষিক ভাষ্যকারদের বক্তব্য, কিংবা দালিলিক বা যৌক্তিক কোন পর্যালোচনা দ্বারা এটা প্রমাণ কর যায় না যে, দৈনন্দিন স্বাভাবিক কোন কর্মে কিছু সময়ের জন্য বের হওয়ার নাম সফর।

তাহলে মুসলিম শরীফে বর্ণিত তিন মাইল বা তিন ফারসাখ সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা কি?

হাদীসটি -

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বা ও মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহঃ) ... ইয়াহিয়া ইবনু ইযায়ীদ আল হুনাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) এর নিকট সালাত কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের উদ্দেশ্যে তিন মাইল অথবা (রাবী শুবার সন্দেহ) তিনি তিন ফারসাখ পথ অতিক্রম করতেন, তখন দু'রাকআত পড়তেন। (মুসলিম, ক্বসর সলাত সংক্রান্ত বাব)

হাদীসটির উপর জমহুর ওলামা যে পর্যালোচনা করেছেন তার সারকথা হল:

أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال)، ومعنى قوله: (خرج مسيرة ثلاثة أميال)، يحتمل أن يكون المعنى إذا وصل إلى هذه المسافة وليست هذه نهاية مقصده، فقد يكون سافر إلى مكة مثلاً، ولكنه لما مضى ثلاثة أميال من السفر قصر الصلاة، وهذا هو قول الجمهور في معنى الحديث، فيكون قوله: (إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال)، أنه لا تكون الأميال الثلاثة هي نهاية قصده في السفر، وإنما هي مرحلة من مراحل السفر

প্রথমত:

হাদীসটিতে রয়েছে আনাস রা. বলেন, ّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَال،
বাক্যের অর্থ আসে " যখন রাসুল সা. তিন মাইল বা তিন ফারসাখ দূরত্বে বের হতেন" এটা দ্বারা সফরের প্রান্তসীমা উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তিনি সা. যখন যুদ্ধ ইত্যাদি উদ্দিষ্ট সফরে রওয়ানা হতেন, পথিমধ্যে উক্ত দূরত্বে পৌছার পর সলাতের সময় হয়েছে এবং তিনি সা. সলাত ক্বসর করেছেন। যেমন মুসলিমের এ বাবেই বর্ণিত হয়েছে « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন, মদীনাতে যোহর আদায় করলেন চার রাকাত, যুলহোলায়ফাহ আসলে আসর ওয়াক্ত হল, তিনি দুই রাকাত আদায় করলেন। এ বাবের সম অর্থের সবগুলো বর্ণনাই আনাসের রা. জবানীতে। সুতরাং তিন মাইল বাক্যের এমন অর্থই করেছেন জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ফিকহের ইমামগণ ও পরবর্তী ফুকাহাগণ।

এখন এখানে যে বৈপরিত্য থাকে তা হল, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর শুরু করে এর চেয়ে কম দূরত্বেও সালাতের সময় হলে ক্বসর করেছেন এমন বর্ণনা এসেছে। হ্যা, আসলে এখানে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ এখানে আনাস রা. সংবাদ দিচ্ছেন ঐ সব সফরের যেখানে এই দূরত্বে সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে, এর দ্বারা অন্য সহীহ বর্ণনা বাতিল হয় না। এজন্য এ বিষয়ে সকলের ঐক্যমত রয়েছে, সফরের নিয়তে বের হওয়ার পর নিজ জনপদ বা গ্রাম অতিক্রম করলেই ক্বসর শুরু হবে এবং নিজ গ্রামে ফিরে আসা পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

দ্বিতীয়ত :

حتى على هذا الوجه، فإنه لا يستدل بالحديث لسبب، وهو أن الحديث فيه شك: (ثلاثة أميال أو فراسخ)، وهذا الشك من شعبة راوي الحديث، كما نص عليه الإمام مسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد وكل من روى الحديث، قالوا: شعبة الشاك.فالحديث فيه شك وتردد، إضافة إلى الشك في معناه كما قلنا، هل أن ثلاثة أميال أو فراسخ هي نهاية السفر أو أن ثلاثة أميال أو فراسخ هي مرحلة أولى في السفر، ويكون قصده بعيداً، كأن يكون قصده مكة مثلاً، أو غزواً أو غيره؟

এই হাদীস থেকে দুটি সংশয়ের কারণে দলীল গ্রহণ করা যাচ্ছে না:

এক. রাবী শোবা র. বলছেন আনাস রা. আমাকে তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ বলেছেন (এক ফারসাখ = তিন মাইল)। আর ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, বাইহাকী, আহমদ প্রত্যেকেই শোবার র. এই বর্ণনা উক্ত সংশয় সহকারেই নিজ নিজ কিতাবে এনেছেন। যেমন ইমাম কুরতুবী বলেন:

القرطبي: [وهذا لا حجة فيه، لأنه مشكوكٌ فيه، وعلى تقدير أحدهما، فلعله حدُّ المسافرة التي بدأ منها القصر، وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك] تفسير القرطبي 5/333

দুই. বাক্যের অর্থের মধ্যে বিদ্যমান সংশয়।

بعض أهل العلم بأن المراد بحديث أنس رضي الله عنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القصر من تلك المسافة،

অর্থাৎ, জমহুরের (কতকের) বক্তব্য, এই হাদীসের উদ্দেশ্য হল, রাসুল সা. এই দূরত্বে গিয়ে ক্বসর শুরু করেছেন। অন্যরা বলেছেন আনাস রা. এখানে কোন সফরের একটা পর্যায়ের সংবাদ দিয়েছেন।

আর এটাতে সবারই জানা যে, সাধারণ একটু কাজে শহরে বের হওয়ার নাম সফর নয়। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা কিংবা উহুদের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন কিন্তু ক্বসর করেননি।

এমনিভাবে তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবাগণ রা. মদীনার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছেন কিন্তু এ অবসহায় কখনো ক্বসর করেছেন মর্মে প্রমাণ নেই।

ক্বসরের দূরত্ব সম্পর্কে ক্বওলসমূহ:

১.চার বুরদ এর কম সফরের নিয়াতে ক্বসর হবেনা। এই মত সাহাবাগণ রা. তাদের তাবেয়ী ছাত্রগণ র. চার মাযহাবের অতীত-বর্তমান ইমাম - মুজতাহিদগণের বক্তব্যের সাথে মিলে যায়। শায়খ বিন বায, শায়খ উসাইমীন র. সহ মক্কা–মদীনার উলামাগণও এর উপরে রয়েছেন। আমাদের দেশ কিংবা উপমহাদেশের উলামাগণ এই ৪৮ মাইলের উপরই ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

এই মতের ও অন্যান্য মতের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর শাইখ সালমান আল আওদাহ তার শারহে বুলুগুল মারামে উক্ত ৪৮ মাইল এর সঠিকত্ব সম্পর্কে লিখেন,

وقد وجدت يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صحيح عن ابن عباس من قوله هو، كان يقول ابن عباس لأهل مكة: (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان) ما بين مكة إلى عسفان أربعة برد، وهذا الحديث أو الأثر إلى ابن عباس قد رواه ابن المنذر والبيهقي وعبد الرزاق بسند صحيح, وعلقه البخاري في صحيحه كما ذكرنا وغيره، هذه هو الدليل الأول، وهو حديث مرفوع، لكن ضعفنا المرفوع, واقتصرنا على الموقوف.الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)، (ليس معها حرمة) يعني: ليس معها حرمة أخرى؟ لا. حرمة يعني: محرم، هذا هو المعنى.طيب. والحديث متفق عليه، فنقول: هذا الحديث يقضي على أدلة الأحناف الذين قالوا: بثلاثة أيام: (لا يحل لامرأة أن تسافر)؛ لأن هذا أقل من ذاك، فيدخل فيه، يعني: إذا نهى عن يوم وليلة، من باب أولى أن ينهى عن ثلاثة أيام، فهذا دليل جيد للجمهور.الدليل الثالث: الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه وهي صحيحة جداً: أنه كان يقصر في أربعة برد، وهي آثار كثيرة جداً، روى مالك في الموطأ عدداً كبيراً من هذه الآثار، وهي بأسانيد صحيحة مثل: مالك عن سالم عن ابن عمر مثلاً: (أن ابن عمر رضي الله عنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة)، ريم: اسم بنت لكنه اسم موضع أيضاً، فيقول مالك رحمه الله: إن ريم إلى المدينة مسيرة أربعة فراسخ، أربعة في أربعة ستة عشر، والفرسخ كم ميلاً؟ ثلاثة، ستة عشر في ثلاثة ثمان وأربعين ميلاً. إذاً: مالك يقول: ريم على بعد ثمان وأربعين ميلاً، لكن بعضهم مثل ما نقل عن ابن شهاب الزهري أنه قال: إن ريم ثلاثين ميلاً وليس ثمانياً وأربعين، فكيف نجمع بينهما؟الإمام ابن عبد البر قال: قد تكون ريم منطقة واسعة، ما هي بموضع، أولها: ثلاثين ميلاً، وآخرها ثمان وأربعين، واستشهد بأبيات جميلة،

يقول الشاعر:فكم من حرة بين المنقاإلى أحد إلى جنبات ريم جنبات يعني: مواضع أو مناطق واسعة.إلى الروحا وكم ثغر نقيعوارضه ومن دل رخيم ومن عين مكحلة المآقيبلا كحل ومن كشح هضيم ما هو الكشح الهضيم؟الكشح هو خصر المرأة أو وسطها، والهضيم معناه أنه يعني: ناحل، وغالباً المرأة ما توصف بدقة خصرها وتمدح بذلك، فهذا مقصوده.الشاهد قوله: (إلى جنبات ريم)، ما لكم وما للكشح الهضيم؟كذلك عبد الرزاق روى عن مالك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه: (كان يقصر في مسيرة اليوم التمام)، واليوم التمام: كأنه اليوم التام الذي يكون يوماً وليلة، ويقطع فيه في الغالب هذه المسافة التي هي أربعة برد.وهكذا روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه: (سافر إلى ذات النصب فقصر)، وذات النصب هي أربعة برد كما قال مالك أيضاً.(وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنه فقال له: أقصر؟ -يعني: إلى أين أقصر؟- قال له ابن عمر : هل تعرف السويداء ؟ قال: نعم، قال: اقصر إلى السويداء)، والسويداء ربما أكثر من المسافة التي ذكرنا لكن ابن عمر ذكرها على سبيل التقريب.إذاً: هذا ثابت بأسانيد صحيحة وكثيرة عن ابن عمر ؛ ولذلك نقول: إذا روي عنه خلاف هذا فإن هذا النقل هو الأقوى والأكثر، وهو عنه ثابت وصحيح.الدليل الرابع أيضاً: هو عن ابن عباس رضي الله عنه, منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل, وقوله لأهل مكة: [لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان]، وهكذا أيضاً روى عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ وابن المنذر والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس، والبخاري كما قلنا: علقه عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: (كانا يصليان الرباعية ركعتين في مسافة أربعة برد)، فما زاد على ذلك، وهذا أيضاً أثر صحيح عن ابن عباس وابن عمر .وهكذا الشافعي والبيهقي رووا بسند صحيح عن عطاء قال: (سئل ابن عباس رضي الله عنه: سأله رجل من أهل مكة فقال له: هل أقصر الصلاة إلى عرفة ؟ قال له: لا تقصر الصلاة إلى عرفة, ولكن اقصر الصلاة إلى جدة وإلى الطائف وإلى عسفان)، ونحن نلاحظ أن جدة والطائف وعسفان متفاوتة تقريباً، لكن الأمر كما قلنا ليس على سبيل التحديد، وهذه الأماكن كلها بينها وبين مكة نحو أربعة برد، جدة والطائف وعسفان، ومن هذه الأقوال نرجح الآن أن لأهل جدة أن يقصروا في مكة، أو أهل مكة أن يقصروا في جدة ؛ لأن الأمر منصوص عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.إذاً: هذه بعض الآثار والأدلة للجمهور على تحديد السفر بمسافة يوم تام أو يوم وليلة أو أربعة برد أو ثمان وأربعين ميلاً، وكم قدرناها بالكيلو متر؟ قلنا: ما بين خمسة وسبعين إلى تسعين تقريباً. ابن المن

আমরা আমাদের এই উপসহাপনায় মূল আরবী পাঠ উল্লেখ করলাম। সামনে কোন সংখ্যায় অনুবাদ তুলে আনব ইনশাআল্লাহ।

এছাড়া ইমামুল হারামাইন কত দূরত্বে ক্বসর করা যাবে এই মাসআলায় সমস্ত ক্বওলগুলো জমা করেছেন, প্রত্যেক ক্বওল এর দলীলগুলোও তুলে ধরেছেন। আমরা এখানে অংশবিশেষের মূল পাঠ তুলে ধরছি। অনুবাদ আমরা সামনের সংখ্যায় উপসিহত করব ইনশাআল্লাহ। সক্ষম পাঠকগণ আরবী পাঠ থেকেই উপকৃত হবেন।

تلك الأقوال :

قولهم إن القصر لا يجوز إلا في مسيرة ثلاثة أيام , وقال بهذا القول :

1-عثمان بن عفان . إن صحت الرواية عنه .

2-حذيفة بن اليمان . إن صحت الرواية عنه .

3-ابن مسعود

4-سويد بن غَفَلة

5-سعيد بن جبير .

6-الشعبي

7-النخعي

8-الحسن بن صالح

9-سفيان الثوري

10-أبو حنيفة .

11- الشيخ : أبو بكر الجزائري في تفسيره .

ذكر الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار 235/2 والستة النووي في المجموع 5-424 , استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم برقم 2390 .

قالوا : فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة الثلاثة أيام سفراً , ومن هم من حدد المسيرة وهي 24 فرسخاً أي : 72 ميلاً , أي : ما يقارب 130 كيلاً .

ملاحظة : مسيرة اليوم ثمانية فراسخ, والبريد : نصف يوم , فكل يوم بريدين , أي : أربع فراسخ , والفرسخ ثلاثة أميـال , والبريد إثنا عشر ميلاً , , فمسيرة اليوم أربعة وعشرون ميلاً ,

والميل ما يقرب من 1.8 كيلوا , كما قيل :
إن البريد من الفراسخ أربع *** والفرسخ ثلاث أميال فلتسمعوا .ومسيرة اليوم والليلة أربعة بُرد , أي : ستة عشر فرسخا , أي ما يقارب ثمانية وأربعون ميلاً , أي : ما يقارب 86.4 كيلومتر .

اليوم = 2 بريد .... اليوم والليلة = 4 بريد
البريد = 4 فراسخ .... البريد = 4 فراسخ .
الفرسخ = 3 أميال .... الفرسخ = 3 أميال .
إذاً :
اليوم = 2 بريد = 8 فراسخ = 24 ميلا = 43.2 كيلو .
اليوم والليلة = 4 برد = 16 فرسخ = 48 ميلاً = 86.6 كيلو .

فائدة : قال ابن رجب في شرحه للبخاري : الأميال تحديد نص عليه أحمد .

واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن) رواه مسلم .
قالوا : وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك , ولأن الثلاثة متفق عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق .

قال ابن عبد البر في الإستذكار 235/2 : (روى سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني من سمع كتاب عثمان إلى عبد الله بن عباس يقول بلغني أن قوما يخرجون في جشرهم إما في تجارة وإما في جباية فيقصرون الصلاة وأنه لا تقصر الصلاة إلا في سفر بعيد أو حضرة عدو)
و نقل عن ابن مسعود وحذيفة (أنهما كانا يقولان لأهل الكوفة لا يغرنكم جشركم ولا سوادكم لا تقصروا الصلاة إلى السواد قال وبينهم وبين السواد ثلاثون فرسخا) .

قال سويد بن غفلة : إذا سافرت ثلاثاً فاقصر الصلاة . مصنف عبد الرزاق 4303
قال سفيان الثوري : قولنا الذي نأخذ به ألا تقصر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً . ذكره ابن عبد البر .
وقال أبو حنيفة : سألت إبراهيم وسعيد بن جبير في كم تقصر الصلاة قالا في مسيرة ثلاثة . قاله ابن عبد البر .

ومن تلك الأقوال : قولهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين , وقال بهذا القول :

1-ابن عباس
2-ابن عمر
3-الحسن البصري
4-الزهري
5-الليث بن سعد
6-مالك
7-الشافعي
8-أحمد
9-إسحاق
10-أبو ثور

ومن العلماء المعاصرين :

1-ابن باز
2-اللجنة الدائمة .
3-الراجحي .
4-الفوزان

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع محرم) رواه البخاري .

قالوا : فسمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومين سفراً وهي : أربعة برد أي : 16 فرسخاً , أي : 48 ميلاً , أي : ما يقارب 87 كيلاً .

واحتجوا أيضاً بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر في أربعة برد , رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 307 وصححه أيضا ابن حزم المحلى 5/5 وابن عبد البر الإستذكار 233/2 , وقال النووي : إسناده صحيح .. المجموع 425/5 .

واحتجاجهم الثالث كانت رواية عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان ويفطران في أربعة برد فما فوق , رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع 424/5 .

قال الإمام مالك : وذلك نحو أربعة بُرد . انظر الموطأ برقم 307 .

وقال الحسن : تقصر الصلاة في مسيرة يومين , ومثله الزهري قاله ابن عبد البر .
وقال الشافعي : بل أربعة بُرد لحديث ابن عباس مرفوعاً (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد) . نقله الصنعاني في السُبُل 3-136 .

جاء في فتوى اللجنة الدائمة :
(ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريباً على رأي جمهور العلماء) السؤال السابع من الفتوى رقم (6261) المجلد الثامن .

وقال الشيخ العلامة / عبد العزيز الراجحي في فتاواه ص 78:
(مسافة ثمانين كيلو فأكثر، هذا عند جمهور العلماء وهي مسافة يومين للإبل المحملة بدبيب الأحمال والأثقال، وهي تعادل ثمانين كيلو، هذه مسافة القصر)

وقال الشيخ الفوزان : (أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث: مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم) .
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ (80) كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا...!.) المنتقى المجلد الثالث . السؤال رقم 88.

ومن تلك الأقوال : لا يجوز القصر إلا في مسافة يوم تام , وهو أربعة بُرد , قال بهذا القول :
1-ابن عباس .
2-ابن عمر .
3-الليث بن سعد .
4-مالك .
5-الشافعي .
6-أحمد .
7-الأوزاعي .

8-إسحاق .
9-الطبري .
10-ابن المنذر
11-البخاري
12-ابن عبد البر .
13-ابن ضويان .
14-محمد بن محمد المختار الشنقيطي .

واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم) رواه البخاري .
فقالوا : مسيرة اليوم التام هي أربعة بُرد , أي : 16 فرسخا , وهي 48 ميلاً , أي : ما يقارب 87 كيلاً .
وهي نفس مسافة أصحاب القول الثاني , إلا أن استدلال أصحاب هذا القول مختلف عن استدلال القول الأول بهذا الدليل .
احتجوا أيضاً بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقصر في أربعة برد , رواه الإمام مالك في الموطأ برقم 307 وصححه أيضا ابن حزم المحلى 5/5 وابن عبد البر الإستذكار 233/2 , وقال النووي : إسناده صحيح .. المجموع 425/5 .
واحتجاجهم الثالث كانت رواية عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان ويفطران في أربعة برد فما فوق , رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع 424/5 .
قال الإمام مالك : وذلك نحو أربعة بُرد . انظر الموطأ برقم 307 .
وقال الشافعي : بل أربعة بُرد لحديث ابن عباس مرفوعاً (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد) . نقله الصنعاني في السُبُل 3-136 .
ونقل ابن عبد البر في الإستذكار 234/2 قول الليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي والطبري .
قال البخاري في صحيحه في باب كم يقصر الصلاة (وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفرا).
نقله ابن ضويان في المنار ص 125.
قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام قال وبه نأخذ نقله ابن عبدالبر في

الإستذكار .
وقاله مثله ابن المنذر نقله ابن قدامة في المغني 543/5 .
وقال ابن عبد البر : هو كما قال الأوزاعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة برد وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد أخذنا بالأوثق وبالله التوفيق . 241/2 .

وقال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد (وهذه المسافة التي هي أربعة برد توقيتها تحديد ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافراً إلا إذا قصد هذه المسافة فما فوقها فلو كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون أ ربعة برد فإنه لا يوصف بكونه مسافرا كما أن من خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرا بحكم الشرع فكذلك من انتقل إلى مسافة دون هذه المسافة , أما الدليل الذي دل على اعتذار هذه الأربعة برد فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة) وفي رواية (مسيرة يوم) إلا ومعها ذو حرمة) وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تسافر بدون محرم ولم يذكر مسافة توصف بكونها مسافة سفر دون اليوم والليلة فدل على أن مسافة اليوم والليلة هي السفر ..) أ.هـ مفرّغا.

আমাদের বর্তমান সংখ্যায় মুসলিম ভাইদের নাসীহা দিব, অন্তত আটচল্লিশ মাইল বা পাচাত্তর কিলোমিটার দূরত্বে যাওয়ার নিয়ত করলে তবেই যেন কসর এর সুযোগ গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহর নিকটই চাই সকল বিষয়ের সঠিক সমাধান।

রমাদানে মুসলিম নারীদের জন্য বিশেষ স্মরণিকা

আমরা " স্বাগতম শাহরু রমাদ্বন" অধ্যায়ে যে সকল আলোচনা করেছি তা মুসলিম নারী- পুরুষ সবার জন্য। সুতরাং, মুসলিম নারীগণ অবশ্যই উক্ত আলোচনায় মনোযোগ দিবেন। তবে আমরা এই অনুচ্ছেদে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরব, যা নারীদের জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

- রমাদ্বন মাসে মুসলিম নারীদের ব্যস্ততা যতই বেশী হোকনা কেন এই ব্যস্ততার মূহুর্তগুলোকে অবশ্যই সাওয়াব প্রাপ্তির ওসীলায় পরিণত করতে হবে। সুতরাং নিয়াত যেন পরিশুদ্ধ থাকে।
- প্রতিটি কাজের মধ্যেই আল্লাহর স্মরণ জরুরী। এতে করে আপনার কাজে ক্লান্তি কম আসবে বা আপনি কোন ক্লান্তি অনুভব করতেই পারবেন না। সেই সাথে সময়ের মধ্যে প্রচুর বরকত পাবেন। আল্লাহর স্মরণের জন্য অল্প কয়েকটি শব্দ ও বাক্যই যথেষ্ঠ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, *আসতাগফিরুল্লাহ* অ আতুবু ইলাইহি। সারাদিন এগুলো পাঠ করুন।
- প্রতিমাসে আপনার শারীরিক অসুসহতা বা পিরিয়ড এটা আল্লাহতায়ালার প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ। এটাকে কোন ঔষধ বা কৃত্রিম পন্থা প্রয়োগে বন্ধ করা কল্যাণকর নয়। সুতরাং, রমাদ্বনে আপনার পিরিয়ড কালীন সময়ে আল্লাহর যিকর করুন। স্বাভাবিক অবসহায় আপনি যে আমল করতেন তার প্রতিদান আপনি পেয়ে যাবেন।
- লাইলাতুর ক্বদর অন্বেষণের দিনগুলিতে আপনার পিরিয়ড এসে গেলেও যিকর-ইস্তেগফার করুন। কুরআন তিলাওয়াত শুনুন।
- আপনাদের শিশু সন্তানকে মাঝে- মধ্যে সিয়াম পালন করাবেন। সেহরী ও ইফতারে শরীক করাবেন।
- আপনার প্রতিবেশী নারীদের মাঝে কুরআন-হাদীসের নাসীহা প্রচার করুন, মাঝে- মধ্যে হাদিয়া দিন।
- এই মাসে দান, কুরআনের ও সিয়ামের হক্ব আদায়ে স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের উৎসাহিত করুন, তাগিদ দিন।
- রমাদ্বনের শেষ দশকের মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছেন। সুতরাং, ঈদ মার্কেট শেষ করুন বিশ রমাদ্বনের আগেই। শেষ দশকে মার্কেটে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন না। শেষ দশক ব্যয় করুন জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন তথা লাইলাতুল ক্বাদর এর জন্য। ঘোষণা এসেছে:

وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَحَبُّ البِلادِ إلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رواه مسلم

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।'' (মুসলিম ৬৭১)

وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِي رضي الله عنه مِنْ قَولِهِ قَالَ: لاَ تَكُونَنَّ إنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مسلم هكذا، ورواه البرقاني في صحيحهِ عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ

সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি [মওকূফ সূত্রে] বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থান-কারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডা স্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে।' (মুসলিম)

বারক্বানী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূলুল্লহ সল্লাল্লহ্বা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থান-কারী হয়ো না। কারণ, সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।''

(অর্থাৎ শয়তানী কর্ম নিত্য নতুন পরিসরে বৃদ্ধি পেতে থাকে) সহীহুল বুখারী ৩৬৩৪, মুসলিম ২৪৫১

অতএব, মার্কেটের বিষয়ে সাবধান! বিশ রমাদ্বনের আগে যাবেন। চেষ্টা করবেন কত দ্রুত ঘরে ফেরা যায়। স্বামী, সন্তান, স্বজনদের এই নাসীহা দিন।

- প্রতি ইদে নতুন কাপড় কেনার প্রাক্কালে পুরাতন ভাল কিছু কাপড় অসহায়দের মাঝে বিতরণ করুন।
- মুসলিম নারী-পুরুষদের উচিত বৃহৎ শপিংমল এড়িয়ে চলা। এটা অধিক পাপ থেকে দূরে রাখবে।
- তাদের মত হবেন না যারা মার্কেটের নামে দেহ- প্রদর্শনীতে যায়।

সর্বোপরি, আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির বিষয়টি মাথায় রেখে রমাদ্বন উপভোগ করুন। হতে পারে এটাই জীবনের শেষ রমাদ্বন।আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। শয়তান থেকে হিফাজত করুন।

আল মুসলিমাহ কর্ণার

প্রকৃত পর্দার স্বরূপ

প্রকৃত পর্দার জন্য তিনটি বিষয় জরূরী

১) নিয়ত তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পর্দার বিধান মেনে চলব এই পণ সর্বদা নিজের মধ্যে জারী রাখা।

২) আল্লাহর বিধানের প্রতি সত:স্ফূর্ত আনুগত্যের মানসিকতা।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব ৩৩:৩৬)

৩) নিজেকে প্রদর্শন না করার সিদ্ধান্ত।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। সূরা আহযাব ৩৩:৩৩)

আল কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃত পর্দার স্তরসমুহ হলো-

ক) চোখ তথা দৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্দা।

খ) কণ্ঠ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্দা।

গ) শরীর এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্দা।

ঘ) চলনভংগী সংশ্লিষ্ট পর্দা।

ঙ) বাহ্যিক কিছু উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্দা।

পর্দার জন্য প্রথমেই আমরা নিয়তের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছি এটা এজন্য যে, আমাদের সময়ে অনেক মুসলিম বোনকে দেখা যায় তারা আপাদমস্তক বোরখায় ঢেকে চলাফেরা করেন কিন্তু তার এই পর্দা তার শরীরের গঠনকে অন্যান্য পথচারীর নিকট সহজেই আকৃষ্ট করে তোলে। কেননা তার বোরখা অত্যন্ত আটোসাটো, অনেক ক্ষেত্রে মাথার ওড়না কিংবা বোরখার বিশেষ অংশে থাকে নজরকাড়া কারুকার্য। সেই সাথে তার ব্যবহৃত প্রসাধনী, (যেমন - পারফিউম) চলনভংগী পর্যালোচনা করলে মনে হয় তার উদ্দেশ্যই হলো নিজের সৌন্দর্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা।

মুসলিম বোনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে-

- আপনার সৌন্দর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত স্বরূপ। এই নিয়ামতের হেফাজত সর্বদাই জরূরী। আপনার সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করার অধিকার আল্লাহর বিধানে কেবল আপনার স্বামীর জন্যই সংরক্ষিত। এই নিয়ামতের অপব্যবহারের ইচ্ছা পোষণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা কেড়ে নেয়া হতে পারে।

- পর্দার বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আপনার রূপ-সৌন্দর্যের সতেজতা ও উজ্জলতা আপনার বার্ধক্য পর্যন্ত অটুট থাকবে ইংশাআল্লহ। বিপরীতে পর্দার বিধানের প্রতি অবহেলায় আপনার নূর কেড়ে নেয়া হবে পারে। কোনো ধরণের প্রসাধনী ব্যবহারেই আপনার সতেজতা-উজজলতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। মনে রাখা দরকার সৌন্দর্যচর্চায় ব্যবহৃত কৃত্রিম প্রসাধনী বা প্রক্রিয়া অকল্যাণকর বলে বিশেষজ্ঞমহল দ্বারা স্বীকৃত। এসকল কৃত্রিম প্রক্রিয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে চূড়ান্ত ক্ষতির দিকে ঠেলে দিবে।

- দৃষ্টির পর্দা হলো প্রত্যেক নারী এবং পুরুষকে আল্লহর বিধানে হারাম এমন প্রতিটি বিষয় থেকে নিজ দৃষ্টি হেফাজত করতে হবে। কোনো পুরুষের জন্য এমন সুযোগ নেই যে, সে পরনারী কিংবা তার ছবি এবং অশ্লীল যে কোনো প্রকার দৃশ্যের দিকে সেচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নজর দিবে। পুরুষের জন্য এটা বৈধ যে সে তার স্ত্রীর জন্য স্বীয় দৃষ্টিকে যেভাবে ইচ্ছা প্রসারিত করবে। অনুরূপ একজন নারী তার চোখ জুড়াবে তার স্বামীর যাবতীয় অবয়ব-সৌন্দর্যে।

মহান আল্লহর ঘোষণা-

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সুরা নূর ২৪:৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে।(২৪:৩১)।

কু-দৃষ্টি থেকেই জিনার সূত্রপাত।

- কণ্ঠের পর্দা হলো - একজন নারী তার কণ্ঠের কোমলতা, মায়াবতা, ঠোটের হাসি, সোহাগ, ভালোবাসা সবই কেবল তার স্বামীর জন্য উন্মুক্ত রাখবে।

মহান আল্লাহর ঘোষণা

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। [সুরা আহযাব ৩৩:৩২]

দেখুন, নবী পত্নীগণকে মুমিনদের মা বানানো হয়েছে এরপরও কত সতর্কতা! আল্লাহ বলেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। (৩৩:৬)

আর আমাদের সময়ে অনেক নারী নিজ স্বামী সন্তানের সাথে, পিতা- মাতার সাথে কর্কশ হয়ে পরপুরুষের সাথে ফোনালাপে নিজের কোমল কণ্ঠ আরও মধুর করতে তৎপর হয়ে উঠেন, কতইনা হতভাগা সে!

- নিজেকে প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তে রয়েছে প্রকৃত পর্দার বৃহৎ অংশ। বলা হচ্ছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। [সুরা আহযাব ৩৩:৩৩]

এই আয়াতে নবী পত্নীগণ সম্বোধিত হলেও সকল মুমিন মুসলিম নারী এর হুকুমের আওতাধীন।
আরও বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে (যে তারা মুমিন, ভাল, সম্ভ্রান্ত)। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [সুরা আহযাব ৩৩:৩৯]

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا

তোমরা নবী-পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। [সুরা আহযাব ৩৩:৫৩]
দেখুন, নবী-পত্নীগণ আমাদের মা, তারপরও তাদের কাছে কিছু চাওয়া বা তাদেরকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে পর্দার আড়াল থেকে।

- শরীরের পর্দা হলো - একজন নারীকে অবশ্যই তার শারীরিক অবয়ব-গঠন-সৌন্দর্য সংরক্ষণ করতে হবে যেমন মহাজ্ঞানী আল্লহ নির্দেশ দিচ্ছেন:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লহ তা অবহিত আছেন। [সুরা নুর ২৪:৩০]

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা নুর ২৪:৩১]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব ৩৩:৫৯)

- চলনভংগী সংক্রান্ত পর্দা হলো - একজন নারীকে তার পথচলায় পা ফেলার ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করতে হবে যেমন আল্লাহ বলেন -

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা নুর ২৪:৩১]

আমাদের সময়ে এটা খুব কমন যে, অনেক নারীর চলন ভংগিতে তার শরীরের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে যায় যদিও তার শরীর কাপড়ে আবৃত।

- বাহ্যিক উপকরণ সংক্রান্ত যে পর্দার কথা আমরা বলেছি তা হলো যেমন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোন নারী যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের না হয়....পারফিউম বা সুগন্ধি মেখে বের হলে শয়তান তার সংগী হয়, সে নিজেও শয়তান হয়ে যায়।"

নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে স্বামীর নিকটে, যেভাবে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের সময়ে অনেকে নিজের রুপ- সৌন্দর্যে যেন পর পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি আর শয়তানী মন আকৃষ্ট করতে চায়। কত নির্লজ্জ বেহায়াপনা!

আল্লাহ আমাদেরকে তার বিধানের যথাযথ আনুগত্যে এগিয়ে থাকার তাওফীক্ব দিন।

আল মুসলিমাহ কর্ণার

হে বোন! আপনার স্বামী যখন বন্দী, আপনার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জেনে নিন

বন্দীত্ব বড়ই কষ্টের জীবন। বন্দীত্বের কষ্ট পুরোমাত্রায় অনুধাবন করা কেবল একজন বন্দীর পক্ষেই সম্ভব। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী। বন্দীত্ব একজনের জীবনে বড় এক বিপদের অধ্যায়। নৈকট্যের ক্রমানুসারে একজন বন্দীর পিতা- মাতা, স্ত্রী- সন্তান, ভাই- বোন ও অন্যান্য স্বজনরা এই বিপদে কম বা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। কারাগারে একজন বন্দীর দিন যত বাড়তে থাকে উক্ত ক্ষতির পরিধিও ততই বেড়ে যায়। তবে সার্বিক বিচারে দেখা যায়, একজন নারী তার স্বামীর বন্দীত্বে সবচেয়ে বেশী পারিপার্শ্বিক জটিলতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন।

এজন্যই এ পর্বের নাসীহা ঐ সকল বোনদের উদ্দেশ্যে, যাদের স্বামীগণ কারাগারে বন্দী।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, কেউ সেচ্ছায় বন্দী হতে বা কোন বিপদে পতিত হতে চায় না। জীবন চলার পথে এটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। সুতরাং বিপদ যখন এসেই গেল এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী দেখে নেই,

আল্লাহ বলেন:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ ।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

এটা এজন্যে বলে দেয়া হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা হাদীদ ৫৭:২২ -২৩)

সুতরাং বিপদের শুরুতেই

১. ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এই বিশ্বাসের পূর্ণতায় " যে বিপদ এসেছে তা আসারই ছিল, যা হারিয়েছে তা হারানোরই ছিল" ।

২. আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি জানাতে হবে, অন্তর থেকেই বলতে হবে "ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। আল্লাহর রহমতের সূচনা হবে এখান থেকেই,

আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। (সুরা বাকারাহ ২:১৫৬)

أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

তারাই সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত। (সুরা বাকারাহ ২:১৫৭)

৩. আল্লাহর নিকট সবরের দুআ শুরু করতে হবে।

৪. এই বিপদের প্রতিটি মূহুর্তের বিনিময়ে আমার জন্য যেন প্রতিদান লিখা হয়, মূহুর্তগুলো যেন আমার গুণাহের কাফফারা হয় তজ্জন্য নিয়াতকে খাটি করতে হবে এ মর্মে যে, আমার সবর ও কষ্ট কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه" (متفق عليه

আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''মুসলিমকে যে কোনো ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।''

সহীহুল বুখারী ৫৬৪২, মুসলিম ২৫৭৩, তিরমিযী ৯৬৬, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২১৯, ৮৯৬৬, ১০৬২৪

وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر

فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له" (رواه مسلم(.

আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনু সিনান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু’মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।’’

মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭

৫. স্বামীর অবর্তমানে নিজের সতীত্ব- সৌন্দর্য, ইজ্জত- সম্মান, মাল-সম্পদ, গোপনীয়তা; এসবের হিফাজত করুন যেভাবে আল্লাহর নির্দেশনা ও স্বামীর পছন্দ। মহান আল্লাহ বলেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের প্রাধান্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। (নিসা:৩৪)

৬. নিজেকে অধিক পরিমাণ দুয়া, যিকর, ইস্তেগফার, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন চর্চা, তাফসীর অধ্যয়ন নফল সালাত, নফল সিয়াম, নফল সদাকা ও অন্যান্য সৎকর্মে নিয়োজিত করুন, এসবকে দুয়া কবুলের ওসীলায় পরিণত করুন।

৭. কষ্ট হলেও স্বামীর সাথে নিয়মিত বিরতিতে সাক্ষাত করুন। যে কোন সমস্যা তার সাথে শেয়ার করুন। পারিপার্শ্বিক কোন সমস্যাই তার নিকট গোপন করবেন না। এই পরামর্শে আছে বরকত ও রহমত।

৮.স্বামীর কোন বন্ধু বা গাইরে মাহরাম কারও সাথে লেনদেনজনিত দেখা-সাক্ষাত, মোবাইল কল, কথা- বার্তা এসব অবশ্যই স্বামীর সাথে শেয়ার করবেন।

৯.মোবাইল-কম্পিউটার ব্যবহারের বিষয়ে সাবধান হবেন। কুরআন তিলাওয়াত- ইসলামিক অডিও শোনা, ইসলামিক বিষয়াবলী প্রয়োজনানুসারে ভিজিট ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুন। ফেইসবুক থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ।

১০.মামলা, জামিন এসবের তদবির সম্পর্কে নিজের বুঝ বা কারও পরামর্শে সামান্য পদক্ষেপও নেয়ার পূর্বে স্বামীর সাথে শেয়ার করুন। অন্যথায় অতিরিক্ত বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়।

১১. সন্তানের মৌলিক শিক্ষার জন্য নিজেই শিক্ষক হোন। স্বামীর অবর্তমানে সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহর নিকট থাকবে অতিরিক্ত মর্যাদা ও প্রতিদান।

১২. বাড়ীতে ও পর্দার মধ্যে থেকে অর্থ উপার্জনের বিষয়ে আপনার উদ্যোগ ও ইচ্ছা স্বামীর সাথে শেয়ার করুন।

১৩. যদি কখনো ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক চাপের মুখে সবর করা অসম্ভব হয়ে যায়, সেটাও স্বামীর জানার অধিকার আছে, তার সাথে শেয়ার করুন, আল্লাহর দ্বীনে অবশ্যই আপনার জন্য সুস্পষ্ট করণীয় বলে দেয়া আছে। সাবধান! সেই হতভাগা নারীর মত হবেন না, যে স্বামীকে আশ্বাস দিয়েছে আজীবন সবর করবে অত:পর আল্লাহর বিধানে খুলা বা তালাক নেয়ার সুযোগ থাকলেও তা না নিয়েই অন্যত্র বিবাহে রাজি হয়ে গেছেন। কতইনা প্রতারণা, আর দুনিয়া আখিরাতের কত বড় এক ক্ষতি। আল্লাহর নিকটেই চাই হিফাজত।

১৪. প্রত্যেক সাক্ষাতেই আপনার স্বামীকে দ্বীন দুনিয়া সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে তাওবা-ইস্তিগফার ও সংশোধনের নাসীহা দিন।

১৫. মাঝে মধ্যে চিঠি বিনিময় করুন। এটা অতীত সুখস্মৃতি ও ভালোবাসা স্থায়ীকরণের উপায় হয়ে থাকে।

মিন আহকামিল জিহাদ

জিহাদের খাদেমদের জন্য একটি জরুরী নাসীহা।

রব্বুল 'আলামীনের ঘোষণা-

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

আর লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারাহ ২:১৯০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে, তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের প্রত্যাশা করছো? তবে আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরা ও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন। (সূরা নিসা ৪:৯৪)

মনে রাখতে হবে, সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা এসকল ইবাদত যেমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দ্বারা পরিশীলিত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহরও রয়েছে সুস্পষ্ট বিধিমালা। এখানে কোনো সেচ্ছাচারিতার সুযোগ নেই। যেখানে ছাড় দেয়ার সেখানে ছাড় দিতেই হবে এবং যেখানে কঠোরতার তাগিদ রয়েছে সেখানেই কেবল কঠোরতা।

জিহাদ এবং কিতালের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা নিয়ে মুমিনের মনে কোনো সংশয় থাকার কথা নয় কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের বাড়াবাড়িমূলক কর্মকান্ড অনেক সময়ই সাধারণ মানুষকে জিহাদ সম্পর্কে বা জিহাদের কোনো বিধান বা ধারা সম্পর্কে সংশয়ে ফেলে দিতে পারে।

আমরা পরামর্শ দিব-

১) প্রতিটি জিহাদি সংগঠন যেন শুরা পরিষদে এমন অন্তত দুইজন আলেমকে জায়গা করে দেন যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশালী হবেন। কেবল গতানুগতিক সংগঠনের ন্যায় নামসর্বস্ব উলামা বোর্ড বা ফতোয়া বোর্ড যেন আমরা গঠন না করি।

২) উক্ত দুইজন আলেম অবশ্যই এমন হবেন যারা দেশী-বিদেশী যে কোনো আলেমদের সাথে আলোচনা বা মুনাযারাতে বসার যোগ্যতা রাখেন।

৩) জিহাদি যুবকদেরকে অবশ্যই তাবলীগ জামাতের ভাইদের মত আদব-আখলাকে বিনয়ী-নম্র হতে হবে।

৪) ইসলামের মৌলিক আদব শেখার জন্য জিহাদি সংগঠনের ভাইদের জন্য রিয়াদুস সালেহিন এবং মুন্তাখাবুল হাদিসের উপর বিশেষ পাঠ নেয়া জরুরী। আমরা মুন্তাখাব হাদিসে উল্লেখিত দুর্বল হাদিসগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় তাহকিকসহ পাঠকদের নিকট তুলে দিব ইনশাআল্লাহ।

৫) জিহাদি সংগঠনের নেতাকর্মীদের তাকফিরি, খারেজি ও ইরজায়ি চিন্তাচেতনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। (এসম্পর্কে আমাদের আকিদা সংশ্লিষ্ট লেখা দ্রস্টব্য)

৬) জিহাদি সংগঠনের নেতাকর্মীদের অবশ্যই পিতামাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনের হক সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

৭) গানিমাহ কর্মসূচীর বিস্তারিত ইসলামী যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নীতিমালার আলোকে সংশয়মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই মূহুর্তেই সকল গানিমাহ কর্মসূচী বন্ধ করতে হবে। কেননা নিকট অতীতে গানিমাহ কর্মসূচীতে আল্লাহর নুসরতের চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিষয়টির উপর আমরা দীর্ঘ বিশ্লেষণ দিব ইনশাআল্লাহ্।

৮) ইসলামী যুদ্ধনীতি একক কোনো আয়াত বা হাদিস দ্বারা নির্ধারিত নয়। আল কুরআনের আয়াত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-কর্মসূচী, খুলাফায়ে রাশেদার আমলের আলোকে আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ যে নীতিমালা স্পষ্ট করে গেছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের সাহসী আলেমদেরকে বর্তমান করণীয় বের করতে হবে, গবেষণায় সময় দিতে হবে।

৯) একক কোনো ব্যক্তির জন্য এমন কোনো সুযোগ নেই যে সে একাকী সম্পূর্ণ নিজের বুঝ থেকে একটা জিহাদি অপারেশনের দায়িত্ব হাতে নিবে। তেমনিভাবে ছোট ছোট জিহাদি সংগঠনের দায়িত্ব হলো বৃহত্তর সংগঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধনীতির বিষয়ে তাদের আলেমদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা এতে আল্লাহর সাহায্য-সন্তুষ্টি ও সার্বিক সফলতার পথ উন্মুক্ত হবে। দেখুন কুফফাররা এক সংগঠন আরেক সংগঠন থেকে, এক দেশ আরেক দেশ থেকে কীভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। বিষয়টি তুলে ধরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঘোষণা দিচ্ছেন-

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। [সুরা আনফাল ৮:৭৩]

১০) জিহাদি সংগঠনের কর্মীদেরকে অবশ্যই দায়িত্বশীলদের আনুগত্যের বিষয়ে সজাগ হতে হবে। ভালো-মন্দ বুঝতে হবে। অন্যায় ও সংশয়মূলক কাজে আনুগত্য করা যাবে না। দায়িত্বশীলকে সংশয় তুলে ধরতে হবে এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে আনুগত্য করতে হবে।

১১) সংগঠনের কোনো আভ্যন্তরীণ কোন্দলে কাউকে হত্যা করা যাবে না। এ বিষয়ে নেতা ও কর্মী উভয়কে সজাগ থাকতে হবে।

১২) মনে রাখতে হবে জামাআহ, তানজিম, ইমারাহ, খিলাফাহ, খলিফা, আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন, আমির আত তানজিম, আমিরুল জিহাদ - এই পরিভাষাগুলো একটি আরেকটির সাথে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। যেমন- আমাদের সময়ে বিদ্যমান জামাআতুল মুজাহিদিন অনেক জিহাদি তানজিমের একটি তানজিম, অতএব এর আমির হচ্ছেন 'আমিরুত তানজিমি জামাআতুল মুজাহিদিন' সুতরাং এই সংগঠন ও এর আমিরের প্রতি বায়াত, বায়াতভঙ্গ এসব কখনই খিলাফাহ বা আমিরুল মুমিনিনের বায়াততুল্য হতে পারে না। আমাদেরকে অবশ্যই বিষয়গুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরতে হবে, যেন আমরা আনুগত্যের সঠিক হক আদায় করতে পারি এবং সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে থাকতে পারি।

১৩) জিহাদি সংগঠনের কর্মীদের জন্য নিজ সংগঠনের বাইরে অন্য হকপন্থী সংগঠনের সৎকর্মে শরীক হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। এবিষয়ে সবধরণের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এসে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা জরুরী। আল্লাহর ঘোষণা:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা মায়েদা ৫:২)

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তাওবাহ ৯:১১)

এই ধারার আয়াত ও হাদীসে যে দ্বীনী ভাইয়ের সংজ্ঞা ও পারস্পিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে তা চলমান সময়ের একক কোন সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারেনা।

আল্লাহ্‌র নিকটই চাই আমাদের পারস্পরিক ঐক্য, সম্মিলিত কর্মপন্থা ও প্রতিদান।

সর্বোত্তম ইবাদতে শরীক থাকতে এসময়ের পাচটি করণীয়

জিহাদ হলো একজন ব্যক্তির জীবনের সর্বোত্তম ইবাদত। জিহাদ মানে এমন নয় যে, সার্বক্ষণিক মারামারি-কাটাকাটির মধ্যে লেগে থাকতে হবে। আমাদের সময়ে দেখা যায়, যুবকদের মধ্যে একটি অংশ অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রবণ। জিহাদ সংক্রান্ত কিছু লেকচার শুনে কিংবা অল্প কিছু আয়াত-হাদিস পাঠে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন যে, আজকেই কিছু করতে হবে। তার আবেগ তাকে কখনো কখনো বিবেকশূণ্য ও অন্ধ করে দেয়। তার এই অন্ধত্ব তাকে এমন কর্ম করতে বাধ্য করে যার পরিণাম সকলের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। জিহাদের দাওয়াতপ্রাপ্ত প্রত্যেককেই আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই-

১) দাওয়াত পাওয়ার পর আপনার প্রথম করণীয় হলো - নিয়ত করুন, সবর করুন এবং দুআ করতে থাকুন আল্লাহ যেন আপনাকে জিহাদের প্রকৃত খাদেমদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান করেন।

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ فقال: "إن بالمدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض" وفى رواية: "إلا شاركوكم في الأجر" (رواه مسلم).

আবূ আবদুল্লাহ জাবের ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ''আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন, ''মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।'' আর একটি বর্ণনায় আছে যে, ''তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।''
সহীহুল বুখারী ২৮৩৮, ২৮৩৯, ৪৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪।

عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر".
(ورواه البخاري)

সহীহ বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু ''আনহু থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাবূক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে,

''আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে।''

بعن أبي ثابت، وقيل أبي سعيد، وقيل أبي الوليد، سهل بن حنيف ، وهو بدري، رضي الله عنه، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، قال: "من سأل الله، تعالى، الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه" (رواه مسلم) .

আবূ সাবেত, মতান্তরে আবূ সাঈদ বা আবূল অলীদ সাহ্ল ইবনু হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, (আর তিনি বাদরী সাহাবী ছিলেন) রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়।'' মুসলিম **১৯০৯**, তিরমিযী **১৬৫৩**, নাসায়ী **৩১৬২**, আবূ দাউদ **১৫২০**, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী ২৪০৭

তাহলে নিয়াত ও ইখলাসের কারণে ঘরে বসেও জিহাদের প্রতিদান ও শাহাদাহ পাওয়া সম্ভব।

তবে জিহাদ থেকে বিরত থাকার নিয়ত রাখা যাবে না।

২) রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাগণ যেমন উন্মুক্ত উৎস থেকে জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন আপনিও তেমনি জিহাদের ময়দানের সহায়তার নিয়তে।

ক) দৌড়, সাতার, যাবতীয় শারীরিক কসরত ও আর্ট যতটুকু সম্ভব শিখে রাখুন আপনার চারপাশের প্রকাশ্য সুযোগগুলো গ্রহণ করে।

খ) জল, স্থল ও আকাশপথের বিভিন্ন বাহন সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন করুন (ড্রাইভিং, মেকানিকাল, ইনিজনিয়ারিং ইত্যাদি)।

গ) বিভিন্ন ভূখন্ডের গঠন-অবস্থা, তথ্য-উপাত্ত, কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদির সাথে লেগে থেকে নিজেকে নেতৃত্বের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ করুন।

ঘ) জিহাদ সংক্রান্ত কুরাআান-হাদিস-তাফসীর, আহকামের কিতাব, অডিও-ভিডিও এবং চলমান জিহাদি ভূখন্ডসমূহের হাল-হাকিকত বিশ্লেষণ করে নিজের মনকে জিহাদের জন্য উজ্জীবিত রাখুন। মনে রাখবেন জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ জিহাদের বৃহত্তম অংশ। আল্লাহর ঘোষণা-

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা

কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদেরে উপর বিন্দু মাত্র জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল ৮:৬০)

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (সূরা তাওবাহ ৯:৪৬)

ঙ) জিহাদ বা যুদ্ধের ময়দানে প্রয়োজন এমন অন্যান্য জ্ঞান বা প্র্যাকটিসে নিজেকে সমৃদ্ধ করুন। (অস্ত্র-শস্ত্র, সামরিক উপায়-উপকরণ, মেডিক্যাল সার্ভিস ইত্যাদি)। বিস্তারিত জানতে OSTM নির্দেশিকা দেখুন।

৩) আপনার দায়িত্বশীলদেরকে নাসিহা দিন, পরামর্শ দিন কিন্তু কোনো অপারেশনের জন্য তাড়া বা তাগাদা দিবেন না। কেননা আপনি জানেন না এই ত্বরাপ্রবণতার পরিণাম কী।

৪) আপনার নিকটবর্তী এলাকার জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বন্দী, বিধবা ও এতিম-মিসকীন পরিবারের সদস্যদের যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্য করুন। এটা জিহাদের বৃহত্তর অংশ। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَعَنهُ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ»وَأحسَبُهُ قَالَ: «وَكالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।'' (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, ''সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না। সহীহুল বুখারী ৫৩৫৩, ৬০০৭, ৬০০৬, মুসলিম ২৯৮২, তিরমিযী ১৯৬৯, নাসায়ী ২৫৭৭, ইবনু মাজাহ ২১৪০, আহমাদ ৮৫১৫

মিসকীনের সংজ্ঞায় রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَعَنهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
وَفي رِوَايَةٍ في الصَّحِيحَينِ: «لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتانِ،

وَالتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غنىً يُغْنِيه، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاس

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''মিসকীন সে নয়, যাকে একটি খেজুর এবং দু'টি খেজুর এবং এক গ্রাস বা' দুগ্রাস (অন্ন) ফিরিয়ে দেয়। বরং মিসকীন তো ঐ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে দূরে থাকে।''

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ''মিসকীন সে নয়, যে এক অথবা দু টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে যায়। কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। আর সে নিজে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।'' (অর্থাৎ পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ করে।)সহীহুল বুখারী ১৪৭৬, ১৪৭৯,৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, আবূ দাউদ ১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৭, দারেমী ১৬১৫

৫) বন্দীমুক্তির জন্য অর্থব্যায় করুন। এই রমযানে সামর্থ্যবানগণ অন্তত একজন করে বন্দী মুক্তির উদ্যোগ নিন। বন্দীমুক্তির জন্য আপনার যাকাতের অংশ নির্ধারণ করুন। হাদীসের সংজ্ঞানুসারে আল্লাহর রাস্তায় (ফী- সাবীলিল্লাহ) ব্যস্ত প্রায় প্রতিটি সদস্যই মিসকীন, বিশেষভাবে বন্দীগণ। আল কুরআনের একটি আয়াতানুসারে এরা ফকীর শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লহ বলেন-

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

দান- সদাক্বা ঐ সকল গরীব লোকের জন্যে যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে-জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। (ভিক্ষা থেকে) বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনত করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। [সুরা বাকারা ২:২৭৩]

এছাড়া বন্দীদের খাবার দান সম্পর্কে, মুক্তকরণ সম্পর্কে আলাদাভাবে তাগিদ এসেছে। যেমন মহাজ্ঞানী আল্লাহর বাণী-

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا

তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। [সুরা দা'হর ৭৬:৮-৯] রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: فكوا الاسير

......তোমরা বন্দী মুক্ত কর (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)।

৫)আপনার সম্পদের যাকাত থেকে আল্লাহর বেঁধে দেয়া খাতের ফী সাবীলিল্লাহ-র অংশ ও ফকীর -মিসকীন- ঋণগ্রসহ-বন্দী এদের অংশ থেকে জিহাদী তানজীমে অবশ্যই দিন। যাকাতের আল্লাহর নির্দেশায়িত খাত হল:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূর তাওবাহ ৯:৬০)

ক্বিতালভীতি একটি ঈমানবিধ্বংসী ব্যাধি; প্রয়োজন সর্বোচ্চ সতর্কতা।

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ

যারা মুমিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২০]

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২১]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। (সূরা নিসা ৪:৭৭)

আমরা জানি জিহাদ-কিতালের বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হয় নবী মূসা আঃ এর সময়ে। আর ঐসময় থেকেই ঈমানদারদের একটি অংশ কিতালভীতির রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে।

মূসা আঃ এর সময়ে এরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সার্বিক অবস্থা কেমন ছিল এবং তাদের পরিণাম কী হয়েছিল এসম্পর্কে আমরা সূরা আল মায়িদার ২০ থেকে ২৬ নং আয়াত ও তার সরল অনুবাদ তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ

যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। (সূরা মায়েদা ৫:২০)

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা মায়েদা ৫:২১)

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ

তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (সূরা মায়েদা ৫:২২)

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন বলল, তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে পবেশ করবে, তখন

তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা মায়েদা ৫:২৩)

قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

তারা বললঃ হে মূসা, আমরা কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (সূরা মায়েদা ৫:২৪)

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (সূরা মায়েদা ৫:২৫)

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।(সূরা মায়েদা ৫:২৬)

আল কুরআনে উল্লেখিত ২৫ জন নবীর মধ্যে মূসা আ: পরবর্তী নবী ছিলেন সাইয়্যিদুনা দাউদ আ:। দাউদ আ: এর সময়কালে বনী ঈসরাইলকে বিশেষ এক সামরিক অভিযানের জন্য বের হতে বলা হয়েছিল। তালুতের নেতৃত্বে উক্ত অভিযানের প্রাক্কালে কীতাল ভীতিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ সূরা আল বাকারার ২৪৬ থেকে ২৫২ আয়াতে বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে

পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। [সুরা বাকারা ২:২৪৬]

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। [সুরা বাকারা ২:২৪৭]

وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নাবী আরো বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে যাতে থাকবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে শান্তি আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। [সুরা বাকারা ২:২৪৮]

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। [সুরা বাকারা ২:২৪৯]

وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। [সুরা বাকারা ২:২৫০]

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। [সুরা বাকারা ২:২৫১]

এবার আমরা উম্মতে মুহাম্মদে বিদ্যমান কিতালভীতিতে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের অবস্থা তুলে ধরব যেন আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিতে পারি।

● বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কিতালভীতি ও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুমকি-

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ

যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। [সুরা আনফাল ৮:৫]

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ

তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। [সুরা আনফাল ৮:৬]

● উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে কিতালভীতি-

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শোনেন এবং জানেন। [সুরা ইমরান ৩:১২১]

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। [সুরা ইমরান ৩:১২২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

হে ঈমাণদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফির এবং যখন তাদের ভ্রাতৃগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে- যদি ওরা আমাদের নিকট থাকত তবে মৃত্যুমুখে পতিত হতোনা। অথবা নিহত হতো না; আল্লাহ এরূপে তাদের অন্তারে দুঃখ সৃষ্টি করেন

এবং আল্লাহই জীবন দান ও মৃত্যু দান করেন এবং তোমরা যা করছো, তৎপ্রাতি আল্লাহ লক্ষ্যকারী। । [সূরা ইমরান ৩:১৫৬]

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। [সূরা ইমরান ৩:১৫৭]

- খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে কিতালভীতির সামগ্রিক চিত্র।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। [সূরা আহযাব ৩৩:৯]

إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কন্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। [সূরা আহযাব ৩৩:১০]

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। [সূরা আহযাব ৩৩:১১]

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। [সূরা আহযাব ৩৩:১২]

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। [সূরা আহযাব ৩৩:১৩]

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। [সূরা আহযাব ৩৩:১৪]

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا

অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। [সূরা আহযাব ৩৩:১৫]

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। [সূরা আহযাব ৩৩:১৬]

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। [সূরা আহযাব ৩৩:১৭]

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে।[সূরা আহযাব ৩৩:১৮]

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। [সূরা আহযাব ৩৩:১৯]

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। [সূরা আহযাব ৩৩:২০]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। [সূরা আহযাব ৩৩:২১]

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্নসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। [সূরা আহযাব ৩৩:২২]

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন আনয়ণ করেনি। [সূরা আহযাব ৩৩:২৩]

- হুদায়বিয়ার সন্ধির যুদ্ধের প্রাক্কালে কিতালভীতির চিত্র-

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবেঃ আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুনঃ আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। [সূরা ফাতাহ ৪৮:১১]

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

বরং তোমরা ধারণ করেছিলে যে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। [সূরা ফাতাহ ৪৮:১২]

- তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে কিতালভীতির চিত্র এবং আল্লহ রব্বুল আলামীনের ভাষ্য-

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। [সূরা তাওবাহ ৯:৪২]

عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। [সূরা তাওবাহ ৯:৪৩]

لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ মুত্তাকিদের ভাল জানেন। [সূরা তাওবাহ ৯:৪৪]

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। [সূরা তাওবাহ ৯:৪৫]

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [সূরা তাওবাহ ৯:৩৯]

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শোনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। [সূরা তাওবাহ ৯:৪৯]
জিহাদি তানজিমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মনে রাখা জরুরী যে, অতি আবেগ যেমনিভাবে জিহাদের জন্য বিপদজনক ঠিক তেমনি নিরাবেগ বা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণে অনীহাপ্রকাশ আরও ভয়ংকর একটি বিষয়।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীতে দেখা যায়, প্রতিটি সামরিক অভিযানের প্রাক্কালেই মুসলিমদের মাঝে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই উক্ত অভিযানে যেতে অনীহাপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এসকল ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে এমন ভয়ংকর ধমকই দিয়েছেন যে

- কখনো তাদেরকে মুনাফিক আখ্যা দিয়েছেন
- কখনো তাদেরকে অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত আখ্যা দিয়েছেন।
- কখনো তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা ঈমানের তুলনায় কুফরের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সেই সাথে তাদের জন্য দেয়া হয়েছে আখিরাতে চরম পরিণামের সতর্কবাণী।

লক্ষণীয় যে, সামরিক অভিযান বা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো জিহাদি কাজে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশকারীগণ কখনোই মুখে এটা বলেনি যে, "আমরা ভীত বা ভয় পাই"। বরং তারা নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে উক্ত কাজ হতে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করত। মজার ব্যাপার হলো ঐসকল অজুহাত আমাদের চলমান সময়ে কিতালভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পেশকৃত অজুহাতের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনে প্রত্যেকের মনের অবস্থা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, কিতালভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুখের কথা মনের কথার বিপরীত। এখন আমরা দেখব যে সকল অজুহাত তারা পেশ করত-

- কখনো তারা জিহাদি কাজ বা অভিযান হতে দূরে থাকতে নেতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
- কখনো তারা পারিবারিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছে।
- কখনো তারা অদ্ভুত কোনো বিষয় তুলে ধরেছে।
- কখনো তারা শত্রুর সংখ্যাধিক্য বিষয়টি সামনে আনার চেস্টা করেছে।

প্রতিটি অজুহাতের জবাবেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন আয়াত নাজিল করেছেন। আমরা উপরে বেশ কিছু আয়াত তুলে ধরেছি। আরও আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

রাসুল সাঃ প্রতিটি সামরিক অভিযানের প্রাক্কালে কীতালভীতিতে আক্রান্তদের উদ্দেশ্যে চরম সতর্কবাণী দিয়েছেন। আমরা মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে নাসীহা দিব আল্লাহর ভয় জাগ্রত রেখে নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কেন জিহাদি অভিযানে অংশ নিতে গড়িমসি করছেন?

- আপনি অবশ্যই জিহাদি অভিযান থেকে অব্যাহতি পাবেন যখন আপনি ঐসকল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ অভিযানে অংশ নেয়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আর তারা হলো- অন্ধ, পংগু, অসুস্থ, শারিরীকভাবে চরম দুর্বল এবং বিশেষ বাস্তবসম্মত ওজরে আমিরের কাছ থেকে যিনি বসে থাকার অনুমোদন পেয়েছেন। এসবক্ষেত্রেও আপনার মনের আকুতি থাকতে হবে, 'আফসোস সক্ষমতা থাকলে আমি আজ এই বরকতময় অভিযানে শরিক থাকতে পারতাম।'

দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে স্বামীর ভূমিকায় আরও সচেতনতা জরুরী

রব্বুল আলামীনের ঘোষণা:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (সূরা বকরাহা ২:২২৮)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كثيرا

ঈমাণদারগণ!......তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন। [সুরা নিসা ৪:১৯]

সুখময় দাম্পত্যজীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই প্রায় সমান ভূমিকা রয়েছে। তবে সার্বিক বিচারে স্বামীর ভূমিকা অনেকটাই বেশী। আমরা কিছু পারিবারিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে দেখেছি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দূরত্বই দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তিকে ক্রমান্বয়ে নি:শেষ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য নিয়ামত ও নিদর্শনসমূহের অন্যতম।

মহান আল্লহ বলেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সুরা রূম ৩০:২১]

এই নিয়ামত হেফাজতের দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে এমন দম্পতি একে অন্যকেই দোষারোপ করতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই যে, উভয়েরই দোষ বিদ্যমান কিন্তু আমরা এখানে স্বামীর ভূমিকাই তুলে ধরব। কেননা স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর পরিচালক বানিয়েছেন।

মহান আল্লহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। (নিসা ৪:৩৪)

সুতরাং সুখময় সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে স্বামীর জন্য যে সকল ভূমিকা অবশ্যপালনীয় তা হলো-

- আপনি আপনার স্ত্রীকে যেভাবে পরিপাটিরূপে কামনা করেন আপনিও আপনার স্ত্রীর জন্য নিজেকে পরিপাটি রাখুন। এটাই হচ্ছে সুন্নাহ।

আল্লাহ বলেন:ৎ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। [সুরা বাকারা ২:২২৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন " আমি যেমন আমার স্ত্রীকে সু- সাজে সজ্জিত কামনা করি তদ্রুপ আমার স্ত্রীরও অধিকার আছে আমাকে পরিপাটি হিসেবে কামনা করার।সুতরাং আমি তার জন্য নিজেকে গুছিয়ে রাখি।(ইবন কাসীর)

রাসুল সা.বলেন :

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «أكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَاناً أحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِمْ». رواه الترمذي، وَقالَ: حديث حسن صحيح

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে

সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।'' তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২

- আপনি যতই ব্যস্ত হোন না কেন স্ত্রীকে প্রতিদিন সময় দিন। তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হোন। মনে রাখবেন। স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ততাও ইসলামী জীবনযাত্রার অংশবিশেষ। ইদানীংকালে দেখা যায় একজন স্বামী তার কর্মপরিসর ও বন্ধুমহল নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগী হয়ে পরেন। বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারীপুরুষের নির্মল, পবিত্র ও হালাল শারিরীক সম্পর্ক। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমনোযোগীতা অনেক সময় উক্ত শারিরীক সম্পর্ক পাওয়া থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করে। তখন শয়তান সুযোগ গ্রহণ করে থাকে এবং স্ত্রীর মনকে হারাম কোনো বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। এমতাবস্থায় স্ত্রীদের অভিযোগ বাড়তে থাকে, সংসারে বাড়তে থাকে অশান্তির আগুন। সুতরাং স্বামীদের যথেষ্ট চিন্তা করা উচিৎ।
- আপনার স্ত্রীকে আপনি বিনোদনচর্চা ও অবসরযাপনের মূল কেন্দ্র বানিয়ে নিন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে খোশগল্প করতেন, হাসিঠাট্টা করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের মনোতুষ্টিমূলক খেলায় মেতে উঠতেন।
- বদঅভ্যাসসমূহ ত্যাগ করুন। সলাতে অলসতা, ধূমপান, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গককরণ, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলা ইত্যাদি পরিহার করুন।
- স্বাভাবিক আনন্দভ্রমণে স্ত্রীকে সাথে রাখুন।
- স্ত্রীকে দীনী ইলমের ছাত্রী ও শিক্ষিকারূপে সময় বের করে দিন। তাকে দীনশিক্ষা দিন। যেভাবে আমরা একাধিক স্থানে বলে এসেছি এবং তাকে দীনপ্রচারে নিয়োজিত করুন অন্যান্য মা-বোনদের মাঝে।
- উপদেশ দিতে থাকুন নরম ভাষায়। রাসুল সাঃ বলেন-

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ، وَإنَّ أعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فَإنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنْ تَرَكْتَهُ، لَمْ يَزَلْ أعْوجَ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين: المَرأةُ كالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإن اسْتَمتَعْتَ بِهَا، اسْتَمتَعْتَ وفِيهَا عوَجٌ

وفي رواية لمسلم: «إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا

اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عوَجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا.«

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও।''

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, ''মহিলা পাঁজরের হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।''

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ''মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল তালাক দেওয়া।'' সহীহুল বুখারী ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮

- পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করুন। স্ত্রীকে ভালো কাজে ব্যস্ত রাখুন। মাঝেমধ্যে প্রণোদনা পুরস্কার দিন।
- আপনার কর্মব্যস্ততায় স্ত্রী আপনাকে ফোন বা যোগাযোগ মাধ্যমে পেতে চাইলে কিছুটা সময় দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট রাখুন।
- অর্থনৈতিক উন্নতির সময় ভারসাম্য বজায় রেখে খরচ করুন যেন সাময়িক বিপদ-বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে পরতে না হয়।
- একে অন্যকে যথেষ্ট পরিমাণ ছাড় দিন। ত্রুটিবিচ্যুতি হলে ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা শেখান।

وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ»رواه مسلم

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ''কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।'' মুসলিম ১৪৬৯, আহমাদ ৮১৬৩

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো মেনে চলুন। আশা করি দাম্পত্যজীবনে প্রকৃত সুখ ফিরে আসবে ইংশাআল্লহ। সর্বোপরি আল্লহর নিকট এই দুআ করুন-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে ইমাম বানিয়েদিন। [সুরা ফুরকান ২৫:৭৪]

সামাজিক সংকট

পরকীয়া একটি জটিল ব্যাধি: নিরসনের উপায়

রব্বুল আলামীনের বিধান,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

এবং নারীদের মধ্যে সকল........সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ (সুরা নিসা ২৩-২৪)। তাহলে উপরে যাদেরকে বিবাহ করা আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তাদের শেষ প্রকারটি হল সেই নারী যার স্বামী বিদ্যমান আছে।

এই নির্দেশের আওতায় কোন পুরুষ কখনোই এমন কোন নারীর দিকে বিবাহের ইংগিত বা প্রস্তাব করতে পারে না যার স্বামী বর্তমান। বিপরীতে, কোন নারীও তার স্বামীর বিদ্যমানতায় অন্য কোন পুরুষকে কামনা করতে পারেন না। এর বিপরীত হলে সেটাই পরকীয়া। পরকীয়ার সংজ্ঞায় নতুন কিছু বলা নিস্প্রয়োজন, এটা স্বাভাবিক উপলব্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

পরকীয়া সংক্রান্ত কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখেছি-

- কখনো এটা নারীর চরিত্রের সাথে অভ্যাসগত একটি দোষ।
- কখনো স্বামীর নানাবিধ দুর্বলতায় স্ত্রীর মধ্যে এই ব্যাধিটি ছড়িয়ে পরে।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক ও আর্থ সামাজিক কিছু পারিপার্শ্বিকতা পরকীয়ার অন্যতম সূত্র হয়ে থাকে।

আমরা একটু পরেই আলোচনায় যাব। তবে এখানেই আমরা একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই, অবস্থা বা পরিবেশ যা ই হোক না কেন উপরে আমরা যেমন উল্লেখ করেছি আল্লহর বিধানে এমন কোনো সুযোগ নেই যে, একজন পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহের কল্পনা করবে অথচ তার স্বামী বিদ্যমান।

একইভাবে একজন বিবাহিত নারীর জন্যও এমন কোনো সুযোগ নেই যে, তার স্বামী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অন্য কোনো পুরুষকে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে কল্পনা করবে।

কোনো নারী যদি তার স্বামীর দ্বীন সংক্রান্ত বা তার প্রতি যত্নহীনতার অভিযোগ আনয়ন করে

তাহলে প্রথম পদক্ষেপ হলো দুআ,

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো পুন: পুন: নাসীহা ও ধৈর্য,

তৃতীয় পদক্ষেপ হলো স্ত্রী তার অভিভাবকদের মাধ্যমে স্বামীকে চাপ প্রয়োগ করবে। এভাবে কাজ না হলে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খুলা বা তালাক নিয়ে নিবে। স্বামী যদি খুলা বা তালাক দিতে না চায় তাহলে বিচারক বা অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিবেন। এভাবে সম্পূর্ণ 'সিংগেল' হয়ে যথারীতি ইদ্দত পালন করার পর নতুন স্বামী খোজা শুরু করতে পারে। কিন্তু স্বামী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় উক্ত পরকীয়া ইসলামের দৃষ্টিতে তো জঘন্য বটেই প্রচলিত সামাজিকতা ও সাধারণ নীতি-নৈতিকতাবোধেও অত্যন্ত ঘৃণ্য।

এই জঘন্য অপরাধ আখিরাতে যেমন জাহান্নামের পথ উন্মুক্ত করে, দুনিয়ার জীবনে পাপের উপর পাপ, অপরাধের উপর অপরাধ এবং পরিবার ও সমাজের জন্য মারাত্মক এক অভিশাপ বয়ে আনে।

আমরা এখন পরকিয়ার প্রতিকার ও প্রতিরোধবিষয়ক আলোচনায় যাব:

<u>প্রথমেই অভ্যাসগত পরকীয়া</u>

অভ্যাসগত পরকীয়া একজন নারীর নারীত্ব, ব্যাক্তিত্ব ও স্বভাব চরিত্রের চরম দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করে। এথেকে তাকে বের হয়ে আসতেই হবে। একজন পুরুষের করণীয় হলো বিয়ের প্রস্তুতিকালীন পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীনকে প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর নিকট উপযুক্ত পাত্রীর জন্য দুয়া করা ও

ইস্তিখারা করা। বিয়ে পরবর্তী জীবনে সুখময় দাম্পত্যজীবনের জন্য আমাদের তুলে ধরা নির্দেশিকা অনুসরণ করা। এরপর যদি কোনো কারণে স্ত্রীর মধ্যে অভ্যাসগত পরকীয়ার কোনো লক্ষণ প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনাই চূড়ান্ত যেখানে বলা হয়েছে- তাকে নাসিহা দাও, কাজ না হলে অল্প প্রহার করো, তাতেও কাজ না হলে বিছানা পৃথক করে দাও, এতেও কাজ না হলে তাকে তালাক দিয়ে দাও।

আল্লাহ বলেন

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। [সুরা নিসা ৪:৩৪]

যখন পরকীয়ার কারণ স্বামীর দুর্বলতা

স্বামীর মধ্যে শারিরীক অক্ষমতা থাকলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে সেই অক্ষমতা দূর করতে হবে। না হলে স্ত্রীপক্ষ হতে তালাক চাওয়ার অধিকার রক্ষিত আছে। সুতরাং স্ত্রীর সহযোগিতা নিন। দুর্বলতার ব্যাপারে তার সাথে খোলামেলা আলোচনা করুন, সমাধান অন্বেষণ করুন, আল্লাহর নিকট দুআ করুন, স্ত্রীকে আশস্ত করুন। আমরা চিকিৎসা সম্পর্কিত নির্দেশনা পরবর্তী কোনো সংখ্যায় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ্।

স্বামীর অন্যান্য দুর্বলতার সমাধান সংক্রান্ত নির্দেশিকা "সুখময় দাম্পত্যজীবন" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

যখন পরকীয়ার কারণ সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা

এপর্বে দেখা যায় বিভিন্ন টেলিভিশন সিরিয়াল, সস্তা উপন্যাস, ফেসবুক, সহকর্মী-সহপাঠী, অপরিচিত নাম্বার থেকে আসা মোবাইল কল, দেবর-ভাসুর-মামাতো ভাই-খালাতো ভাই এসবই পরকীয়ার উৎসমূল হয়ে থাকে। এর নিরসনে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আল্লাহকে ভয় করা ও পর্দার বিধান

যথাযথভাবে মেনে চলার নাসিহা দিচ্ছি। বিস্তারিত দেখুন এই সংখ্যায় প্রকাশিত "প্রকৃত পর্দার স্বরূপ"।

স্বামীর জন্য আমাদের বিশেষ নাসিহা হলো- আপনার স্ত্রীর মধ্যে পরকীয়ার যে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ামাত্রই তার সাথে কাউন্সেলিং এ বসুন এবং প্রশ্ন করুন কেন সে এমন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। সেই সাথে আপনার মধ্যে এমন কোনো দুর্বলতা আছে কি না যা তাকে এমন কর্মে প্ররোচিত করছে সেটাও জেনে নিন। আপনার স্ত্রী প্রদত্ত উত্তরেই রয়েছে আপনার সামনে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান।

স্বামীর প্রতি আরও নাসিহা দিচ্ছি আপনার মধ্যে যেন স্ত্রী ব্যাতিত পরনারীর প্রতি আসক্তি না থাকে। এমনটা থাকলে আপনার স্ত্রীর পরকীয়া রোধে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হবেন।

আল্লহ রব্বুল আলামীনের নিকট চলমান সময়ের পরকীয়া নামক মহামারী থেকে আশ্রয় চাই।

সামাজিক সংকট

নারী-পুরুষের দ্বীনি সম্পর্ক যেন অন্যায় ও অশ্লীলতার দ্বার খুলে না দেয়

প্রতিটি কাজে অল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বিশুদ্ধ নিয়ত, শয়তানকে অপদস্থকরণে অন্তরে সর্বদা তাকওয়ার উপস্থিতি ও জীবনের যে কোনো পদক্ষেপের পূর্বে অল্লাহর বিধান জানা এবং অমাদের কৃত পাপ বা চলমান অন্যায়কে ইস্তিগফার ও তাওবার সাথে বর্জন করা ঈমানের অন্যতম শাখা-প্রশাখাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো ফিতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো নারীর ফিতনা। রাসুল সাঃ বলেন,

الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي ال
له عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" (رواه مسلم).

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ''নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকষর্ণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ। কারণ, বানী ঈস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।''মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩

নারী ফিতনার ক্রমধারায় চলমান সময়ের একটি ফিতনা হলো- প্রয়োজনের খাতিরে বিভিন্ন মুসলিম ভাই-বোনের মধ্যে দ্বীনী সম্পর্কের মধ্যে শয়তানের উপস্থিতি। যেহেতু শয়তান আল্লহর নিকট চ্যালেঞ্জের সাথে বলে এসেছে

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো।

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। [সুরা আরাফ ৭: ১৬-১৭]

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সে বললঃ হে আমার পলনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথ ভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথ ভ্রষ্ঠ করে দেব। [সূরা হিজর ১৫:৩৯]

সুতরাং,শয়তান আমাদের সৎকর্ম নষ্ট করে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টায় ত্রুটি করবে না।

আমরা আমাদের সমকালীন কিছু অভিজ্ঞতা থেকে বলছি,

ক.কোন ভাই যখন অন্য কোন ভাইয়ের অনুপসিহতিতে তার স্ত্রীর বা পরিবারের কোন নারী সদস্যের সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক লেনদেন কর্মে দীর্ঘদিন লিপ্ত থাকেন তখন শয়তান তাদের মধ্যে অন্যায় প্রেম-ভালবাসা বিনিময়ের সর্বাত্মক ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। শয়তানের সফলতা এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত।

আরও নাসীহা দিচ্ছি দায়িত্বশীল ভাই যেন এমন লেনদেনে যথাসম্ভব উক্ত বোনদের সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলেন (যদি সে গাইরে মাহরাম হয়) এবং এরূপ ক্ষেত্রে একই ভাই যেন ছয় মাসের অধিক একই বোন বা তার পরিবারের সাথে লেনদেনের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়। এরূপ লেনদেনের জন্য কাউকে দ্বায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তার বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, তাকওয়া-আমলের মান, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অবশ্যই বিবেচনীয়।

খ. কখনো দেখা গিয়েছে দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের সুযোগে কোনো ভাই-বোন ঋণ বা ব্যাবসায়িক স্বার্থে অর্থ লেনদেন করে তাদের আমানতদারিতা বজায় রাখতে পারেন নি। ফলশ্রুতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ভাই বা বোন এমন দ্বীনী সম্পর্ক এমনকি কখনো কখনো দ্বীনের বিষয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। শয়তানের এটা

অনেক বড় সফলতা। আমরা নাসীহা দিচ্ছি, এমন লেনদেনের পূর্বে যেন ইসলামী লেনদেন বিধিমালা অনুসরণ করা হয়।

গ. কোনো কোনো ভাই-বোনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে দ্বীনী তালিম বিনিময়ের সূত্র ধরে পরবর্তীতে মোবাইলে আলাপচারিতা, মেসেজ আদানপ্রদান অত:পর অন্যায় সম্পর্ক এমনকি পরকীয়া পর্যন্তও গড়িয়েছে। আমরা এক্ষেত্রে নাসীহা দিব- কোনো বোন যেন দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে গাইরে মাহরাম উস্তাদ নিয়োগের আগ্রহ না দেখান এছাড়া প্রত্যেক স্বামীর দ্বায়িত্ব হলো সে দ্বীন শিখবে এবং স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দিবে। একজন বোন তার স্বামী বা সন্তানের কাছে যে কোনো প্রয়োজন তুলে ধরবে অত:পর উক্ত স্বামী বা সন্তান উপযুক্ত স্থান হতে সমাধান এনে দিবেন। বিবাহপূর্ব জীবনে একজন বোনের শিক্ষক নিয়োজিত হবেন বাবা-ভাই বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষ কিংবা মুসলিম মা-বোনদের উপযুক্ত কেউ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে পূর্ণ দ্বীনী পরিবেশ বজায় আছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান।

ঘ. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফেসবুক ও অন্যান্য সোশাল মিডিয়ার সূত্রে কোনো ভাই-বোনের দ্বীনী সম্পর্ক অত:পর দেখা যায়, এই সম্পর্কে আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মনের কোণে লুকানো অন্য কোনো স্বার্থ প্রাধান্য পায়। অত:পর শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব এমনকি সুখের সংসারে ভাঙনের সুর, যা শয়তানের কাঙ্খিত সফলতার অন্যতম।

স্বাস্থ্য নির্দেশিকা

রমাদ্বনে চাই আরো সচেতনতা

কেউ যদি অসুসহ হয় সে অবসহায়ও সিয়াম পালন করার উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:
وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

আর যদি রোজা রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। [সূরা বাকরহ ২:১৮৪]

তবে একেবারেই অক্ষম হলে পরে কাযা করার কথা পরের আয়াতে এসেছে।
রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত:
روي عنه من طريق : محمد بن سليمان بن أبي داود ، أخبرنا زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا ، ولفظه
)اغْزُوا تَغْنَمُوا، وَصُومُوا تَصِحُّوا، وَسَافِرُو تَسْتَغْنُوا
رواه العقيلي في " الضعفاء الكبير " (92/2) ، والطبراني في " المعجم الأوسط " (174/8)، ورواه في جزء أحاديث أبي عروبة الحراني (رقم45/
এই হাদীসে রয়েছে,.... সিয়াম পালন কর সুসহ থাক...
হাদীসটির সনদ নিয়ে যথেষ্ঠ আপত্তি রয়েছে। তবে এর বক্তব্য সঠিক। আল কুরআনের উপরের বক্তব্যের সাথেও এর মিল রয়েছে।
সুতরাং, সিয়াম হল সুসহতার অন্যতম মাধ্যম। আমাদের অভিজ্ঞতায়ও আমরা দেখেছি সিয়াম এমন সুশৃংখল একটা পন্থা যা আমাদের অনেক রোগ বা অসুসহতার জন্যই উপকারী হয়ে থাকে। সুতরাং সুসহতার জন্য সিয়ামের মাস রমাদ্বন অনেক বড় এক নিয়ামত। এই নিয়ামতের সুষ্ঠু ব্যবহার যেন হয় এজন্যই আমাদের বক্ষমান উপসহাপনা রমাদ্বন সাসহ্য নির্দেশিকা।

- প্রথমেই আমরা বলব সেহরিতে খাবারের পরিমাণ হবে সুন্নাহসম্মত ভাবে পরিমাণে অল্প। এর পরিমাণ হচ্ছে খাবার গ্রহণের পর পেট যেন কখনই উচু না হয়। মূল খাবার গ্রহণের দশ মিনিট পূর্বে আধা লিটার পানি পান করে নিবেন।
- ভাত বা রুটির সাথে মাছ, গোশত, ডিম এতিনটির যে কোনো একটি খাবেন। সেই সাথে শরীর ঠান্ডা রাখে এমন সব্জির তরকারী খাবেন, যেমন- লাউ, পেপে ইত্যাদি।

- কখনই সেহরিতে অতিভোজন করবেন না, পোলাও-বিরিয়ানি কিংবা তৈলাক্ত খাবার খাবেন না।
- দিনের বেলা বেশী পিপাসা পেলে কিংবা বেশী গরম অনূভূত হলে প্রয়োজনে বারবার গোসল করবেন অথবা মাথা ভেজাবেন বা ভেজা সুতি কাপড়ের পট্টি বেধে নিবেন। রাসুল সা: এর সুন্নাহ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।
- সেহরির পর প্রতি একজনের জন্য ২৫০ মিলি পানিতে ৭টি খেজুর, ৭টি খুরমা ও ৩০টি কিসমিস ভিজিয়ে রাখবেন। ইফতারের ১ঘন্টা পূর্বে ঐ পানিতেই খেজুর, খুরমা ও কিসমিস হাত দিয়ে গুলিয়ে নিবেন এবং এক টেবিল চামচ পরিমাণ মধু মেশাবেন। এ পানীয়ের নাম নাবীয।
- ইফতারের শুরুতে একটি বা তিনটি খেজুর খাবেন এক গ্লাস পানি খাবেন অত:পর উক্ত নাবীয খাবেন। এই নাবীয আপনার পেটে সারা রাত কোনো গ্যাস জমতে দিবে না ইনশাআল্লাহ।
- নাবীয খেয়ে অল্প একটু পানি পান করে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করে নিবেন। আর যারা মুড়ি ভর্তা খেয়ে অভ্যস্ত তারা অল্প পরিমাণ মুড়ির সাথে ছোলা ভুনা খাবেন নাবীয পানের অন্তত ৫মিনিট পর।
- পেয়াজু ও বিভিন্ন আইটেমের চপ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকাই ভালো। একেবারে বাদ দিতে না পারলে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে বাসায় তৈরি করবেন।
- বাসায় তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিদিন টাটকা তেলে ভাজবেন। ভাজার পর অবশিষ্ট তেল ঐদিন সব্জি-তরকারী ইত্যাদি রান্নায় ব্যবহার করবেন। একদিনের পোড়া তেল পরবর্তী দিনের ভাজাপোড়ায় ব্যবহার করবেন না।ছোট কড়াই ব্যবহার করবেন, যেন অল্প তেলই পিয়াজো ইত্যাদি ভাজার জন্য যথেষ্ট হয়।
- মাগরিব থেকে ইশার সলাতের মধ্যবর্তী সময় রাতের খাবার খেয়ে নিন। এখাবারেও পেট যেন উচু না হয়।
- ইশা থেকে সেহরি পর্যন্ত পানি, ঔষধি খাবার (যেমন- মধু, কালোজিরা, শরবত) ও ফলমূল ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না।
- ইফতারের পর আপনার প্রস্রাব হলুদ বর্ণ দেখতে পেলে আধা লিটার পানি খেয়ে নিবেন। এভাবে মধ্য রাতের আগেই যেন পানির এ ঘাটতি পূরণ হয়ে প্রস্রাব স্বাভাবিক বর্ণের হয়ে আসে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখবেন।
- ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত সময় মাথার কোনো বেদনা আসলে ওষুধ সেবন করবেন না। শরীরে পানির চাহিদা মিটে গেলে দুই-তিনবার স্বাভাবিক প্রস্রাবেই মাথার বেদনা কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- রাতের মধ্যে বা ফজরের পর স্বাভাবিকভাবেই আপনার পেটের মল যেন পরিষ্কার হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী।
- সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকবেন না। আপনি কর্মজীবী হোন কিংবা অবসরে থাকুন রমযানের রাতের বাইরে দিনের বেলায় ফজরের পর ঘুম হবে সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা। দুপুরে জুহুরের সলাতের পর বিশ্রাম নিবেন সর্বোচ্চ ত্রিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা।
- হাই প্রেশারের রোগীরা সেহরির খাবারে প্রথম লোকমার সাথে দেশী রসূনের তিনটি কোয়া চিবিয়ে খাবেন। রাতের খাবারেও এমনটা করবেন।

আমরা উপায় উপকরন ব্যাবহার করি কিন্তু সফলতা দেয়ার মালিক আল্লহ। কল্যাণ দাতা ও অকল্যাণ থেকে রক্ষাকর্তা একমাত্র আল্লহ। আল্লহর নিকট দুআ করুন তিনি যেন সুস্থতার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে রমাদানের হকসমূহ আদায় করার তাওফিক দান করেন। এই রমাদ্বনেই যেন আমাদের দূরারোগ্য ব্যাধিগুলো থেকে মুক্তি দান করেন এবং এ রমাদানের সুস্থতা যেন সারা বছর বিদ্যমান থাকে।

আল ফিতান অল মালাহিম

ফিতনার প্রতীক্ষা নয়, জেনে নিন আত্মরক্ষার উপায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে। [সূরা নাহল ১৬:১]

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে ? [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৮]

وَعَنْ أَبي زَيدٍ عَمرِو بنِ أَخْطَبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قَالَ: صلَّى بِنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم الفَجْرَ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . رواه مسلم

আবূ যায়েদ আমর ইবনে আখত্বাব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদিন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায পড়লেন। তারপর আবার মিম্বরে চড়লেন [ও ভাষণ দানে ব্রতী হলেন] শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন।’ মুসলিম ২৮৯২, আহমাদ ২২৩৮১

এবং জেনে রাখুন মুসলিমদের জন্য কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনাগুলোর মধ্যে রয়েছে

>> নিজেদের মধ্যে সংঘাত- যুদ্ধ।

>> দাজ্জালের ফিতনা

এই ফিতনাগুলো আমাদের কাম্য নয়, তবে তা আসবেই। কারণ এই সংবাদ আমাদেরকে জানানো হয়েছে ওহীর আলোকে।

- আমরা ফিতনা সম্পর্কে জানব, আমাদের যা করতে বলা হয়েছে তা করব। এই ফিতনা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করব।
- ফিতনার সময়ে আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ হল ইমাম মাহদীর আগমন। কিন্তু তার জন্য আমাদেরকে বসে থাকতে বলা হয়নি। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বলা হয়নি।
- তার আগমন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট হবে। আমাদের জীবদ্দশায় হলে আমরা এগিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। অনেক আলিম তার আগমনের দিন -বর্ষ গণনা করে বলে দিচ্ছেন, এটা অনুচিত বলেই আমাদের গবেষণা।
- দাজ্জাল থেকে আমরা আশ্রয় কামনা করব, যেমন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামনা করতেন ও শিখিয়েছেন। দাজ্জাল বিষয়ক হাদীস আমরা সবার নিকট তুলে ধরব।
- মুসলিমদের পারস্পরিক সংঘাতে কারও বিপক্ষে অস্ত্র ধরব না। ইসলাহ করতে তৎপর হব। দুআ করব।

ফিতনা সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা:

وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍرَضِيَ اللهُ عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا» قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» . قَالَ عُقْبَةُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ

وفي روايةٍ قَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

উক্বাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [একবার] উহুদের শহীদদের [কবরস্থানের] দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাজা পড়লেন [অর্থাৎ তাঁদের জন্য দো'আ করলেন]। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, ''আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সু-ব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হাউজে [কাউসার]। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।'' [রাবী বলেন,] 'এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নিবদ্ধ করেছিলাম [অর্থাৎ এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন]।' (বুখারী-মুসলিম)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ''কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং [পরিণামে] তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।''
উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মিম্বরের উপরে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, ''আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হাউজ [হাওজে কাওসার] দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবি গুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শঙ্কিত নই যে, তোমরা আমার [তিরোধানের] পর শির্ক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।" সহীহুল বুখারী ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৫০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم " سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا " .

আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্, ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... সা'দ (রাযিঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আলিয়াহ্ হতে এসে বানু মু'আবিয়ায় অবস্থিত মসজিদের সন্নিকটে গেলেন। অতঃপর তিনি উক্ত মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাআত সলাত আদায় করলেন। আমরাও তার সাথে সলাত আদায় করলাম। এ সময় তিনি তার প্রতিপালকের নিকট দীর্ঘ সময় দুআ করলেন এবং দু'আ শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। তন্মধ্যে তিনি আমাকে দুটি প্রদান করেছেন এবং একটি প্রদান করেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তিনি আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দুআ কবুল করেছেন। তাঁর নিকট এ-ও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি আমার এ দু'আও কবুল করেছেন। আমি তার নিকট এ মর্মেও দুআ করেছিলাম যে, যেন মুসলিমরা পরস্পর একে অপরের বিপক্ষে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তিনি আমার এ দুআ কবুল করেননি।(মুসলিম, কিয়ামতের আলামত অধ্যায়)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ "

যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আমাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনাহ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকেদেরকে বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন মুসলিমগণ বলবে,

আল্লাহর শপথ আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কক্ষনো সম্পর্কচ্ছেদ করব না। পরিশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কক্ষনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কুস্তনতিনিয়া বিজয় করবে।

তারা নিজেদের তলোয়ার যাইতুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শাইতান (শয়তান) উচ্চঃস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলিমরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন সিরিয়া পৌছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করা মাত্র সলাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং সলাতে তাদের ইমামাত করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিচলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা (আঃ) তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ) এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আঃ) এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭০১৪, ইসলামিক সেন্টার ৭০৭১)

(٢٨٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتِ السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ قَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ - فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً - إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا - حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ، كَانُوا مِائَةً، فَلَا

يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ - أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ -» قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ،

৭১৭৩-(৩৭/২৮৯৯) আবু বকর ইবনু আবু শাইবাহ ও ‘আলী ইবনু হুজর (রহঃ) ..... ইউসায়র ইবনু জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুফা নগরীতে লাল ঝঞ্ঝা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হলো। এমন সময় জনৈক লোক কুফায় এসে বলল যে, হে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ সতর্ক হও, কিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকার সম্পদ অবণ্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ না মানুষেরা গনীমাতের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ না করবে। তারপর তিনি নিজ হাত দ্বারা সিরিয়ার প্রতি ইশারা করে বললেন, আল্লাহর শক্ররা একত্রিত হবে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। এ কথা শ্রবণে আমি বললাম, আল্লাহর শক্র বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হলো রোমীয় (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ! এবং তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তখন মুসলিম জাতি একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাবে। বিজয় অর্জন করা ছাড়া তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। এরপর পরস্পর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর দু’ পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে।

অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা সবাই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। এদিনও পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। পরিশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উভয় বাহিনী বিজয়লাভ করা ছাড়াই স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে। যে দলটি সামনে ছিল তারা সরে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন আবার মুসলিমগণ মৃত্যু বা বিজয়ের উদ্দেশে অপর একটি বাহিনী পাঠাবে। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। পরিশেষে বিজয়লাভ করা ছাড়াই উভয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করবে। তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের সেনাদলটি শাহীদ হয়ে যাবে। তারপর যুদ্ধের চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তা’আলা অকল্যাণ চক্র চাপিয়ে দিবেন। তারপর এমন যুদ্ধ হবে যা জীবনে কেউ দেখবে না

অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। পরিশেষে তাদের শরীরের উপর পাখী উড়তে থাকবে। পাখী তাদেরকে অতিক্রম করবে না; এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে নিহত হবে।

একশ' মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্রে, মাত্র এক লোক বেঁচে থাকবে। এমন সময় কেমন করে গনীমাতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দোৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ করা হবে। এমতাবস্থায় মুসলিমগণ আরেকটি ভয়ানক বিপদের খবর শুনতে পাবে এবং এ মর্মে একটি শব্দ তাদের কাছে পৌছবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওনা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসেবে প্রেরণ করবে। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দাজ্জালের খবর সংগ্রাহক দলের প্রতিটি লোকের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে।

ইবনু আবূ শাইবাহ্ (রহঃ) তার রিওয়ায়াতের মধ্যে يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ স্থলে أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জাবির এর ছেলের নাম ইউসায়র-এর স্থলে উসায়র বলেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৭০১৭, ইসলামিক সেন্টার ৭০৭৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ لَهَرْجًا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ " الْقَتْلُ " . فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ " . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لاَ تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لاَ عُقُولَ لَهُمْ " . ثُمَّ قَالَ الأَشْعَرِيُّ وَايْمُ اللَّهِ إِنِّي لأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ وَايْمُ اللَّهِ مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلاَّ أَنْ نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا

আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ''হারজ'' হবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! ''হারজ'' কী? তিনি বলেনঃ ব্যাপক গণহত্যা। কতক মুসলমান বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এখন এই এক বছরে এত মুশরিককে হত্যা করেছি। রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তা মুশরিকদের হত্যা করা নয়, বরং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করবে; এমনকি কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে, চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। কতক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে? রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অধিকাংশ লোকের জ্ঞান লোপ পাবে এবং অবশিষ্ট থাকবে নির্বোধ ও মূর্খ। অতঃপর আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো এ যুগ তোমাদেরকে ও আমাকে পেতো, তাহলে তা থেকে আমার ও তোমাদের বের হয়ে আসা মুশকিল হয়ে যেতো, যেমন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা ঐ অনাচারে যতো সহজে জড়িয়ে পড়ব তা থেকে আমাদের নিষ্ক্রমণ ততোধিক দুষ্কর হবে।
তিরমিযী ২২০৩, সহীহাহ ১৬৮০। তাহকীক আলবানীঃ হাসান সহীহ।

عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ رضي الله عنه قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ، عَرَفَ ذلِكَ فِينَا، فَقالَ : «مَا شَأنُكُمْ ؟» قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنّي أُشَبِّهُهُ بعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ؛ إنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا» قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْماً : يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: «لاَ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ: «كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ، فَيدْعُوهُم فَيُؤمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرىً وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَولَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عليه السلام، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إذَا طَأطَأَ رَأسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ

يَأتِي عِيسَى عليه السلام، قَوماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عليه السلام : أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ . وَيَبْعَثُ اللهُ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبيُّ اللهِ عِيسَى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى عليه السلام، وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى عليه السلام وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَطَراً لاَ يُكِنُّ مِنهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبِلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ ؛ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رِيْحاً طَيِّبَةً فَتَأخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ» . رواه مسلم

নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্ন স্বরে এবং একবার উচ্চ স্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা [প্রভাবিত হয়ে] মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমাদের কি হয়েছে?''

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে।' তিনি বললেন, ''দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরও বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং

আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে [তোমরা] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি মুসলিমের জন্য [আমার] প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ [আঙ্গুরের ন্যায়] ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উয্যা ইবনে ক্বাত্বানের মত দেখতে হবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহফের শুরুর [দশ পর্যন্ত] আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে [এদিকে ওদিকে] ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। [ঐ সময়] তোমরা অবিচল থাকবে।''

আমরা বললাম, 'পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন, ''চল্লিশ দিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।''

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের [পাঁচ ওয়াক্তের] নামাযই কি যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, ''তোমরা [দিন রাতের ২৪ ঘণ্টা হিসাবে] অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে।''

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় [দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।] সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর জমিনকে [গাছ-পালা] উদ্গত করার নির্দেশ দেবে। জমিন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্গত করবে।

সুতরাং [সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ করে] সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ [ও ঝুঁটি] অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল [অন্য] লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে [আসার জন্য] তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে।

তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, 'তুই তোর গচ্ছিত রত্নভাণ্ডার বের করে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো [মাটি থেকে বেরিয়ে] তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্য-বদনে তার দিকে [অক্ষত শরীরে] এগিয়ে আসবে।

দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কাণ্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তা'আলা মসীহ ইবন মারয়্যাম আলাইহিস সালাম-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে, তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত [জেরুজালেমের] 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা করে দেবেন।

তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিতনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বোলাবেন [বিপদমুক্ত করবেন] এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট অহি পাঠাবেন যে, ''আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তুর' পর্বতে আশ্রয় নাও।''

আল্লাহ তা'আলা য়্যা'জুজ-মা'জুজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান করে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন।

ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের [য়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতির] ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলার নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীগণ নিচে নেমে আসবেন। তারপর [এমন অবস্থা ঘটবে যে,] সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত জমিন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর জমিনকে আদেশ করা হবে যে, 'তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বরকত পুনরায় ফিরিয়ে আন।' সুতরাং [বরকতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,] একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অবলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় [কিয়ামত]।''মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী ২২৪০, ৪০০১, আবূ দাউদ ৪৩২১, ইবনু মাজাহ ৪০৭৫, আহমাদ ১৭১৭৭

রব্বুল আলামীন সমীপে দুআ, সকল ফিতনার মুখেও আমরা যেন হক্বের উপর অবিচল থাকতে পারি,

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। [সূরা আলে ইমরান ৩:৮]

ইসলামী শাসন ও ইলম চর্চার ধারাবাহিকতা

أسماء خلفاء الدوله الأمويه من 41 هـ إلى 132 هـ

1-معاوية بن ابي سفيان بن حرب بن امية بايعه المسلمون وعامة الناس سنة 41 هـ، بعد ان تنازل الحسن بن علي في الخلافة لمعاوية فسميّ ذاك العام بعام الجماعة، لاجتماع كلمة المسلمين فيه وأصبح معاوية بن ابي سفيان خليفة جميع المسلمين وأتخذ من دمشق عاصمة ومقراً للخلافة الأموية وعمل في فترة خلافتهِ على توحيد البلاد الإسلامية وتقوية أواصر الدولة, وهو مؤسس لأكبر دولة إسلامية في التاريخ، وهي الدولة الاموية.

وأستمر معاوية في الخلافة حتّى وفاته سنة 60 هـ، فكان بذلك أميراً (20 عامًا)، وخليفةً (20 عاماً) أخرى. ومعاوية هو أول خليفة بعد الخلفاء الراشدين، وهو أول من أورث الخلافة في الإسلام، حيث لم تكن وراثة بل شورى، وجعلها لابنه من بعده، فكان من بعده شأن المسلمين، ووحد البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً وجعل من عاصمة الخلافة دمشق منارة للعلم والعلماء ومنبراً يجمع المسلمين

2-يزيد بن معاوية بن ابي سفيان (25 - 64 هـ الموافق 645 - 683 م)، ولد بالماطرون، ونشأ في دمشق. هو ابن الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، وفي الترتيب الزمني للخلافة يعتبر سادس خلفاء المسلمين و ثاني خلفاء بني أمية، وقد حكم لمدة اربع سنوات كانت من أكثر الفترات تأثيراً ودمويةً في التاريخ الإسلامي. ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة 60 هـ. توفي يزيد في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين -64-.

3-معاوية بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان بُويِعَ له بالخلافة بعد موت أبيه، وكان ولي عهده من بعده في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة أربعٍ وستين، كان شابًا ورعًا تقيًا، مكث في الخلافة مدة قصيرة قيل ثلاثة اشهروكان في مدة خلافته مريضًا لم يخرج إلى الناس، ثم توفي

4- مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، أبو عبد الملك ويقال أبو القاسم ويقال أبو الحكم، المدني. البعض يجعله من صغار الصحابة والبعض يجعله من كبار التابعين. ولد عام 2 هـ، وقيل: 4 هـ بمكه المكرمه وتوفي سنة 65 هـ بدمشق و كانت خلافته تسعة أشهر

من الخلفاء الامويون في دمشق وهو الخليفة الرابع كان فقيهاً ضليعاً ، وثقة من رواة الحديث. روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة

5- عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص ابو الوليد الأموي القرشي (26-86 هـ/ من أعاظم خلفاء الأمويين ودهاتهم (حكم: 65-86 هـ، كان واسع العلم متعبدا ناسكا.

6-الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص الاموي القرشي ابو عبد العزيز توفى ابوه عبد الملك وخلفه ابنه الوليد، وكان أبوه قد عهد إليه بالخلافة، وبويع له بها يوم وفاة أبيه وكانت خلافته من(86 -الى 96 هـ

7-سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي السابع ، وهو يعد من خلفاء بني الامية الاقوياء, ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 96هـ. ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور. (حكم: 96-99 هـ

كان الناس في دمشق يسمونه مفتاح الخير ويحبونه ويتباركون به اشاع العدل وانصف كل من وقف ببابه

8-عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص ابو حفص تولى الخلافة بعد موت سليمان بن عبد الملك تولى الخلافة 99إلى 101هـ وكانت خلافته سنتين و خمسة أشهر

9-يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي الدمشقي. وكنيته أبو خالد. وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ولي الخلافة ب دمشق بعد عمر بن عبد العزيز سنة 101هـ إلى 105هـ ودام حكمه أربعة سنوات ونيف من الأشهر

10-هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص في عهده بلغت الإمبراطورية

الإسلامية أقصى اتساعها، حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه (فرنسا) حيث وقعت معركة بلاط الشهداء.وكانت خلافته من 105 إلى125هـ

11-الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص وكانت خلافته من 125هـ إلى 126هـ

12-يزيد الثالث بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة الأموي الثاني عشر. توفي بعد توليه الخلافة بقليل .

سمي بيزيد الناقص لأنه أراد أن يقتدي بعمر بن عبد العزيز فأنقص رواتب الجيش أسوة بعمر بعد أن كان يزيد الثاني الخليفة الأموي التاسع قد زادها بعد توليه الخلافة .

تولى الحكم بعد قيامه بانقلاب على ابن عمه الوليد بن يزيد اذ تحرك من ضاحية المزة إحدى ضواحي دمشق وسيطر على المسجد الجامع وأرسل قائدا من عنده استطاع القاء القبض على الوليد الثاني في قصره وقتله. كانت نفسه تميل للإصلاح وكان متقشفا. ولى عهده أخوه وكانت خلافته من 126هـ إلى 126هـ فلم يدم حكمه أكثر من ستة أشهر

13-إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ، و كان يلقب بصلبان باسم مجنون ، و كان عندهم بدمشق ، ثم قدم مروان بن محمد دمشق ، و راوده على أن يخلع نفسه بعد أن قاتله مروان فسمي المخلوع ، و بقي بعد ذلك مدة إلى أن مات بدمشق ، و قد قيل : إن مروان بن محمد هو الذي قتله و صلبه ، و كان اليوم الذي خلع فيه إبراهيم بن الوليد يوم الإثنين لأربع ليلة خلت من شهر صفر سنة سبع و عشرين و مائة وكانت خلافته من 126هـ إلى 126هـ ، و بقي في الخلافة ثلاثة أشهر

14-مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية هو آخر خلفاء بني أمية في دمشق .يلقب بمروان الحمار لكثرة ما كان يلاقية من متاعب وأحمال كثيرة من الثوار والخوارج أعداء الامة ، تولى الخلافة (رحمه الله) بعد ابن عمه إبراهيم الذي تخلى عن الخلافة له. يكنى بأبي عبد الله القائم بحق الله، فإنه كان لا يفتر عن محاربة الخوارج وكانت خلافته من 127هـ إلى 132 هـ

خلفاء الدولة الأموية في دمشق (40-132 هـ)

نسب الخلفاء الأمويين
الفرع السفياني: بدأ بمعاوية بن أبي سفيان بن حرب –رضي الله عنهما- وانتهى بابنه يزيد.
الفرع المرواني: بدأ بعبد الملك بن مروان بن الحكم وانتهى بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية.
ملاحظات
مدة الحكم
الحاكم

الفرع السفياني من بني أمية
60-41
معاوية بن أبي سفيان
64-60
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
(خلافة عبد الله بن الزبير
من 64 إلى 73)
الفرع المرواني من بني أمية
86-73
عبد الملك بن مروان بن الحكم
96-86
الوليد بن عبد الملك بن مروان
99-96
سليمان بن عبد الملك بن مروان
101-99
عمر بن عبد العزيز بن مروان
105-101
يزيد بن عبد الملك
125-105

هشام بن عبد الملك
126-125
الوليد بن يزيد بن عبد الملك
126-126
يزيد بن الوليد بن عبد الملك
127-126
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك
132-127
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم

ঈদ স্পেশাল

ঈদ আনন্দে মুসলিমের করণীয়- বর্জনীয়

ঈদ মানে আনন্দ। কিন্তু এটা কিসের আনন্দ মুসলিম সমাজ তা ভুলেই গিয়েছে। বিজাতীয় কালচার ও অশ্লীলতার মধ্য দিয়ে তারা ঈদের আনন্দকে কলুষিত করে থাকে।

আমরা মুসলিমদেরকে স্মরণ করিয়ে দেই,

- সাবধান "ঈদ যার যার (ধর্মের), আনন্দ সবার" কুফফারদের এমন স্লোগানে প্রতারিত হবেন না।
- কুফফার- মুশরিকরা একদিকে মুসলিমদের উপর চালাচ্ছে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ অন্যদিকে জানাবে ঈদ শুভেচ্ছা! ধোকায় পড়বেন না। ওদের ঈদ শুভেচ্ছা আমাদের নিকট মূল্যহীন।
- ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কর্ম যেন আপনার ঈদ উৎসবে মিশে না যায়।

আমাদের ঈদ আনন্দ এজন্য যে,

- আল্লাহ আমাদেরকে সত্য-পথের হিদায়াত দিয়েছেন, দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল কুরআন, দিয়েছেন সিয়াম ও রমাদ্বন অত:পর তাওফীক দিয়েছেন সিয়াম সাধনা সম্পন্ন করার।
- ঈদের দিন বাদ ফজর গোসল সেরে সুন্দর পোষাক পরিধান করুন, সুগন্ধি মাখুন।
- আল্লাহর একত্ববাদ ও শিরক মুক্ততার ঘোষণা তথা তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহে যান।
- যথানিয়মে ঈদের সালাতের জামাতে শরীক হোন।
- মুসলিমদের সাথে সালাম - মুসাফাহা করে বলুন, "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্নী ওয়া মিনকা" অর্থ আল্লাহ আমার ও তোমার থেকে আজকের দিনকে কবুল করুন।
- তাকবীরের সাথে ময়দান ত্যাগ করুন
- সাধ্যানুযায়ী পরিবারের জন্য উত্তম খাবারের ব্যাবস্থা করুন।

সমাপনী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে
وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
এবং মানুষ বলবে, এর কি হল
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। [সূরা যিলযালা ৯৯:১-৮]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তুতঃ আল্লাহর আযাব সুকঠিন। [সূরা হাজ্জ ২২:১-২]

হে রব্বুল আলামীন! তুমি আমাদের জন্য কিয়ামতের ভয়াবহতা ও হিসাবকে সহজ করে দিও! আমাদেরকে তোমার ক্ষমা ও রহমতের চাদরে আবৃত কর।
আমীন

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকরাও করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের রব! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর। [সূরা বাকরাহ ২:২৮৬]

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে-কর্মে যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের পদযুগল দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য কর। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৪৭]

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; [সূরা ফূরকন ২৫:৬৫]

অতঃপর রব্বুল আলামীন প্রদত্ত রহমতের মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ পরিসরেই আজ ১৪৩৯ হিজরী শাহরু রমাদ্বনপূর্ব ইয়াওমুল জুমুআহ বাদ আসর 'আত তাযকীর ওয়াত তাহযীর' বিশেষ এই সংখ্যার সংকলন ও সম্পাদনাকর্ম সমাপ্ত হল।

হামদ ও শোকর আল্লাহরই প্রাপ্য,আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন.........

و صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجماعين
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ